প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৫৯

প্রকাশক : কথামালা
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
লকাতা-৯ ।

মুদ্রক : মণিকো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৪নং দুর্গাবাড়ী রোড,
কলকাতা-২৮

আমিষ রূপকথা

প্রাপ্তিস্থান ঃ
কথামালা
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলকাতা-৯।

১

[স্টেজের পেছনের দিকে, গভীরতায়, একটা সামান্য উঁচু প্ল্যাটফর্ম। সেখানে অতিকায় এক কচ্ছপের পিঠে বসে দুই ন্যাংটো নীল নারী শাদা-কালো সুতোয় তাঁত বুনছে; তাঁত বুনছে; তাঁত বুনছে এবং দ্বাদশ অর-যুক্ত একটি চাকা অনবরত ঘুরিয়ে চলেছে হলুদ শার্ট ও সবুজ হাফপ্যান্ট-পরা ছয় বালক।

মঞ্চের অগ্রভাগে, পাদপ্রদীপের সামনে, কোনো লোকজন নেই। শুধু কয়েকটা চেয়ার-টেবিল পাতা আছে। উজ্জ্বল আলোকসম্প্রপাত।

কয়েক মিনিটের নৈঃশব্দ্য।

তারপর প্রচণ্ড ড্রামের শব্দ। উপর থেকে একটা পর্দা নেমে এসে (যাতে অঙ্কিত থাকবে পিকাসো-প্রণীত 'গের্নিকা' চিত্রটি) পিছনের দৃশ্যপট ঢেকে দিলো। তিনবার কাক ডেকে ওঠে।

নৈঃশব্দ্য।

ঢোলক বাজাতে-বাজাতে ও নানাবিধ বাদ্যিবাজনা সহযোগে ১৩ জন হিজড়ের প্রবেশ।]

হলুদ হিজড়ে : কী আছে তোমার মধ্যে? কী আছে?

সবুজ হিজড়ে : কিচ্ছু না; কিন্তু…

লাল হিজড়ে : তাহলে তুমি নিশ্চিত যে অনন্ত রায় শীঘ্রই মারা যাবে?

সবুজ হিজড়ে : হ্যাঁ; কিন্তু..

ধূসর হিজড়ে : কিচ্ছু না।

[নৈঃশব্দ্য।]

নীল হিজড়ে [এদিক-সেদিক তাকিয়ে] : পরিত্যক্ত সরাইখানা বোধহয়…

ইনডিগো হিজড়ে : আমাদের জন্যেই বোধহয় ফাঁকা পড়েছিলো ··

হলুদ হিজড়ে : কিচ্ছু না।

নীল হিজড়ে : পৃথিবী।

ভায়োলেট হিজড়ে : দ্যাখো তো, কিছু খাবার-দাবার পাও কিনা।

[কালো হিজড়ে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। চেয়ার-টেবিলের তলায়।]

ইনডিগো হিজড়ে : দিনগুলো এ্যাতো বিশ্রী কাটছে যে, কী বলবো ·

ধূসর হিজড়ে : মাছির মতন সূর্য উড়ে-উড়ে বসে নরপৃথিবীর নিসর্গ জাগাচ্ছে!

ভায়োলেট হিজড়ে : মাংস, মাংস, মাংস। আমি চাই মানুষের রক্তমাংসের শরীরটাকে যথেচ্ছ কষ্ট দিতে; যেহেতু আনন্দের চাইতে বেদনার অনুভূতি তীব্রতর এবং তার আকর্ষণ।

কালো হিজড়ে : পেলাম না।

কমলা হিজড়ে : কিছুই নেই?

গোলাপী হিজড়ে : না। কিচ্ছু না।

কমলা হিজড়ে : অথচ, এই 'কিচ্ছু না'র ভেতরেই তো আছে সবকিছু।

স্কার্লেট হিজড়ে : তৎ; ত্বম্; অসি! তৎ; ত্বম্; অসি!

নীল হিজড়ে : খিদের চোটে দর্শনশাস্ত্র ইতিমধ্যেই হজম হয়ে গেছে!

[তারা ইতিমধ্যে কোল থেকে ঢোলক-ফোলক নামিয়ে চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিতে শুরু করেছে।]

হলুদ হিজড়ে : পাই মেসনের করাত···

সবুজ হিজড়ে : মেঘের পল্লব

গোলাপী হিজড়ে : বনকপোতের চুমকি

ভায়োলেট হিজড়ে : মাংসপল্লী···

স্কার্লেট হিজড়ে : অর্ণবনগর

নীল হিজড়ে : পদ্মদেশ।

বাদামী হিজড়ে :

স্বপ্ন, ছেঁড়া গোলাপী পোশাক, পানশালায় বসে
মাউথ-অর্গ্যানের শব্দে ঊর্ণাজাল বোনে।
ইনডিগো আতঙ্ক, তার ভাঙা সিঁড়ি-প্রসূত আক্রোশে
নক্ষত্রখচিত রাত্রি নিংড়ে দিচ্ছে গাঢ় স্যাক্সোফনে।

কমলা হিজড়ে : ক্যামেরাসংগীত!

শ্বেত হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো] : আজ ভোরবেলা আমি একটা আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। তখন কুয়াশা কেটে গেছে; [তিনবার কাক ডেকে ওঠে] নিউট্রনের বাহু তার ৭ মিনিটের জল-ন্যাকড়া, ঊষার ট্রামপেট আর থ্যাঁতলানো নারঙ্গিফুলের গন্ধ দিয়ে আমার ঝরোকার কাঁচ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে শুরু

করেছে। স্ফটিকস্বচ্ছ দীঘির জলে কাকের পা; পজিট্রনের উক্ত। জানালার ওপাশে, দূরে, ঘনকৃষ্ণ মেঘাবরণ; সেখানে অতিকায় এক কচ্ছপের পিঠে বসে দুই ন্যাংটো নীল নারী শাদা-কালো সুতোয় তাঁত বুনছে; তাঁত বুনছে; তাঁত বুনছে এবং দ্বাদশ অর-যুক্ত একটি চাকা অতবরত ঘুরিয়ে চলেছে হলুদ শার্ট ও সবুজ হাফপ্যাণ্ট-পরা ছয় বালক।

ভায়োলেট হিজড়ে [বিরক্তভাবে] : আঃ, অতো প্যানপ্যানোচ্ছো কেন? কী বলতে চাও বলো না—

শ্বেত হিজড়ে [গম্ভীর স্বরে] : আমি গর্ভিনী।

ইনডিগো হিজড়ে [লঘুস্বরে] : অহো। আশ দিয়া দাস বলি রাখু বনমালী—

কালো হিজড়ে : আঃ, তুমি র'ওতো বাপু। বড়ো কুচুটে স্বভাব তোমার।

ইনডিগো হিজড়ে : তোকে আমি আমার জননেন্দ্রিয়ের মতন ঘেন্না করি।

গোলাপী হিজড়ে [শ্বেত হিজড়ের প্রতি] : সত্যি মাইরি, তুই বড়ো মিথ্যে কথা বলিস্।

স্কার্লেট হিজড়ে : বলতে দাও।

বাদামী হিজড়ে : বলতে দাও।

লাল হিজড়ে : হ্যাঁ, ওকে বলতে দাও।

স্কার্লেট হিজড়ে : এই মুহূর্তে ওর মিথ্যে কথাই বলা উচিত।

লাল হিজড়ে [চেয়ার ছেড়ে উঠে] : হ্যাঁ, সত্যিই বলা উচিত। কেননা, ওর মিথ্যাভাষণের আমিষ ম্যাজিকই আমাদের মাননীয় দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করবে! [দর্শকদের প্রতি] মাননীয় দর্শকবৃন্দ। ইচ্ছে করলেই আজ আমরা, অবহেলিত অশিক্ষিত উদ্বেল হিজড়েরা, আপনাদের শালীন ও সৌম্য রুচিবোধের উপর জঘন্য ও নির্মম অত্যাচার চালাতে পারি- কুৎসিত, ক্ষ্যাপাটে, অসংলগ্ন অত্যাচার—যা বাস্তব; যা উদগ্র (অনন্তকাল ধরে আপনারাই যা চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের উপর; সেইরকম।)

ধূসর হিজড়ে : বাস্তব এবং কুৎসিত—যা সত্য—আমরা এতোলবেতোল খিস্তি দিতে পারি, ন্যাংটো হয়ে নাচতে পারি, ছর্‌ছরিয়ে মঞ্চে মুতে মিহি-গেরস্থ মূল্যবোধ ও স্নায়ুসমূহকে দুমড়ে-মুচ্‌ড়ে পীড়ন

করতে পারি—

হলুদ হিজড়ে : অক্লেশে ২/৪টে সত্যি কথা শুনিয়ে দিতে পারি নিরাবরণ নিরাভরণ যা আপনাদের যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে—

নীল হিজড়ে : এবং পুতুলনাচ না দেখিয়ে অতর্কিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারি মানুষে; মানুষের মতোই ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা বাস্তবকে পাল্টে দিতে পারি—

[ইতিমধ্যে গোলাপী এবং ইনডিগো হিজড়ে যথাক্রমে মাউথ-অর্গ্যান ও স্যাক্সোফনে জনপ্রিয় 'লা পালোমা'র সুর বাজাতে থাকে।]

স্কার্লেট হিজড়ে [গভীর স্বরে]: আমরা স্বপ্ন হতে পারি।

সবুজ হিজড়ে [চেয়ার ছেড়ে উঠে]: কিন্তু, আমরা জানি, যে, আপনারা তাতে খুশি হবেন না! অতএব, আমাদের অন্যকিছু করতে হবে, যাতে আপনারা যার-পর-নাই খুশি হয়ে বাড়ি যেতে পারেন—

ধূসর হিজড়ে : সুতরাং, বাস্তবকে ভুলে যেতে হবে—

সবুজ হিজড়ে : কেননা, সেইজন্যেই তো আপনারা এই নিছক শস্তা পুতুলনাচ দেখতে এসেছেন; নয় কি? বিশ্বাস করুন, আমরা নেচে-কুঁদে সত্যিই আপনাদের খুশি করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো—

হলুদ হিজড়ে : এবং সেইজন্যেই তো আমাদের এই হিজড়ে-জন্ম।

ধূসর হিজড়ে : কে চায় মাংসের নিস্ফল কারাগারে বন্দী হতে?

লাল হিজড়ে : আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে চাই—

ধূসর হিজড়ে : আমাদের ক্ষ্যাপাটে, অসংলগ্ন, নৈরাজ্য নিয়ে—

বাদামী হিজড়ে : স্বপ্ন নিয়ে—

স্কার্লেট হিজড়ে : স্মৃতি নিয়ে—

নীল হিজড়ে : ইতিহাস ও ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে—

কালো হিজড়ে : দিশেহারা ব্যভিচার নিয়ে—

লাল হিজড়ে : এবং আমাদের সংগ্রামবিমুখ নপুংসকতাকে ইতিমধ্যেই সেঁকে নিতে চাই আমরা কবিতা ও দৃশ্যের উনুনে।

হলুদ হিজড়ে : জয়, অনন্ত জেব্রাভাবনার জয়!

বাদামী হিজড়ে : চৈত্রের পালোমা।

সবুজ হিজড়ে : কেয়াপাতায় কান্না।

কালো হিজড়ে : অন্ধচক্ষু নিয়তি

ধূসর হিজড়ে : উরুসন্ধির বরফ!

স্কার্লেট হিজড়ে [গভীর স্বরে] : আমরা স্বপ্ন হতে পারি।

কমলা হিজড়ে [দর্শকদের প্রতি] : ভেবে দেখুন তো একবার আমাদের অবস্থাটা! আমরা যারা পেরিয়ে এসেছি নীল শূন্য ও পরমাণুর হাহাকার; অঙ্গারের জলন্ত প্রহর; কান্না; ক্যাক্টাসের ঝড়। মাংসল দীঘির কিনারা ঘেঁষে মেসোলিথিক গুহামানবের কণ্ঠনালী চিরে দ্বিতীয় সাঙ্কেতিকতন্ত্র ও সমুদ্র পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে শ্রোণীচক্রের কুঁড়েঘর ও মিশরীয় স্ফিংক্সের জ্যামিতি। ফিনিশীয় নাবিকের বিষাদ ও বর্ণমালা; হরপ্পার লিপি। ইউফ্রেটিসের তটরেখা। মহেঞ্জোদারোর ষাঁড়; বাতাসের নীল মরুভূমি; প্যালেষ্টাইন। শিঙাবাদকের মতো তিব্বত ও ইস্রায়েল; উজ্জ্বল গ্রীসের শস্য; দিব্যযোনি; পৌরাণিক অন্ধতা ও শারীরিক বর্ণনার রোম। তুরস্ক ও প্রসাধন; দূষিত নক্ষত্রশোভা; রণধ্বনি; শ্যাওলা-জমা ইঁটের স্থাপত্য। ইন্‌কাসভ্যতার ভাঙা পাথরের ভস্মভার; স্তব্ধতা ও কোমল গান্ধার; বাংলাদেশ। ১৩৫৬ স্বর্ণবৃষ!—

ভায়োলেট হিজড়ে [টেবিল চাপ্‌ড়ে] : ধ্যাত্তেরি! কে শালা তোদের লেক্‌চার শুনতে চেয়েছে! - বাকোৎ কাব্যি কপ্‌চাচ্ছে ছ্যাখো ভদ্দরলোকেদের মতো! থুঃ, থুঃ — [সে থুতু ছিটোতে থাকে ইতিউতি, চতুর্দিকে।]

হলুদ হিজড়ে [ভায়োলেটকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে] : কিন্তু…কোথায়… [স্তব্ধতা] কোথায় চলেছি আমরা?

নীল হিজড়ে [দৃঢ়কণ্ঠে] : পদ্মদেশ।

[সবাই একমুহূর্তের জন্যে চুপ করে থাকে। মাউথ-অর্গ্যান এবং স্যাক্সোফনের শব্দও থেমে যায়।]

কমলা হিজড়ে : কিন্তু…কিন্তু…আমাদের তো বাঁচতে হবে! আর, যে স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে সে ঠিকমতো বাঁচবেই-বা কি করে?

নীল হিজড়ে : অতীতের ঘুমসমুদ্রের মধ্যে ভাসমান আমরা যেন স্বপ্নের আগ্নেয় উপদ্বীপ!

[নৈঃশব্দ্য ।]

কালো হিজড়ে : আচ্ছা, কেন আমরা এমন হলাম বলতে পারো ? আমাদের এই নপুংসক-জন্মের জন্য দায়ী কে ?

ভায়োলেট হিজড়ে : কেউ না··

বাদামী হিজড়ে : ঈশ্বর ··

সবুজ হিজড়ে : পলাশীর যুদ্ধ

লাল হিজড়ে : তেজস্ক্রিয়তা···

ইনডিগো হিজড়ে : হিরোশিমা···

ধূসর হিজড়ে : অনন্য রায় ;

নীল হিজড়ে : তার চিন্তাভাবনার মধ্যবিত্তমদির বন্ধ্যাত্ব ।

হলুদ হিজড়ে : হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছি যে এরিক ফন দানিকেন কলকাতায় এসেছেন এবং বলেছেন যে ধর্মবিশ্বাসে তিনি আসলে হিন্দু—

লাল হিজড়ে : সত্যিই, পেট্রোডলারের যা অবস্থা—

ইনডিগো হিজড়ে : কোকা-কোলা !

গোলাপী হিজড়ে : লবেঞ্চুস ।

ধূসর হিজড়ে : চ্যাপ্টা দেহ, অন্ধ্রে চোখ ; নিয়তির বিবিধ পুতুল !

সবুজ হিজড়ে : ক্লীবপ্রজন্মের নষ্ট উপক্রমণিকা ।

হলুদ হিজড়ে : আচ্ছা, রাজনীতির খবর-টবর কি ? পর্তুগালে যে অ্যান্টি-কমিউনিস্ট ক্যাম্পেনটা চলছে—সে-সম্পর্কে কি কিছু আলোকপাত করা যায় না ?

লাল হিজড়ে : সামুদ্রিক গুল্মের মধ্যে সালভাদোর দালির জিরাফ !

কমলা হিজড়ে : কিন্তু, রেল-স্ট্রাইকটা যে হলো—ওটার কি কোনো দরকার ছিলো বলে তোমার মনে হয় ?

নীল হিজড়ে : মুরগি-কাটবার সময়ে দেখি নষ্ট প্রেমিক মোরগ তারই প্রেমিকার
সুস্বাদু পালক ছেঁড়া নাড়িভুঁড়ি ঠুক্‌রে খা'চ্ছে ঠুক্‌রে ক্লীবচঞ্চু—

বাদামী হিজড়ে : আকাশে এখন তারা ফুটেছে
রেলকলোনীর কঠিন শবাচ্ছাদনের উপর বৃন্তচ্যুত যেন একরাশ ফুল ।

[চাবুকের শব্দ ।]

স্কার্লেট হিজড়ে : কারোর জীবনে কোনো নিয়ন্ত্রিত হৃদংগতি নেই, ছন্নছাড়া
এলোমেলো উল্টোপাল্টা নেতি-প্রপাতের শব্দে কাঁপে পূর্ণবৃত্ত
প্রত্নতত্ত্বে-চিহ্নিত খুলির নিউরোণে যেমি সঙ্গীবিহীন স্বাতীতারা
অমরত্ব অত্যন্ত আরোগ্যহীন ; সেরকমই মৃত্যু, স্মৃতি, পিত্ত ।

সবুজ হিজড়ে : এবারে প্লাবন হলো, সবজি-ক্ষেত গেলো ডুবে, খামার উলঙ্গ
তা-'থেকে অধিক কিছু শস্য অন্ন আচম্বিতে হয়েছে লোপাট
মড়া ছেলে কোলে নিয়ে (পার্লামেণ্ট ?) দাঁড়িয়ে রয়েছে
ভিখিরিনী, নষ্ট কাঠ
যে জঞ্জালে পোড়ে, ঐ ছেলেটির রক্তমাংস তারই প্রতিসঙ্গ ।

হলুদ হিজড়ে : সাবানের দর বাড়ছে ক্রমে, কেরোসিন বা চালের হদিশ নেই
বাজারে রুটিও নেই দীর্ঘদিন (সংবাদে প্রকাশ), ঘর অন্ধকার,
শুধু ডাকে
শুক্‌নো হাওয়া প্রেতকণ্ঠে, বলে, "কিছু রান্নার ইন্ধন প্রকাশ্যেই
বিক্রী হচ্ছে ; পরপুরুষের সঙ্গে শুলো যার বাঁজা বৌ, ঠকাবে
কে তাকে ?"

বাদামী হিজড়ে : সাম্প্রতিক মানুষের লিপ্সা আছে, লিপ্তি নেই ; নির্বাচিত
ভিড়ে
পদার্থবিদ্যার আঁশ বড়োজোর লেগে আছে সমস্ত শরীরে ।
উতরোল হাওয়া চায় বিস্মৃতি বা লবেঞ্চুস—যেমন সকলে
অনায়াসে
বাঁ-দিকে দরজা থাকলে ডাইনে পাশ ফিরে শুয়ে নিশ্চিন্তে
ঘুমোতে ভালোবাসে ।

[ইতিমধ্যে ভায়োলেট হিজড়ে, সে স্বভাবতই একটু চুপচাপ, ট্যাঁক থেকে
থলি বের করে টাকাকড়ি গুণতে শুরু করে ।]

কালো হিজড়ে : আচ্ছা, পাতৌদি-শর্মিলার না কি ডির্ভোর্স হয়ে যাবে ?

গোলাপী হিজড়ে : হ্যারল্ড রবিন্‌স কেমন লাগে তোমার ?

ইনডিগো হিজড়ে : আচ্ছা, দাদের মলম হিসেবে নিক্‌সোডার্ম ও কেম্পের
মধ্যে কোন্‌টা বেটার ?

সবুজ হিজড়ে : ল্যাক্টোবন্‌বন্‌ ।

গোলাপী হিজড়ে : লবেঞ্চুস।

ইনডিগো হিজড়ে : কোকা-কোলা।

সবুজ হিজড়ে : যন্ত্রপাতি।

ইনডিগো হিজড়ে : ল্যাক্টোবনুবন্।

শ্বেত হিজড়ে : পদ্ম।

ইনডিগো হিজড়ে [লঘুস্বরে] : শরতের অর্থোডক্স প্যাঁচা তুমি—লোকায়ত হিতৈষী-প্রমিতি!

কমলা হিজড়ে : ০০৭!

লাল হিজড়ে : এইভাবে নেচে কুঁদে হতে পারো বড়োজোর বাণিজ্যিক ফাঁপা বিজ্ঞাপন।

হলুদ হিজড়ে : ট্রেন : ছুটন্ত মৃত্যুর ধূম্রস্মৃতি।

ধূসর হিজড়ে :

বস্তুত বুকের মধ্যে কিছু কুট প্রবৃত্তি ও শ্লেষ্মার আধিক্য রয়ে গেছে আমাদের।

সময়ের ব্যভিচার সগানারেল্লে জেনেছিলো তাই

আমার চৈতন্য জুড়ে তাঁবু ফ্যালে মাতৃমুখ, অলজ্জ্য বিষাদ।

ভায়োলেট হিজড়ে [টাকাপয়সা গুনতে গুণতে আচম্বিতে চেঁচিয়ে ওঠে তারস্বরে] : আমার বেতন! আমার বেতন!

[সবাই চমকে ওঠে।]

সবুজ হিজড়ে : ও কি! অতো চ্যাঁচাচ্ছো কেন?

হলুদ হিজড়ে : কি করছো বসে-বসে?

ভায়োলেট হিজড়ে : টাকাকড়ি গুণছি।

লাল হিজড়ে : সেতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু, অতো টাকা তুমি পেলে কোত্থেকে?

ভায়োলেট হিজড়ে : ০০৭ ভ্রূণহত্যা করে।

কালো হিজড়ে : কুষ্ঠের তৈলাক্ত ঘায়ে মাছি যেন যন্ত্রণার মহত্তম প্রতিরূপ হয়ে আমাদের অস্বস্তি বাড়ায়—যেন প্রেম।

গোলাপী হিজড়ে : যেন স্বপ্ন।

[স্বল্প স্তব্ধতা।]

ভায়োলেট হিজড়ে : এই টাকাগুলো দিয়ে, মাইরি, একটা সত্যিকারের

সৃজনশীল পুরুষাঙ্গ কিনবো। ওটা আমার অনেক
দিনের স্বপ্ন।

ইনডিগো হিজড়ে [ন্যাকাকণ্ঠে] : একটা জননেন্দ্রিয়ের দাম কতো গো ?

স্কার্লেট হিজড়ে : ৭০০০০০০০ পিয়েস্ত্রা!

কমলা হিজড়ে : ১৪০০০০০০০ ফ্রাঁ!

গোলাপী হিজড়ে : ২১০০০০০০০ স্টার্লিং!

বাদামী হিজড়ে : ২৮০০০০০০০ ডলার!

ভায়োলেট হিজড়ে : ৫৬০০০০০০০ পেট্রো-ডলার!

নীল হিজড়ে : ০০৭ শূন্যতা!

ধূসর হিজড়ে : ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা।

ইনডিগো হিজড়ে [চীৎকার করে] : ক্ষমতা, রমণী, টাকা, টাকা, টাকা!

ভায়োলেট হিজড়ে : দিনান্তের পণ্যমেঘে আচ্ছাদিত জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে—
যেখানেই যাও

অপ্রেমের নিমজ্জনে বর্তুল উৎসুক
মজা পাও, ভোগ করো সৌর-রমণীর উষ্ণ বুক
এই পৃথিবীর ক্লেদ স্বেদ মেদমজ্জা থেকে ইতিউতি
ক্ষণিকের উদ্বৃত্ত মুনাফা লুটে নাও
—এই-ই সুখ।

ধূসর হিজড়ে : কী পাবো বাচাল, খঞ্জ প্রপঞ্চকে ছাড়া
এর বেশি পেতে পারি নবাবিচালের বাবুগিরি
বা মালার্মে, আল্‌ফা-রোমিও কিম্বা মেঘ, বপ্রক্রীড়া।
অতিরিক্ত পড়ে থাকে গুঁড়ো-গুঁড়ো মৃত্যু দিয়ে
স্বপ্নদানবের-সৃষ্ট আমাদের ত্রস্ত বেঁচে থাকা।

[ইতিমধ্যে ভায়োলেট হিজড়ে নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে শিকারী জন্তুর মতো কালো হিজড়ের দিকে এগোতে থাকে।]

ভায়োলেট হিজড়ে : টোম্যাটোর মতো বুক। টোম্যাটোর মতো হৃদয়।

[কালো হিজড়ে নির্বাক, হয়তো বা আতঙ্কে।]

স্কার্লেট হিজড়ে : নক্ষত্রের উদভ্রান্ত তীক্ষ্ণতা আর পৃথিবীময় নেকড়ে-
জিহ্বার কাহিনী আমি জানি।

ইনডিগো হিজড়ে : সিংহের সোনালি হুঙ্কার!

ভায়োলেট হিজড়ে [কালো হিজড়ের হাত চেপে ধরে] :
হাত লম্বা, পা লম্বা, বেহুঁশ ভয়ঙ্কর অনিকেত
বিশাল দানবী এক, দন্তপংক্তি আকর্ণ বিস্তৃত
শাদা-কালো ডোরাকাটা আলোছায়া কুয়াশায় শ্বেত
পাহাড়ে রক্তাক্ত স্রোতে আভাল'াশে সে-প্রতিবিম্বিত।

কালো হিজড়ে : হ্যাঁ, আমিই আফ্রিকা। আমি কালো।

ধূসর হিজড়ে : জন্তুদের কণ্ঠনালী তার নখে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যায়
এবং লোলুপদৃষ্টি লোলজিহ্বা তার অবিরত
চেটে নেয় পুঁজ রক্ত পৃথিবীর শটিত হাওয়ায়
চঞ্চুপুটে জ্বলে তার নোনারক্ত—সমুদ্রের মতো।

কালো হিজড়ে : হ্যাঁ, আমিই আফ্রিকা। আমি কালো। আমার পোশাক-পরিচ্ছদ কালো। আমার কণ্ঠস্বর কালো। আমার গর্ভের আসবাবপত্র কালো। আমার ভ্রূ-যুগলের পায়রা-দম্পতিও কালো। আমি একটা শোকাতুর শাদা বিধবা কাশবনের মতো কালো।

ভায়োলেট হিজড়ে : আমার মা! [সে অট্টহাস্য করে কালো হিজড়ের চিবুকে হাত রাখে।]

কালো হিজড়ে : না! (তুমি আমার ছোটো ভাইয়ের মতো।)

ইনডিগো হিজড়ে : প্রত্যেক মায়ের কাছে সমর্থ সন্তান যেমি আকাঙ্ক্ষিত কনিষ্ঠ আত্মজ স্নেহহনে।

ভায়োলেট হিজড়ে :

প্রপিতামহের দেশে মাছখেকো বেড়ালের মতো শাদা মেঘ যেন ছুঁয়ে
আছে আতঙ্কে তোমাকে।

আহত বালক, (যার উৎসাহী বাবা এসে সাম্প্রতিক জুতোর বুরুশে
মাখন মাখিয়ে দিলো মুখে তার অকাতরে ঠুঁশে)

ছাখে তার পিতামহ ব্যাঘ্রচর্ম পরে এসে খেয়ে ফেললো তারই মহাজাগতিক
মা-কে!

স্কার্লেট হিজড়ে : পৃথিবী সুন্দর। তবু মরন্তের দেঁতো-অস্বীকারে
যা আছে, সে-অন্ধকার আমিষাশী, ডাইনি, ঝগ্‌ড়াটে
হয়তো একদা অর্ফিয়ুসের প্রেমিকা ছিলো ; সম্প্রতি তামাটে

সপ্রেম বসন্ত শুধু ঝরে যায় শালবনে কোকিলের কেঠো-
চীৎকারে।

[উপর্যুপরি চাবুকের শব্দ।]

ভায়োলেট হিজড়ে [কালো হিজড়ের প্রতি]: প্রিয়তমা, মনে পড়ে, যখন
তুমি আমার নরম শাদা বিছানায় শুয়ে থাকতে,
ডানলোপিলোর নরম শাদা বিছানার উপর শুয়ে থাকতে
তুমি যখন; আর আমি, আমার সমস্ত আড়াল
জড়ো করে, সমস্ত অস্তিত্ব জড়ো করে আগুনে তাতানো
গন্‌গনে লোহার চিম্‌টে দিয়ে উপ্‌ড়ে তুলেছি তোমার
শরীরের নম্র মাংস—কোঁকড়ানো চাঁদের কাল্‌চে
ধোঁয়া! তেঁতো নক্ষত্রের নিকষ ফেণা! আমি তোমার
ক্ষতস্থানে অসহ্য দেশলাই জেলে দেখেছি যন্ত্রনা কতো
তীব্র হতে পারে, ব্যথা কতো তীব্র হতে পারে। তুমি
কাৎরাচ্ছিলে যেন আগুনের মোহগ্রস্ত পোকামাকড়ের
মতো; সমুদ্রবেষ্টিত পলিনিশিয়া! আমি তোমার
কুৎসিত কাঁচা মাংসের গন্ধে, দগদগে ঘা-য়ের গন্ধে
মাতাল হয়ে আমার শাদা বিছানার নরম ঢেউয়ের উপর
শুয়ে-শুয়ে আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন দেখতুম! আমি তোমাকে
ভালোবেসেছিলুম।

নীল হিজড়ে:

ক্ষিদে মানুষকে চাবুক মারছে রোরুদ্যমানিনী আফ্রিকার মতো
ক্ষিদে মানুষকে চাবুক মারছে যেন পায়রা ও পিস্টন উড়ছে রেললাইনে,
এগজস্ট পাইপের থেকে ঘৃণাত্মক ট্রেণডিম্ব হতভাগ্য ধোঁয়া ও চুরুট
অভিপ্রেত চৌদিকে মেকং-স্রোত, অ্যাঙ্গোলা অঙ্গারবর্ণ, হ্যানয়ের বাহু
আমাকে টেনে নিয়েছে তার সঠিক উষ্মের মধ্যিখানে
যেখানে মা তার ছেলের জন্যে খাবার রাঁধছে, শিশুর জন্যে সেলাই করছে
নক্ষত্রের শার্ট;
ক্ষিদে মানুষকে চাবুক মারছে যেন ব্রহ্ম রৌদ্রব্লেড দিয়ে ছেঁটে ফেলছে চাঁদের অঙ্গুষ্ঠ!

[সে উঠে গিয়ে কালো হিজড়ের সামনে নতজানু হয়ে বসে। তার মাথার
উপর আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত রাখে কালো হিজড়ে।]

কালো হিজড়ে : উত্থিত হও প্রিয়পুরুষেরা, আমার লাল মোমের দাঁত
কথা বলো বনজঙ্গল ও কর্কটের সোনা থেকে,
মাঠপ্রান্তর ও মাংসের নিভৃত শস্য থেকে,
উঠে এসো, যেখানে খুঁজে ফিরছে আমার অঙ্গুষ্ঠ, তোমাদের—
[নীল উঠে দাঁড়িয়ে কালো হিজড়ের হাত ধরে। গভীর স্যাক্সোফনের স্বর।]
নীল হিজড়ে :
সেই নিগ্রোপুরুষটি কোথায়, যে বাজিয়েছিলো রাতের দূরবীণে স্যাক্সোফনে
হার্লেমের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ চীৎকার, আলাস্কার
শ্বেত উরু, মিডল্‌সেক্‌স্‌, রাতের শিলং
কোথায় সেই লোকটি, যে তার ছেলের হাত ধরে প্রাচীন ফ্রেস্কোর মতো
বিঁধে আছে অমরকণ্টকে
কেনিলওয়র্থ দুর্গ থেকে ঝরে পড়ে নিষ্ফল সোনালি, অভ্রবর্ণ
কোথায় গেল ঈজিপ্টের সমূহ খর্জুরবীথি—মানুষের তীব্র বিষনখ,
কোথায় গেল রোডিশিয়ার রক্তচক্ষু কৃষ্ণনদী—মানুষের থুতু,
কোথায় গেল বকের চঞ্চুর জোহানেসবুর্গ—মানুষের ঘৃণা,
কোথায় গেল কাস্তে-পায়রার উড়ন্ত শস্যের রেণু—অমৃতসরের হংসধ্বনি,
লেলিনগ্রাদের থেকে অনশ্বর জ্বলন্ত অয়শ্চক্রে—আনন্দপুরম্‌।
ধূসর হিজড়ে : এবং স্যাক্সোফনের জোরালো আওয়াজ আর আমি শুনিনা।
হাঁস।
হাঁস এবং জল ও স্বপ্ন, হঠাৎ উড়ে যায়
কুহেলিকাময় এক স্তব্ধ রাঙন দেশের দিকে
ঈগলের ধ্বস্ত ডানায় অসংখ্য ঘুণপোকা—আমার হৃৎপিণ্ড
চাবুকের সপাং, সর্পবিষ
নীল হিজড়ে :
আশ্রয় দাও আমাকে রো রো নদী, ক্যানারি, হাভানা, কাঠগোলাপ
আশ্রয় দাও আমাকে ময়ূরাক্ষী, ভোর, পেঙ্গুইন, ভোল্‌গোগ্রাদ—
আমি ভেঙে ফেলতে চাই কাঁচের ব্রিটেন বন্দীশালা ও সংঘের
কোথায় সেই কাঠ-চেরাইয়ের শব্দ ঘ্যাস্‌ঘ্যাসে ছুতোর
যে-চুমু খেয়েছিলো আংটি-পরা ডালপালার কাঠের আঙুলে
কোথায় সেই করাত যা চিরে ফেলেছিলো উইপোকার গ্র্যু-ইয়র্ক

ঘুমের সোনারপুর, স্বপ্নের ফ্লোরেন্স ;
অ্যালিস-ঝর্ণার প্রান্তে স্বপ্ন শোকগাথা গাঁথে মর্মরফলকে।
ধুসর হিজড়ে :
জলের উক্‌লি-বাক্‌লি উক্‌লি-বাক্‌লি শব্দ শুনি
শব্দ শুনি
তরল এক কফিনের মধ্যে আমি যেতে থাকি নেমে
সিগারেটের ফিকে-নীল ধূম্রবলয়, আমার নশ্বর স্বপ্ন,
ঐশ্বরিক পিগ্‌মিগণের যেন আমি শঙ্কিত মুখচ্ছবি
নানারঙের মাছেদের আশ্চর্য পাখ্‌নায় গোঁত্তা মারে আমার
ছুটন্ত দৃষ্টিপুঞ্জ/আমার দৃষ্টিপুঞ্জ উড়ে যায়—
উড়ে গিয়ে বসে গির্জার চূড়ায় একটা শ্রান্ত অরব কাকের মতো
অতিদূর নক্ষত্রলোকে ও ঘড়ির কাঁটায়,
শ্বেতপাথরের গম্বুজের মতো ধুসব কুয়াশার মধ্যে ভাসমান আমার চূর্ণবিচূর্ণ
রক্তাক্ত করোটি।

আমি দেখি
গোলাপের ঘ্রাণ সমুদ্র ও আগুন
পৈশাচিক ভ্রূণহত্যা ও বজ্রপাত
ইনডিগো হিজড়ে :
ক্ষিদে মানুষকে চাবুক মারছে যেমন গলিত মেঘের ফাঁকে টেরিকাটা সূর্যের বিন্যাস
রোদের দাঁতের ফাঁকে ব্ল্যাকপ্লেগের স্খলিত বীজাণু
ক্ষিদে মানুষকে চাবুক মারছে যেন বাইসাইকেলের জিহ্বা চেটে নেয় চাঁদের সংসার
অন্ধকারে ব্যাঘ্রনহমার ফুল ; ফুলের নিষ্ঠুর এরোপ্লেন—
বর্ণমালার মিথুনচিৎ জ্যামিতি ; প্রপেলারের শুঁয়ো !
ভায়োলেট হিজড়ে [বিরক্তভাবে] : আঃ, অতো বেশি কাব্যি চটকিয়োনা একটানা। নাটক তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর, আমাকে একা হতে দাও। ঈশ্বর যেরকম একা।
ইনডিগো হিজড়ে : ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। (যদিও তিনি গ্রহান্তরের ক্লীব !)
স্কার্লেট হিজড়ে : ঈশ্বর আছেন কি নেই, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনা। তবুও আমার মনে হয়, তিনি আছেন, (চির-পণ্যপৌত্তলিক তিনি আছেন), নইলে পৃথিবীতে এ্যাতো প্রাণ কেন,

এ্যাতো স্তব্ধতা কেন, এ্যাতো কান্না কেন, সব পৌত্তলিকতার আড়ালে এ্যাতো মায়া কেন? মাংসের আড়ালে এ্যাতো শূন্যতা!

নীল হিজড়ে : ঈশ্বর হচ্ছে মানবজাতির পয়লা নম্বরের শত্রু, (যেরকম মৃত্যু; যেরকম শ্রমবিভাগ)। ঈশ্বর হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার যোগফল। মানুষের সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমষ্টিগত অ্যাবস্ট্রাক্শন যেমন টাকা, ঈশ্বর তেমনি মানুষের নানাবিধ আত্মসমর্পণ এবং ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের (তার মৃত্যুচেতনার, তার আতঙ্কের ও যাবতীয় অসহায়তার), সমষ্টিছত্রাক বিয়োজন।··

লাল হিজড়ে : বিপ্লবী পোলেতারিয়েতের অবশ্যকর্তব্য হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণীবিভাগ, পরিবার ও রাষ্ট্রের অবলোপ ঘটানোর সঙ্গে-সঙ্গেই পৃথিবী থেকে ঈশ্বরচিন্তার মূলোচ্ছেদ করা। (কেননা, ঈশ্বর বাস্তবিকই নেই!)

ভায়োলেট হিজড়ে [তিতিবিরক্ত হয়ে] **:** ধ্যাৎ্তেরি। এই শস্তা পুতুলনাচে লম্বা-চওড়া রাজনৈতিক ফাঁপা বক্তৃতাবাজী ঢুকিয়ে অনুষ্ঠানটা নষ্ট করছো কেন বলো তো? আর, তোমাদের মাধ্যমে যে-লোকটা কথা বলছে পেছন থেকে, সেই অনন্ত রায় যে কতো বড়ো বিপ্লবী তা আমার জানা আছে! যত্তো সব মেকি বিপ্লবীপনা ও পরাবাস্তব জোচ্চুরি! ফুঃ

হলুদ হিজড়ে : তাহলে আর দেরী নয়। আমাদের সেই চিরন্তন ক্রীড়া-কৌতুকটি শুরু করা যাক্ এবার।

সবুজ হিজড়ে : কিন্তু, তাতে লাভটা কি হবে?

লাল হিজড়ে : ক্লীব অনন্ত রায়ের মৃত্যু এবং নতুন জন্ম।

[প্রচণ্ড ড্রামের শব্দ ও পাখিদের কিচিরমিচির। শ্বেত হিজড়ে আসন্নপ্রসবার মতো মঞ্চের ঠিক মধ্যিখানে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে-শুয়ে যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকে। অন্যান্য হিজড়েরা সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মৃদঙ্গ ও বাঁশির কলহ, ঝাঁঝরের ঝড়।]

কালো হিজড়ে : অগ্রাণে নতুন ধান কৃষ্ণের সমান।
অবশ্য আসিবেন কৃষ্ণ করিবেন নবান॥
পৌষে পাষণ্ড শীত পড়ে প্রভুর গায়।
উঠিতে বসিতে সীতার অর্ধেক রাত্রি যায়॥

[প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ। নীলবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

নীল হিজড়ে :

উনুনের সামনে তুমি মাটিতে শোয়ানো হিংস্র রক্তমাখা আমিষাশী বঁটি।
যখনই তোমাকে আমি স্পর্শ করি · অগ্নি জন্ম নিলো পরমাণু,
তুমিই প্রবাহ, তুমি পদার্থের নাভিপদ্ম, মধুপর্ক, চাঁদের করোটি
যে মুহূর্তে ঠোঁটে-ঠোঁট আর্দ্র উদ্ভিদেরা হলো জলপোকার পৃথিবীতে স্থাণু।

[বাদামী আলোকসম্প্রপাত।]

বাদামী হিজড়ে :

যখনই তোমাকে আমি দেখেছি হরিৎ বস্তুসংঘে
তখনই অন্যান্য সব মানুষকেও সুন্দর বলেছি, হা নরক
এই উষ্ণ ষড়যন্ত্র ধরিত্রীর ধাতুর ঘূর্ণিতে অঙ্গে-অঙ্গে
কবিতাকন্যার মতো মাংসসমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে-ভেসে হয়েছে চৌম্বক।

[হরিৎ বর্ণ আলোকসম্প্রপাত।]

সবুজ হিজড়ে :

তুমি সেই চাষীবৌ তেঁতুলতলার, তুমি প্রতীচ্যের ক্ষিপ্র পপ্-সং
নিজেকে পুঁতেছি ন্যাংটো নিরক্ষরেখায় পুণ্য নবান্নের দিনে
শূন্যতার বিস্ফোরণ স্নায়ুকোষে হে ভাদ্রসংক্রান্তির উদ্বর্তন
আকাশের নীলতরঙ্গে নক্ষত্রের জলে যদি ডুবে যাও—সেখানে বিস্ময়।

[বজ্রপাতের শব্দ। গোলাপী আলোকসম্প্রপাত।]

গোলাপী হিজড়ে : পউষ মাসেতে রিত পড়এ শিশির।
কৃষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হইল চৌচির॥
মাঘে মাধব করে মথুরা-গমন।
দশ দিক দশ শূন্য শূন্য বৃন্দাবন॥

[কমলাবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

কমলা হিজড়ে : চৈত্রে চাতক পাখি ডাকে পিয়া-পিয়া।
বিধাতা বঞ্চিত কৈল হাতে নিধি দিয়া॥

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠি দুই মাস আইল গাছে পাক না আম।
কারে বা খাওয়াইব আমি দেশেতে নাই শ্যাম ॥

[আবার বজ্রপাতের শব্দ। রক্তবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

লাল হিজড়ে: ঘুমের পাদপস্তম্ভ ধ্বসে পড়ে—নড়বড়ে শিকড়ে
প্রবতা মাটির সোঁদা গন্ধে আনে ছিন্ন মেঘ মণীষামরুৎ
জলের অতলে কোষ-বিভাজন প্রোটিন-সংহতি ঝরে পড়ে
আশঙ্কায়—নতুন জন্মের প্রতীক্ষায় যেন শৈবাল-দেবদূত।

[ধূসরাভ আলোকপ্রপাত।]

ধূসর হিজড়ে:

ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে মৃত ঝকঝকে মাছের আঁশ, হাঙরের দাঁত
তুমি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার গরম চামড়ার টুপি এবং ঝাঁঝালো পর্তুগীজ
কোটি-কোটি বছরের মানুষের প্রেরণার ক্ষিপ্ত বিন্দুবীজ
আমিই সমস্ত—তুমি মৃত্তিকা ও ঘাতকের ঘৃণ্য পদপাত।

[স্কার্লেটবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

স্কার্লেট হিজড়ে:

নীলাম্বরী শাড়ির পাড়ের মতো ঝাড়লণ্ঠনের শ্বেত-নক্ষত্র ছাড়িয়ে
মৎস্যগন্ধা ধরিত্রীর অজস্র জোনাকি চকমকি অন্ধকারে
পাশাপাশি হেঁটে গেছি বহুদূর—পৃথিবীর পথ-ঘাট মাড়িয়ে
হে পর্ণশবরী, কতো স্মৃতিশস্য ঋতুচক্রে তুলেছি খামারে।

[ফুট্‌ফুটে শাদা আলোকপ্রপাত। শঙ্খধ্বনি।]

কালো হিজড়ে: ফাল্গুন মাসে দেলাম লাঙল, চৈত্র মাসে বীজ।
বৈশাখ মাসে চিক্‌চিহিণী, জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ ॥
(ওগো) সপ্তডিঙা মধুকরে যত ধান্য ধরে।
এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে ॥

[শঙ্খধ্বনি। হরিদ্রাবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

হলুদ হিজড়ে: তারপর সেই কৃষ্ণকায় আধিপত্য, আদিম দুন্দুভির শব্দ
ভেসে গেছে
আর্য-জলোচ্ছ্বাসে—নেশাগ্রস্ত শরীর যেমন ভেসে যায় স্খলিত পালকে।
স্বর্ণ-মুদ্রায় খচিত চন্দ্রগুপ্তের আলীঢ় বিস্ময়—কত গ্রীকল্যাতিন
বাণিজ্যবায়ুর সৌগন্ধ

কতো ভিন্‌দেশী ভ্রমের সমারোহ, কতো কুমীরের সৌর-দাঁতের বুভুক্ষা
ধর্মাশোকের অস্ফুট গম্ভীর শিলালিপি
হারিয়ে গেছে
রাত্রি যেমন লুকিয়ে ফ্যালে নিজেকে লম্পট-দিনের উড়াং-পাড়াং শরীরে।

[বজ্রপাতের শব্দ। ইনডিগোবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

ইনডিগো হিজড়ে:
যে-আমি তোমাকে ঘেন্না করে ঘেন্না করে—হায়, কিছুই করি না
ধরিত্রীকে শুধু এক নির্লিপ্ত চুম্বন করে, নৈর্ব্যক্তিক থুতুতে ভিজিয়ে
আনন্দলহরী শুনবো অস্তধ্বনি শুনবো তুমি শিল্পের হরিণ।
আমারই পশ্চাতে ছোটো, আমি ছুটি ঝিল্লীতে-স্নায়ুতে জ্যান্ত রক্তবীজ নিয়ে।

[স্কার্লেটবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

স্কার্লেট হিজড়ে: নিজেকে শুইয়ে দাও আকাশের নীল বিছানায়
মেষপালকের মতো রাত্রি আসে তারাদের নিয়ে
সজল অতীত এসে আমাদের ভবিষ্যৎ সংক্রামিত করে
(একথা পাথরও জানে); কর্কটশিকড় জাগে নিসর্গের
সতর্ক শয্যায়।

[গোলাপী আলোকসম্প্রপাত।]

গোলাপী হিজড়ে: আষাঢ়ে নবীন মেঘ উঠলো গগন ছাইয়ে।
শ্যামের চরণ-কালো, মেঘ রইলো দাঁড়িয়ে॥
আইল আষাঢ় মাস বরষা সময়।
পক্ষী আদি ছাথে সব বাসার সঞ্চয়॥

[বজ্রপাতের শব্দ। রক্তবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

লাল হিজড়ে: নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—সেখানে কিছু নেই।
শূন্যতাই আদিব্রহ্ম, বিমুক্তির, হিমপদ্ম, আলোচ্য উৎক্রান্তির
আশ্রয়হীনতা; হায়, শয়তানের কারুকার্য, কাতারে-কাতারে
লোক আসছে নিহত নগর থেকে এঁটো গ্রামান্তরে—
ছন্দপতন।
মাৎস্যন্যায়। সহস্র
অশ্বক্ষুরের শব্দ। যেন উল্কাপাত
মশালের আলোয় পৈশাচিক ভ্রূণদের রক্তিম সন্ত্রাস, অসহায় কৃষকের স্তম্ভিত প্রলাপ,

অনিকেত মানুষের অপস্রিয়মান ছুটন্ত প্রচ্ছায়া।

দূরে—বহুদূরে।

দিক্‌চিহ্নহীন শূন্যতায় তবু প্রতিভাত—

দু'টি কলাগাছ, ধানের ছড়া, আম্রপল্লবের ঘট॥

[শঙ্খধ্বনি। নীলবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

নীল হিজড়ে: আশমান উজাড় করে নবজাতকের শুভ্র আবির্ভাবে ভেসে যায় মূঢ় কূটকচালি

ফুলেরা শ্রাবণে রেণবোচ্ছটা হয়ে ভাসিয়েছে স্তব্ধ শৈলশ্রেণীর বিষাদ

শিকড়ে অনেক শোক তবুও কী অন্ধশ্রমে ছেঁকে তোলে নির্ভুল বর্ণালি

পুষ্পের পরাগে আমি ছিমছাম প্রজাপতি বসিয়েছি নানারঙা স্নেহে।

[কমলাবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

কমলা হিজড়ে: আইল আষাঢ় মাস লইয়া মেঘের রাণী।

নদীনালা ভইর‍্যা আইসে আষাইঢ়া পাণি॥

শাওনে শয়নে ছিলেম শ্যামের মন্দিরে।

কে জানে এহেন পিয়া যাইবে ছাড়িয়ে॥

[ফুটফুটে শাদা আলোকপ্রপাত।]

কালো হিজড়ে: ভাদরে ভরিল নদী দুকূল পাথার।

উঠে যেতে করি মনে না জানি সাঁতার॥

উড়ে যেতে করি মনে পক্ষ দেয়না বিধি।

এমন দশা করে গেল পিয়া গুণনিধি॥

[বজ্রপাতের শব্দ। হরিদ্রাবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

হলুদ হিজড়ে: নির্বাচিত হর্ম্যশীর্ষ থেকে প্রথম কাক জেগে উঠে যেভাবে স্বাগে ভোর

ভাসন্ত সূর্যের তরল লাবণ্য—ধর্মপালের পাটলিপুত্র—

বিস্মৃতির নীড় থেকে উড়ে গেল একঝাঁক পাখি এঁকেবেঁকে,

সন্নিহিত আকাশ তখন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে অস্ত্রসজ্জায় –

একটি শিশুকে চড় মেরে অনতিবিলম্বে আদর করলে যেমন সে ফুলে-ফেঁপে ওঠে অভিমানে।

[বজ্রপাতের শব্দ। ভায়োলেট আলোকসম্প্রপাত।

ভায়োলেট হিজড়ে : পদ্ম-সিংহাসনে শুয়ে সর্পাকৃতি রাণী—এরই নাম প্রজনন ;
এর উদরে তিনকন্যা —কাম, আত্মরক্ষা, ধারাবাহিকতা—
দু-চোখে শিকড়ের বহ্নি, বিস্মিত রকেট ছুঁড়ে যারা করে
নক্ষত্রখনন
এবং পতঙ্গগর্ভে ডিম্বকোষে ছড়িয়েছে মৃত্তিকার নশ্বর
মত্ততা।

[বাদামী আলোকসম্প্রপাত।]

বাদামী হিজড়ে : গোলাপের গন্ধ আছে শরীরে, হে নারী, স্মৃতিনক্ষত্রের
তেঁতোগন্ধ আছে
(অনেক প্রেমের কথা বলা যায় এবম্বিধ ঘাসের আড্ডায়)
শিশুস্থানে আমি এঁটো শালপাতা, বেঁকা টিন কুড়িয়ে তাতেই
হবো খুশি
প্রকাণ্ড ক্ষয়িষ্ণু দ্রষ্টা—পদার্থস্তম্ভের সংজ্ঞা পান করে আমি শূন্য
এবং শঙ্খিল যুগপৎ।

[বজ্রপাতের শব্দ। কমলাবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

কালো হিজড়ে : ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী, হরি জন্মমাস।
সবার আনন্দ কিন্তু মোর হা-হুতাশ ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা সুখী সব নারী।
কাঁদিয়া গোঙাই আমি দিবসশর্বরী ॥

[গোলাপী আলোকসম্প্রপাত।]

গোলাপী হিজড়ে : আশ্বিনে অম্বিকাপূজা ঘটে আলিপন।
অবশ্য আসিবেন প্রভু করিবেন স্থাপন ॥
কার্তিকে কালীয়দমন খেলেন বনমালী।
কালিদহে ঝাঁপ দিয়ে বর্ণ হলো কালি ॥

[শঙ্খধ্বনি। হরিৎবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

সবুজ হিজড়ে : বৃদ্ধ মাল্লা আসে একটা জাহাজের। অকেজো তাঁতকলের মতো
শরীরে তার তাম্রলিপ্ত বন্দরের ঘ্রাণ, ছেঁড়া পট্টবস্ত্রের নশ্বর দলিলে
শুধু কী এক বিরাট বোবা
সফলতা! অবগাহন করো গাঙুরের জলে

ভেসে যাচ্ছে বেহুলার বিচ্ছুরিত ভেলা—ত্মাখো ঐ ;

[বজ্রপাতের শব্দ। স্কার্লেটবর্ণ আলোকপ্রপাত।]

স্কার্লেট হিজড়ে : প্রীতিভাজন সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, দানবদলনের আরোগ্য,
হায়, বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার শঠতা—
সংকেত ও প্রশাসন মূর্ত হয়, ছাইবর্ণ, হে প্রেতকরোটি
নেপথ্যে শুধু সপ্তদশ অশ্বারোহীর এগিয়ে আসার শব্দ
নেপথ্যে শুধু সপ্তদশ অশ্বারোহীর এগিয়ে আসার প্রবলতম শব্দ—
বিষ্ণুমন্দিরের সামনে দাঁড়াও, দেখবে সমস্ত প্রাঙ্গন জুড়ে
ঝড়ে কালবৈশাখীর ঝরাপাতা পুঁজি নিয়ে একরাশ মৃত কৃষ্ণচূড়া ॥

[অস্পষ্ট ও দুরান্তবর্তী এরোপ্লেনের শব্দ। ফুট্ফুটে শাদা আলোকপ্রপাত।]

কালো হিজড়ে : অঘ্রাণে নতুন ধান কৃষ্ণের সমান।
অবশ্য আসিবেন কৃষ্ণ করিবেন নবান ॥

গোলাপী হিজড়ে [উচ্চস্বরে] : ধনী-গরীব ভেদ নাই, হক্‌কোলের ঘরো ধান ॥

কমলা হিজড়ে : (ওগো) সপ্তডিঙা মধুকরে যত ধান্য ধরে।
এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে ॥

[শঙ্খধ্বনি]

লাল হিজড়ে : পদ্মদেশ···

নীল হিজড়ে : যেন একটা হাসপাতাল, যেখানে
মানুষের একাকীত্ব, হাতঘড়ির কান্না, পরমাণুর হাহাকার মুছে যায়;
ব্রহ্মাণ্ডের বিন্দুবীজ চিন্তাবীজ মিশে যেন একাকার
স্নায়ুগুল্মে একটি বিপুল পদ্ম—সম্ভ্রমের ও আদরণীয়
জ্যান্ত বাসনাপাপড়ির একটি আগ্নেয় আশ্রয় ;—(জতুগৃহ ?)

লাল হিজড়ে : কোন্ সুখে ফুটিস্ রে পদ্ম—তুই না সত্যেরই ফুল ?

[তাদের কথা শেষ হতেই সেই অস্পষ্ট ও দুরান্তবর্তী এরোপ্লেনের শব্দ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। অবশেষে, যখন মনে হয় খুব কাছে এসে গেছে, তখন চকিতে বজ্রপাতের প্রচণ্ডতম শব্দ হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য ড্রামের আওয়াজ। ড্রামের শব্দ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। সাইকেডেলিক আলোকসম্প্রপাত।]

নীল হিজড়ে : কবিতার জন্ম ·

লাল হিজড়ে : নাভির গভীরে ছিলো ৫৮ উনুন···

হলুদ হিজড়ে : প্লাস-মাইনাসের জিহ্বা ; ঈশ্বরের লেহনভঙ্গিমা ৪০৫
কমলা হিজড়ে : ২ নারী ১ কুমার ১২ পাখি শাদা-কালো তন্তসমুদ্রের অঙ্কমুন···
সবুজ হিজড়ে : ৪৩ বাতিদান ; নক্ষত্রশিকড়ময় নতুন পাতার গন্ধ ; বজ্রের ডালপালা ; স্বচ্ছ কাঁচ ··
ধূসর হিজড়ে : অরণ্যের খাঁ-খাঁ স্বর ; ৮৫ উইলোবন ; ৯৭৪ ধুলোবালি···
কালো হিজড়ে : ১৯৮-সংলগ্ন গির্জাচূড়া ; কালো কাক ; ম্লান কন্টিকারি ·
ইনডিগো হিজড়ে : জড়িয়ে রেখেছে ৫১৭ বল্কলে ; যেন ঈশ্বর মাকড়শা ঊর্দ্ধবাহু···
স্কার্লেট হিজড়ে : ৮৪৯ ম্যাজিশিয়ান, আলখাল্লা ; মর-অ্যাবিলিস ৯০ গোড়ালি
গোলাপী হিজড়ে : ৪৪৪ নীল মেঘ থেকে খসে পড়ে শারীরিক বিভাজন, উড়ন্ত ক্যানারি···
বাদামী হিজড়ে : সংখ্যার ক্যাওডামি থেকে ঈশ্বর অনন্ত বিন্দু, করোটির রাহু।

[ড্রামের শব্দ। নানাবিধ পশুপাখির কুৎসিত ডাকাডাকি ও বজ্রপাত। (এইসময়ে জন কোলট্রেন-প্রণীত যে-কোনো জ্যাজ-সংগীত প্রয়োগ করা যেতে পারে।) হিজড়েরা চেয়ার-টেবিল উল্টে ছায় এবং কশাক নৃত্যভঙ্গিমায় তালে-তালে পা ঠুকতে থাকে। আলোকসম্পাত দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়।]

নীল হিজড়ে : কিমিতি-বাওয়াল থেকে উঠে আসে মায়াবলোকন, র‍্যাবো, কস্তুরীর বিষ···
ভায়োলেট হিজড়ে : ঈশ্বর বিমূর্ত জেব্রাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু, ৭৭২ গোলাপি ঘা···
লাল হিজড়ে : ১৯ ছাতার নিচে ভেঁতো পেট্রোডলারের বিষাদপ্রতিমা অহর্নিশ···
হলুদ হিজড়ে : ঈশ্বর অনন্ত শূন্য—৭৯৪ নিয়তি ছড়ায় ক্লীবলিঙ্গের কুয়াশা।

[উপর্যুপরি চাবুকের শব্দ। প্রচণ্ড এরোপ্লেনের শব্দ। ঝাঁঝরের ঝড়। ভায়োলেট হিজড়ে ক্ষণেকের জন্যে উইংসের ভেতরে গিয়ে গলায় দড়ি বাঁধা একটি স্বর্ণবৃষ নিয়ে সত্বর মঞ্চে উপস্থিত হয়। ড্রামের শব্দ।]

নীল হিজড়ে : শম্ভু, শম্ভু, শম্ভু।
গোলাপী হিজড়ে : হে অদিতি, হে বৃষ্টি ও ঝিনুকের দেবতা, পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলো।
লাল হিজড়ে : শম্ভু, শম্ভু, শম্ভু।
কমলা হিজড়ে : সূর্য ·
স্কার্লেট হিজড়ে : অন্ধকার আবরণ খুলে দাও ধাতুপর্ণ, হে সবিতা, হিরণ্যজিহ্বার পানশালা।

ভায়োলেট হিজড়ে : মাংস, মাংস, মাংস।

হলুদ হিজড়ে : পাই-মেসনের করাত…

সবুজ হিজড়ে : মেঘের পল্লব…

বাদামী হিজড়ে : বনকপোতের চুমকি ‥

কালো হিজড়ে : মাংসপল্লী…

স্কার্লেট হিজড়ে : অর্ণবনগর…

লাল হিজড়ে : পদ্মদেশ।

সবুজ হিজড়ে : অহল্যা, মাটির অন্ধকার থেকে ছেঁকে তোলে মাংসের নিভৃত শস্য, বজ্রের সন্ততি ‥

হলুদ হিজড়ে : গর্ভের আদিত্যরেণু…

গোলাপী হিজড়ে : ওঙ্কারধ্বনির অবয়ব।

নীল হিজড়ে : সহস্র নক্ষত্রযোনি-খচিত আকাশ।

[শূন্য থেকে একটা জ্বলন্ত খড়্গ ভেসে আসে।]

ইনডিগো হিজড়ে : জয়, অনন্ত জেব্রাভাবনার জয়!

লাল হিজড়ে : মাতা, দ্বার খোলো।

সবুজ হিজড়ে : আমাদের এই অসহায় পুতুলজন্মের জ্বলন্ত প্রতিষেধক চাই…

ইনডিগো হিজড়ে : আমাদের ক্লীবজন্মের

ধূসর হিজড়ে : আর মৃত্যুর।

সমবেত কণ্ঠে : জয় হোক্ মানুষের। পদ্মের প্রতিভা।

[বজ্রপাতের শব্দ। ড্রামের শব্দ। চাবুকের শব্দ। মোটরের হর্ণ। ট্রেণের হুইসিল। এরোপ্লেনের শব্দ। পাথর-ভাঙার ও কাঠ-কাটার শব্দ। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার শব্দ (যেমন দাঁত-মাজা, কুলকুচি-করা, কাপ-ডিশ ধোয়া, কাপড় কাচা, লাঠি ঠোকা, পলিথিনের বালতির ওপর অনেক উঁচু থেকে জল-পড়া ইত্যাদি)। নানারকম যন্ত্রপাতির বিকট আওয়াজ ; যা একটা অদ্ভুত পীড়াদায়ক শব্দ ও সমবেত ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করবে। যৌন-কাতর ঘন নিয়মিত শ্বাসাঘাত। যাবতীয় পশুপাখির ডাকাডাকি ও পক্ষবিধূনন। হিজড়েরা এলোমেলো বিশ্রী লাফ্‌ঝাঁপ দেবে। এই লাফালাফির সময় তাদের কারোর ঠ্যাং খুলে পড়বে, কারো মুণ্ড খসে যাবে, কারো হাত খসে যাবে, কিন্তু তারা আবার সেই হৃত অঙ্গসমূহকে মঞ্চের নানা জায়গা থেকে কুড়িয়ে এনে নিজেদের শরীরে পুনরপি লাগিয়ে নেবে ঠিকঠাক, যথাযথ। তাদের এই লম্ফঝম্ফের মধ্যে থেকে

একটা আশ্চর্য ভাঙাচোরা heiroglyphic composition জন্ম নেবে। সাইকেডেলিক আলোক-প্রপাত দ্রুত থেকে দ্রুততর ছন্দে রূপান্তরিত হবে। ইতিমধ্যে উপরোক্ত শব্দসমূহ প্রচণ্ড থেকে এমন প্রচণ্ডতম হয়ে উঠবে যে মনে হবে বুঝি, কর্ণপটাহ ছিঁড়ে গেল! যৌনকাতর ঘন নিয়মিত শ্বাসাঘাত এই সময় অসহনীয় শীৎকারে পরিণত হবে। এবং অইসব তালগোল-পাকানো শব্দ ও দৃশ্যছন্দের মধ্যিখানে শ্বেত হিজড়ে তুলনারহিত অসহ্য প্রসব যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকবে। এবং, ঠিক তুঙ্গমুহূর্তে, সেই জলন্ত খড়্গের সাহায্যে ভায়োলেট হিজড়ে স্বর্ণ বৃষটিকে বলি দেবে। স্টেজ রক্তবর্ণ আলোকপ্রপাতে ভেসে যাবে।]

সমবেত কণ্ঠে চীৎকার : কে জন্মালো ? কে জন্মালো ? কে !

[হঠাৎ সব শব্দ থেমে যায়। হিজড়েরা চলচ্চিত্রের ফ্রিজ-শটের মতো, যেন বজ্রাহত, স্থির ও নিস্পন্দ হয়ে যায়। ১২০ সেকেণ্ডের দীর্ঘতম স্থাণু, নৈঃশব্দ্য।]

অদৃশ্য হইতে আকাশবাণী : এবং এইভাবে সাতবার !

২

[নেপথ্যে মোৎসার্ট-প্রণীত 'আইনে ক্লাইনে নাখট্ ম্যুজিক' (রোমানৎসা—আন্দান্তে)। সারা মঞ্চটাই যেন নীল মহাশূন্য। প্রত্যেকেরই রুমালে চোখ-বাঁধা—নীল, লাল, সবুজ এবং শ্বেত হিজড়ে মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে মাছের মতো, ভেসে বেড়াচ্ছে ইতিউতি। দূরে-দূরে, প্রেক্ষাপটে, সংখ্যাতীত ঝিক্‌মিক্ নক্ষত্র। আশ্চর্য নীল স্তব্ধতা।]

লাল হিজড়ে : জয় হোক্ মানুষের। পদ্মের প্রতিভা।

সবুজ হিজড়ে : ও নদী, ও নীলপদ্ম,

নীল তিস্তা, নীল স্রোত, মরালীর গ্রীবা
ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টির ঝিনুক (বর্ণালির ভাসমান সিঁড়ি)
হে প্রিয়কণ্ঠ, প্লুতকণ্ঠ – ইস্পাতের মেঘ
যখন আমি তেঁতো নক্ষত্রের ধাতুশিকড়ের দিকে
যখন আমি ভেসে যাই ধূসর আমব্রেলার মুহ্যমান দূরত্বের দিকে—
হে বৃষ্টি ! হা প্রেতকণ্ঠ ! গোলাপের ঠোঁটে শ্বেতচুমু, মুখ-
-গহ্বরে শ্ব-মেঘ, (মানুষ কি কখনো সুখী হবে ?)
তুমি কেন জ্যামিতির ফুল থেকে উত্থিত মাংসের বর্ণমালা
তুমি কেন কুসুমের হাসপাতাল, অষ্টম ভ্রূণের গন্ধ, সূর্যনারঙ্গের
ঝিকিমিকি
ও নারী, ও নীলপদ্ম,

নীল তিস্তা, নীল স্রোত, মরালীর গ্রীবা…

লাল হিজড়ে : জয় হোক্ মানুষের। পদ্মের প্রতিভা।

শ্বেত হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো] :

আমার জরায়ুতে অন্ধকার এক ক্রমশ বেড়ে ওঠে
আমারই স্নেহ থেকে আমাকে দেবে ব্যথা, মায়াবী আলোরেখা
আঁধার ছেঁকে-ছেঁকে জন্ম হয় এই মাংস-বেদনার
আমার পেটে বাড়ে মাংস-আঁধারের বিরাট উইঢিবি !

নীল হিজড়ে : আদি-মর্ত্যে যখন নিসর্গপীড়িত মানুষ
মানুষকে দিলো অন্ধশ্রম, ভাষা ; মুখগহ্বরে
দিলো নিষিদ্ধ সঙ্গীত ; অগ্নি। তুলতুলে নদীতে
দৈত্যের চপ্পলের মতো নৌকোর দাঁড়ের ছলাৎ, উৎকীর্ণ জ্যা-বর্গের
বিভাজন—পাথরের চীৎকারসদৃশ অজস্র শস্তের বালার্কচ্ছটা !

লাল হিজড়ে : হৃৎস্পন্দনের
প্রথম নিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে
যে-রমণীর আঙুল পুড়ে গেছিলো—তার নাম আমাকে বলো ,
সমষ্টিবিবাহের সেই সব মাতৃতান্ত্রিক আত্মাহুতির কাহিনী আমাকে
বলো, তারপর কি করে পুরুষ তার নিজের জননেন্দ্রিয় চিনতে
পারলো
দাড়িগোঁফের হ্রদপ্রান্তে ভেসে উঠলো কি ভাবে মৃত মাছের
চোখের মতো
একটি মাত্র অঙ্গুলিশাসনের ব্যভিচার পিতৃচিহ্ন।

[তিনবার কাক ডেকে ওঠে।]

নীল হিজড়ে : পিতৃনির্দেশে সৃজন করেছি ঈশ্বর , ভঙ্গুর বজ্রপাতে
রাজকীয় মুখব্যাদানের আস্বাদ আর আমি চাই না।
আমি চাই
উত্থানভঙ্গিমা ; শরীরে
খোদাই-করা নাদব্রহ্ম , চাষবাসের
কারিকুরি , ঘরকন্নার
টুকিটাকি , হস্তশিল্পের
নাক্ষত্রক্ষিপ্রতা। আমি চাই
শুঁয়োপোকার তলপেটের বারান্দা, নীলকান্তমণি-কান্তার,
আর রূপকথার রং-বেরঙের
রুমাল-ওড়ানোর স্থাপত্য।

লাল হিজড়ে : জয় হোক্ মানুষের। পদ্মের প্রতিভা।

নীল হিজড়ে : পুরাণের থেকে আমরা দূরে সরে গেছি।
(ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন ?) উৎসবর্ণা
চুম্বকের নীল স্রোত, নীল তিস্তা, বৈদ্যুতিক নীল পারাপুই

নীল নারী, নীল চক্ষু, উপলখণ্ডের
নক্ষত্রখচিত নীল পা।

লাল হিজড়ে : জয় হোক মানুষের। পদ্মের প্রতিভা।

সবুজ হিজড়ে : ও চাঁদ, ও পদ্মের ক্রেংকার,
রেখার মধ্যে বেড়ে ওঠে দূরত্ব
রংয়ের গভীরে বৃষ্টিপাত, মাংসমেঘ
অষ্টম ভ্রূণের কণ্ঠ কথা বলে গোলাপের কানে
নৈশ-ঝিনুকের কানে,
দূরবিসর্পী
সমুদ্রের নীল হাওয়ার লৌহ-কণ্ঠস্বর,
সিংহের সোনালি হুঙ্কার,
বিছানায় ঝরে-পড়া স্বপ্নের কোরক,
হা বাহুবন্ধন, ঋতু, প্রক্ষেপণ, ঝঞ্ঝাবান্ শৈত্যের কুরঙ্গ,
কেয়াপাতার কান্না, শঙ্খসমুদ্রের গ্রীবা—
(বজ্রফেণার নৈঃশব্দ্য)
রেখার মধ্যে বেড়ে ওঠে দূরত্ব
রংয়ের গভীরে রক্তপাত,
আর আমার স্মৃতির মধ্যে ক্যাক্টাস এবং কুয়াশা এবং শূন্য
বালুতটে কুকুরের অস্পষ্ট স্বরের স্খলিত প্রতিধ্বনি।
শিংওয়ালা মৌমাছি।

শ্বেত হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো] : আমার জরায়ুতে অন্ধকার এক ক্রমশ বেড়ে ওঠে
আমারই স্নেহ থেকে আমাকে দেবে ব্যথা, মায়াবী আলোরেখা
আঁধার ছেঁকে-ছেঁকে জন্ম হয় এই পদ্মকামনার
আমার পেটে বাড়ে মাংস-আঁধারের বিশাল ক্রুশকাঠ।

[তারা কথা বলতে বলতে, ভাসতে ভাসতে, প্রত্যেকরই রুমালে চোখ-বাঁধা, বেরিয়ে যায় মঞ্চ থেকে। নীল মহাশূন্য ফাঁকা পড়ে থাকে। কয়েকটা বুদ্বুদ ভেসে আসে। মিলিয়ে যায়। বহুদূর থেকে একটা নিঃসঙ্গ কুকুরের ডাক ভেসে আসে। মিলিয়ে যায়। অন্ধকার।]

৩

[বোমাপতনের শব্দ।

গর্ভ ও মেঘের কারাগার ; আদিমতম গুহাকন্দর। মেঘ ও প্রস্তরখণ্ডের উৎকীর্ণ প্লাসেণ্টা।

অ্যামনিয়নে বজ্রের রূপোলি সর্পরেখা।

বাঁ-দিকে বেসাল প্লেটে পদ্মের জলন্ত সিংহাসনে শুয়ে আছে স্ফীতগর্ভা শ্বেত হিজড়ে।

ডানদিকে আশ্চর্য ধানক্ষেত। ধানক্ষেতের ওপারে গাঢ় ঝাউবন ও দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য। রেলসড়ক ও বুনো লতাপাতার কান্তার।

প্রস্তর ও মেঘের সিংহাসনে সমারূঢ় হয়ে ভায়োলেট হিজড়ে তালগোল-পাকানো কাঁচা রক্তমাংস : নষ্ট ভ্রূণশরীর কামড়ে-কামড়ে খাচ্ছে।

কোরিওনিক ভিলি একটা প্রকাণ্ড সোনালি ঝাড়লণ্ঠন-সদৃশ বিচ্ছুরণ, যেখান থেকে ঝুলে থাকবে দৃশ্যমান নিয়তির সুতো!

অন্যান্য হিজড়েরা সব এদিক-ওদিক ছিট্‌কে-ছাট্‌কে আছে :

লাল এবং নীল হিজড়ের হাতে হাতকড়া, পায়ে শেকল।

ইনডিগো হিজড়ের হাতে চাবুক ও গোলাপীর হাতে দূরবীণ।

হলুদ, বাদামী, স্কার্লেট এবং ধূসর হিজড়ে গর্ভকোষে পুঁজের হাইড্রাণ্টে উপবিষ্ট।

কালো, সবুজ ও কমলা হিজড়ে ধানক্ষেতে কোমর-অব্দি অবগাহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

ল্যাকুনাসে রক্তস্রোত। মেঘের কুহেলি।

জ্যোৎস্নাবিধৌত পৃথিবী। ঝিঁঝিঁ, শেয়াল ও কুকুরের ডাক মাঝে-মধ্যে প্রমাণ করছে রাত্রির অন্ধকার উপস্থিতি।

নেপথ্যে চার্চ-অর্গ্যানে ধ্বনিত হবে বিঠোফেন-প্রণীত নবম সিম্ফনির তৃতীয় ভাগ —'আনন্দের স্তোত্র'।]

স্কার্লেট হিজড়ে [যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন] : আর, আমি ছিলুম তাঁর পুরোহিত। রোজ রাত্তিরে আমার শাদা বিছানাটা উড়ে যেতো তাঁর কাছে, অথচ ঘুমোতেন তিনিই, এক লঘুস্রোত নীলবালকের মতো। আমি ছিলুম

তাঁর স্বপ্ন. শাদাটে জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যেতো আমার শরীর, আমার অন্ধত্ব, আর প্রতিদিন ভোরবেলা আমি ফুটে উঠতুম যেন কাঠ-গোলাপ—পৃথিবীর শুক্‌নো ডালপালার উপর একঝলক আনন্দের মতো। আমি জেগে উঠতুম। আমি জেগে উঠতুম এবং কথা বলতুম কাঠবিড়ালীর সঙ্গে। সারি-সারি পিঁপড়ের সঙ্গে। অন্ধ মাকড়শার সঙ্গে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ঝিনুকের সঙ্গে। ক্লান্ত মানুষের চক্ষুপল্লবের সঙ্গে। সবুজ চাঁদের সঙ্গে। আমার অন্ধত্বের সঙ্গে। আমি ঘুমিয়ে পড়তুম।

শ্বেত হিজড়ে [পদ্মের জলন্ত সিংহাসনে শুয়ে-শুয়ে]: উঠ উঠ সূয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি খাইয়া…

সবুজ হিজড়ে: মেঘের পল্লব।

কালো হিজড়ে: হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞসকলের জলন্ত রাজা, সত্যের জলন্ত রক্ষাকর্তা, প্রতিপালন করো তুমি আমাদের।

গোলাপী হিজড়ে: আর গুহাকন্দরের অভ্রপ্রস্তরগুলিকে পরিণত করো আগ্নেয় রুচিতে।

কমলা হিজড়ে: নারঙ্গের দ্যুতি।

শ্বেত হিজড়ে: উঠ উঠ সূয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি খাইয়া।

['আনন্দের স্তোত্র' থেমে যায়।]

বাদামী হিজড়ে: মা হচ্ছে সংক্রামক বেশ্যা। (পৃথিবী ও পণ্যের সংলাপ।)

ধূসর হিজড়ে: কে চায় মাংসের নিস্ফল কারাগারে বন্দী হতে?

লাল হিজড়ে: জার্মেনী, ১৯৩৩।

[নিরবচ্ছিন্ন ড্রামের শব্দ।]

ভায়োলেট হিজড়ে [নষ্ট ভ্রূণশরীর কামড়ে খেতে-খেতে]: অদ্য, ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখ হইতে, আমি, দৈবনির্দেশে সারা রাষ্ট্রে গর্ভধারণ অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলাম। এতদ্দারা, বৎসর সাতেক হইল যে অসহণীয় অরাজকতা, সন্ত্রাসপন্থা ও অগণতান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ সারা রাজ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিলো, তার, এবং অন্যান্য তদীয় অষ্টম ভ্রূণের ইষ্টিকুটুম্ব গর্ভপাত ইতিমধ্যে পরিসমাপ্ত হইল!

[বন্দুকের শব্দ।]

ইনডিগো হিজড়ে : দেশ এগিয়ে চলেছে।
হলুদ হিজড়ে : অনন্ত রায়ের বয়েস এখন যোলো !

[শূন্য থেকে সেই প্রকাণ্ড সোনালি ঝাড়লণ্ঠনটা হঠাৎ মেঝেয় পড়ে টুকরো-টুকরো হলো। কাঁচ ভাঙার প্রখরতম শব্দ।]

নীল হিজড়ে : প্রতিটি গর্ভই হবে বিস্ফোরক স্খলনি !
শ্বেত হিজড়ে : পদ্মের ক্রেংকার।

[ইনডিগো হিজড়ে সহসা নীল হিজড়েকে সপাং চাবুক মারে। রক্তক্ষরণ। তাই দেখে বজ্রের রূপোলি সর্প কুণ্ডলী পাকিয়ে হলো চাঁদ !]

নীল হিজড়ে [ইনডিগো-কে] : আঃ, অমন কাতুকুতু দিস্ না !
ভায়োলেট হিজড়ে [যেন বিষ্ঠায় পা পড়েছে] : ঈশ ! রাষ্ট্রদ্রোহ ?
লাল হিজড়ে : আমি তোমাদের স্বপ্ন দেখাতে এসেছি।

[হৃৎস্পন্দনের শব্দ।]

বাদামী হিজড়ে :
এবং জন্মেছিলাম আমি একটি বিপুল বিষ দাঁত নিয়ে, এবং তখন ঘুমন্তের
শুকিয়ে যাওয়া নাড়িভুঁড়ি থেকে জন্ম নিয়েছিলো এক ধরণের স্বপ্ন ও স্মৃতি,
এবং ছিলো
শূন্যে ভাসমান ইস্পাতের তিনটি ঝকঝকে বুদ্বুদ, পয়োঃপ্রণালীতে
ছিলো বিকট বর্ণমালার আদিম অনুশাসন।
তবু আমারই স্নায়ুবিন্দুর প্রক্ষেপণে জন্ম নেয় বিজ্ঞানের
তির্যক কম্পাস, শিল্পের পোশাক-পারিচ্ছদ, তন্ত্রমন্ত্রের ডালপালা।
লোকনৃত্য।
হলুদ হিজড়ে :
যেমন নীল বৃক্ষের নিচে প্রবৃত্তির নৈশ-পদচারণা, আমি
ছেলেবেলা কাটিয়ে ছিলাম নিরক্ষরতার রম্য দস্তানার ভেতর, শিশুভ্যানের
মেরী-গো-রাউণ্ডে, অবাধ্যতার লাল রাংতা-জড়ানো ইঁটের নৈঃশব্দ্যে।
মায়ের কোল থেকে দেখেছিলাম আকাশের স্রোতে সুবর্ণরেখা-মেঘ
বাবা আমাকে ভাঙা গ্রামাফোন, পুরনো হাফপ্যান্ট ও ছেঁড়া জুতোর কবল থেকে
টেনে নিয়েছিলো বৃষ্টিভেজা নিজস্ব বারান্দায়, রামায়ণে, অনুভূতিদেশে।
উঃ, কী ব্যাপক স্বর্গীয় পতন ! টেবিল-ল্যাম্পের তলা থেকে
গ্রন্থের উজ্জ্বল পৃষ্ঠায়, আগুনের মোহগ্রস্ত পোকামাকড়ের মতো।

কিন্তু, কী পেলাম তারপর ?
ইনডিগো হিজড়ে :
অসহায়তার জলস্তম্ভের তুঙ্গ থেকে
ডিগবাজি খেয়ে নেমে বিস্মৃতির অ-কৌটিল্যের অতলে, নৈশ-ঢেউগুলো ছিলো
দুরবিসর্পী নীল-নীল গাছের মতো,
সঙ্গীবিহীনতার সমান্তরাল বলপ্রয়োগের মতো,
কখনো ধূসর বালুটিলার গুঁড়ো-গুঁড়ো নৈরাশ্যে, শোকসন্তপ্ত
বাষ্পপুঞ্জে, মেঘফেণায়, (কয়েক শো বছরের ইতিহাসের বিমূঢ় সমাপ্তিতে),
কী পেলাম, যা আমাকে ঠেলে দিলোনা
আত্মহননের সঙ্কুচিত ভোজসভায়, ব্লেডের চক্‌চকে বিজ্ঞাপনের উপর
আছ্‌ড়ে-পড়া স্টেটবাসের ধূম্রল হুঙ্কারে ?

ধূসর হিজড়ে : ডিমের খোলশের মধ্যে মৃত্যু পেলো নির্বাক বিছানা।
[ঝিঁঝিঁপোকার কম্পন।]

স্কার্লেট হিজড়ে : মুহূর্তগুলোকে তবে ছেড়ে দাও ; ওরা বয়ে যাক্
তার থেকে ছেঁকে তোলো আনন্দের উষ্ণ শিহরণ
মৃত্যু-পর্যটন করে আকাশ নিরস্ত্র হৃতবাক্
বামনের কণ্ঠস্বরে স্ফীত হয় একাকী মরণ।

লাল হিজড়ে : ক্লীবত্বসঙ্কুল হিংস্র জান্তব অরণ্য থেকে আজ
এসেছি শহরে, স্কাইস্ক্রেপারের স্বর্গীয় সমাজ
সমস্ত পৃথিবী জ্বলছে লেলিহান চিমনির অঙ্গারে
গর্ভের নিষ্ফল কান্না জ্বলে প্রমিথিউসের হাড়ে।

বাদামী হিজড়ে : মরচে-পড়া অরণ্যের প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনতা
গুহাকন্দরের নিচে অন্ধকার হাঁ-মুখের তল
(সার্বিক ভিখিরী, ছিলো একদা আহার্য শুধু ফল)
ফুল তবু ফোটে বহুবর্ণ ঋতুপর্ণ নিয়ে শিকড়ের উজ্জ্বল প্রবতা।

ভায়োলেট হিজড়ে : জন্তুদের শাণিত নখের ধারে ছিঁড়েছে শরীর
কাকের বিকৃত চোখে ভাষাহীন অন্ধকার ভিড়
করে আসে সরীসৃপ লম্বমান গর্তে গেলে ঢুকে
কবন্ধ পৃথিবী যেন আঁস্তাকুড় উন্মাদ অসুখে।

নীল হিজড়ে : আগুন সুহৃদ হলো, বিকারসর্বস্ব বেণুনীতে
আকাশ ব্যাপক নীল উন্মাদনা স্মৃতির শিকারী
আন্দোলিত হা মানুষ ! উজ্জীবিত নশ্বর ভিখারী
সম্রাটের মতো বসে মানুষেরই মনের নিভৃতে।

কমলা হিজড়ে : কারা হলো ক্রীতদাস, কারা প্রভু, নিশ্ছিদ্র কামুক
লাঙলের ঋজু স্থৈর্যে মাতৃমুখ ফেটে চৌচির
উথালপাতাল মৃত্যু ক্লিন্ন যেন সর্পিল চাবুক
শালপ্রাংশু বিহ্বলতা জড়ো করে শিকারী শরীর।

গোলাপী হিজড়ে : প্রাক্-বৈনাশিক ঐকতান গ্রীসে-রোমে কিমাকার
বাইজান্তিয়াম থেকে ক্যাথলিক ক্যাথিড্রালময়
মায়ের স্তনের নিচে শিশুর কোমল স্বৈরাচার, ম্লান ট্রয়
যুযুধান সূর্য আঁকে ওষ্ঠপুটে গাঢ় ধূসরিমা ; অন্ধকার।

হলুদ হিজড়ে : সমস্ত পৃথিবী জ্বলছে লেলিহান চিমনির অঙ্গারে
গীটারের প্রতিধ্বনি দীর্ঘ উষ্ণ স্বপ্নে হরিদ্রাভ
বাঘের পেশির মতো ঢেউয়ে-ঢেউয়ে বাঁকানো পাহাড়ে
নীলার্দ্র আচ্ছন্ন লব্ধ গভীরতা কোন্‌খানে পাবো ?

নীল হিজড়ে : আবার বাঁচার জন্যে মানুষেরা যূথচারী হবে
আমি দীর্ঘ ইতিহাস, নিজেকেই প্রদক্ষিণ করি
ট্র্যাঙ্গুলার হাওয়ায় শূন্যতা ওড়ে বুভুক্ষু নীরবে
প্রমত্ত বামন ভেঙে ফ্যালে ডানাওয়ালা নীলঘড়ি।

সবুজ হিজড়ে : আবার বাঁচার জন্যে মানুষেরা যূথচারী হবে॥

কমলা হিজড়ে : কে চায় মাংসের নিষ্ফল কারাগারে বন্দী হতে ?

[ট্রেণের হুইসিল।]

সবুজ হিজড়ে : একি কখনো হতে পারে যে আমরা এমন নিষ্ক্রিয়, বাক্‌সর্বস্ব, পৌত্তলিক হয়ে চিরকাল মানুষ হাসাবো ? একি কখনো হতে পারে যে আমরা মূঢ় দিশেহারা অনন্ত রায়ের ক্লীবকল্পনার কারাগারে বন্দী হয়ে থাকবো ?.. কেন আমরা জ্যান্ত বাস্তবের কেন্দ্রে ফিরতে পারছিনা ? কেন আমরা জ্যান্ত মানুষের মতো সত্যি কথা বলতে পারছি না ?—ভাঙা জ্যোৎস্না আছড়ে পড়ে পোশাকে আমার, অবলম্বন শূন্যতা ; সহসা নিজেকে দেখি অভ্র ও ছাইয়ের ফাঁকা ঘুমন্ত তার্তুফ-স্তব্ধতায় !

হলুদ হিজড়ে : হায় ঋতু, হা সমাজ, শরীরে ছেয়ে মাকড়শার অসংখ্য হিংসুক ধূসরতা !

[বিদ্যুৎ চমকায়।]

নীল হিজড়ে : পুঁজি হলো সংরক্ষিত শ্রম।...

গোলাপী হিজড়ে : বনকপোতের চুমকি।

কালো হিজড়ে : কুষ্ঠের কুসুম।

লাল হিজড়ে : কবিত্ব-ফবিত্ব আমার নেই
শুধু চাবুক আর চাবুক আর চীৎকার—
পাথরের চীৎকারসদৃশ অজস্র শস্তের বালার্কচ্ছটা !

বাদামী হিজড়ে : সামনে ঝুলছে জায়মান অতীত
বরফের লিক্‌লিকে হিম সাপের মতো,
চীনেবাদামের নৈঃশব্দ্যের মতো।

[জাহাজের ভোঁ।
স্তব্ধতা।]

ধূসর হিজড়ে : এই টানাপোড়েন আর ভালো লাগে না
কী অসহ্য এই পোড়া মাংস, এই মৃত্যু, এই মদ,
নারীর শরীরময় আনন্দের জঘন্য সন্ত্রাস।
ভালো লাগে না ফুটো দেয়ালে পিঠ-সেঁদিয়ে বসে থাকা ফুলো
ভিখিরিনী ও মাছির ভোঁ-ভোঁ শব্দ জাহাজের নীল শার্ট খালাসীর
বেঁকা টিনের মতো ধারালো করুণ হাসি,
সঙ্কীর্ণ গলিপথে হারিয়ে-যাওয়া বালকের
চকিত কান্নার বিদেশী রলরোল ;—অসহনীয় !

কালো হিজড়ে : দেশ বিভাগ। ১৯৪৭।

গোলাপী হিজড়ে : কোন্ সুখে ফুটিস্‌রে পদ্ম—তুই না সত্যেরই ফুল ?

[বন্দুকের শব্দ। এরোপ্লেনের শব্দ। কাঁঝরের ঝড়। ল্যাকুনাসে বক্সের ভঙ্গুর রূপরেখা।]

বাদামী হিজড়ে : প্রোলেতারিয়েত মানেই নেতি-মানব।..

[ড্রামের শব্দ।]

লাল হিজড়ে : শরীর, দাহ্য মৃত্যুর প্রজাতন্ত্র !
ঘনেন্দ্রিয়তা সাংবিধানিক মায়া ;

ক্ষুধায় জ্বলছে মোমবাতি, পোড়ে অস্ত্র
শুল্ক, কুষ্টি—রক্তে প্রেতচ্ছায়া।

নীল হিজড়ে : হে জ্ঞানশাস্ত্র, চাঁড়ালের শুঁড়িখানা,
নিষ্ক্রিয় থেকে পারবে না বৃত হতে।
সংগীতধ্বনি, হও গণিতের ডানা,
মুদ্রাশাসন ছেঁড়ো চাবুকের স্রো.তে।

লাল হিজড়ে : ছেঁদো বণিকের বাক্-পৃথিবীকে চাই না,
বদলিয়ে দেবো আমিষ নষ্ট গ্রহ ;
(পণ্যপ্রস্তুত বিষাদের গান গাই না)
কবিতাই হবে চাবুক, রাষ্ট্রদ্রোহ।

নীল হিজড়ে : প্রহরী শরীর উত্থিত ; হে সশস্ত্র
ক্ষুধার চুল্লি : বজ্রের রাজধানী ;
মেঘের বস্তি চাঁদের চাবুকে ত্রস্ত ;
মৃত্যু দেয় না বিবস্ত্র হাতছানি।

সবুজ হিজড়ে : আমি হলুম তা-ই, যা-আমি কখনো হতে চাই নি। আমারই রচিত পৃথিবীতে আমি প্রবাসী, বিকারগ্রস্ত। পৃথিবী, যা আমি নই ; বিছানা, যা আমি নই ; হাতঘড়ি, যা আমি নই ; কালো রুটি, যা আমি নই ; চাষবাস, যা আমি নই ; আমব্রেলা, যা আমি নই ; প্রশাসন, যা আমি নই : ইত্যাকার গর্ভ-পরিবৃত আমি হাত-পা ছুঁড়ছি, লাফাচ্ছি, গান গাইছি, চীৎকার করছি, খাচ্ছি, চিন্তা করছি,···কিন্তু কেন ? —আমি তা জানি না। আমি জানি না কার জন্যে এ্যাতো মায়া, এ্যাতো রিরংসা, এ্যাতো রক্ত, এ্যাতো শ্রম—যদি আমারই সব ক্রিয়াকর্ম আমার জন্যে নয়, যদি তা হয় এ্যাতো পরনির্ভর, আক্রমণাত্মক, বাধ্যতা-মূলক, বৈরী এবং অপরকেন্দ্রিক ; যদি কেবল বেঁচে থাকার জন্য এ্যাতো অবদমন সহ্য করতে হয়—তবে অপর কোনো বাস্তবতা, অপর কোনো পৃথিবী প্রয়োজন : যেখানে আমি স্বেচ্ছাশ্রমে অন্তরতর স্বপ্ন বুনতে পারি···

স্কার্লেট হিজড়ে : ঈশ্বর ও মানুষ হলো : এক হচ্ছে অপরের কাছে অন্য, যখন সে অপরকে অন্য হিসেবে সনাক্ত করে ; উভয়ে একক।

বাদামী হিজড়েঃ ইস্তাপনের সাহেব !···
নীল হিজড়েঃ প্রোলেতারিয়েত মানেই নেতি-মানব। কেননা, তারা যে-অবস্থায় পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছে, তাকে ঠিক মানুষের মতো বেঁচে থাকা বলা যায় না কোনোমতেই। সুতরাং, মানবত্বে পুনর্বাসনের জন্য, তাদের উচিত নেতিকরণের নেতিকরণঃ অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব !
['ইণ্টারন্যাশনাল।']
লাল হিজড়েঃ আমরা চাই পুঁজির একনায়কত্বের পরিবর্তে শ্রমের একনায়কত্বঃ সাম্যতন্ত্র !
[ইনডিগো হিজড়ে তাদের সপাং চাবুক মারে।
সংক্ষিপ্ত 'ইণ্টারন্যাশনাল' থেমে যায়।]
স্কার্লেট হিজড়ে [স্বপ্নগ্রস্ত]ঃ পাহাড়চূড়ায় যেন ঈশ্বরের ডেথবাংলোগুলো অশরীরী

সেখানে নক্ষত্র গ্রন্থ হ্যামলেট পাইপ পিস্তল স্তব্ধ স্থির
ঘেয়ো কুকুরের দল, বুড়ো অসহায় ভাঁড়, ষাঁড়ের নিবিড়
সাহচর্যে সেখানে প্রত্যহ জলে ক্লান্তিকর প্রাকৃতিক সিঁড়ি
(মৃত্যু ছাড়া কে রয়েছে এমন রহস্যপ্রিয় ব্যর্থ আত্মক্রীড় ?)

[চাবুকের শব্দ।]
কালো হিজড়েঃ ঈশ্বর, আমি দেখতে চাইনা আর ছেঁড়া শ্রমের বাধ্যবাধকতা, বৈরী নিয়তির প্রশাসন। শৌচাগারের কবিতা ! স্বরব্যঞ্জনের চাঁদ !··· আমি দেখতে চাই না আর আমারই শ্রমের রচিত নরপৃথিবী, যা আমার অজৈবনিক মাংস, যা আমাকে নিগ্রহ করে, অচেনা এবং পরাবাস্তব, যেন বাইরের বৈরী শক্তি, অন্ধ এবং অলৌকিক, যেন গ্রহান্তরের দেবতা, যা, সে আমার মধ্যে নেই, যেন মাংসের আড়ালে শূন্যতা, যেন পুস্তকরাশির করাত, যখন আমি নির্জ্জান ও বশবর্তী রক্তমাংসের পুঁজি-পণ্যপ্রসবের পুতুল—নিজেকে যতো হারাই, হত্যা করি ঃ ততোই বাড়ে খনিজ রাষ্ট্র, তিলোত্তমা দ্রব্যমূল্য, নরখাদক হ্যু-ইয়র্ক, সংসদীয় বিষ্ঠাগার, ভূতুরে মেঘের বস্তি—হায়, আমারই জাতক প্রযুক্তি আমাকে চেনেনা, তার বিগ্রহ শুধু প্রসব করে রিপু-

তাড়িত প্রশাসন, নাগাসাকির দৈত্য, উরুসন্ধির বয়ক : যেন
অপর কোনো প্রজন্ম, যেন অপর কোনো পৃথিবী, যা আমাকে
চাবুক মারছে গর্ভের নিরন্ধ্র কারাগারে!

[উপর্যুপরি চাবুকের শব্দ।]

হলুদ হিজড়ে [দর্শকদের প্রতি] : মাননীয় দর্শকবৃন্দ! আমরা, যারা মধ্যবিত্ত
আঁতেলগোষ্ঠীর ক্লীব উপগ্রহ, যারা একটা গুহার মধ্যে বসবাস
করছি, নিজেদের বানানো দৈনন্দিন অভ্যাসের একটা ভ্যাপ্‌সা
গুহার মধ্যে; যারা নিষ্ক্রিয়, বাকসর্বস্ব এবং অবাস্তব,—তাদের
একমাত্র সুবিধা হলো : আমাদের কোনো শত্রুপক্ষ নেই; কেননা
আমাদের স্পষ্ট কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই : আমরা যা
বলি, তা করিনা; যা করি, তা বলিনা : বেঁচে থাকার সামান্যতম
সংহতিটুকুরও এ্যাতো অভাব আমাদের মধ্যে, যে, আজকের
এই অনুষ্ঠানে আমরা নিজেদের মধ্যে ছ্যাবলা কুটতর্ক করে
আপনাদের কিছু উদ্দেশ্যরহিত স্ফূর্তিপ্রদান করবো! ...মাননীয়
দর্শকবৃন্দ! সারা বাংলাদেশ যখন শহীদত্বের গর্ভভারাক্রান্ত,
তখন মধ্যবিত্ত ক্লীবকবিতা উদ্দেশ্যরহিত বক্‌বকানি, যৌনকাতর
প্রেমের সংলাপ ও ক্লিমিতসর্বস্ব প্রহসনে নিজেকে যেভাবে দুরন্তমুগ্ধ
রেখেছিলো; ঠিক সেইভাবেই, হ্যাঁ, ঠিক সেইভাবেই, মহাশয়রা,
আমরা এখন যে-সব ক্রিয়াকর্ম করতে যাচ্ছি তার কোনো উদ্দেশ্য-
মূলক মাথামুণ্ডু নেই, কোনো অভিসন্ধি নেই! ...আজকের
এই পুতুলনাচে বিবিধ ছেনালি করে আমরা আরেকবার প্রমাণ
করবো যে অনন্য রায় কতো অবাস্তব, কী বাক্‌সর্বস্ব, কতো
ক্লীব, কী অসংলগ্ন! ⋅ আর যদি কিছু না-ই থাকে, তবে
আত্মগ্লানিই হবে আমাদের উদ্ধার। ...আজ এখানে এমনকিছুই
ঘটবে না, যার সঙ্গে বাস্তবতার সামান্যতম যোগসূত্র আছে।

[ঝাঁঝরের ঝড়।]

গোলাপী হিজড়ে : এই সমাজব্যবস্থায় পুরুষ যদি হয় শাসক, আর নারী যদি হয়
নির্যাতিত; তবে আমরা, যারা মধ্যবিত্ত, নিজেদের হিজড়ে
ছাড়া আর কী-ইবা বলতে পারে?

[গর্ভকোষে পুঁজের হাইড্র্যাণ্ট।]

ইনডিগো হিজড়েঃ বীতস্কন্ধ হাইড্রান্টে পড়ে থাকে নষ্ট দূরবীণ
পর্যুদস্ত স্বপ্নরশ্মি ইতস্তত স্মৃতিতে বিলীন
মৃত পায়রার মতো শুব্ধ শ্বেত হিম নিঃসঙ্গতা
দাঁতালো হাওয়ার মধ্যে ওড়ে যেন উচ্ছিত নির্মোক
বাদামী হিজড়েঃ হরিণের ধূম্রচোখে রেনবোচ্ছটা বর্ণাঢ্য রঙিন
বিচ্ছুরিত বিদ্যুতের মতো তবু সাতকোণা শূন্যতা
আকাশসমুদ্রে ঢেউয়ে মুহ্যমান নক্ষত্রপালক
গির্জার ঘণ্টার ধ্বনি হয়ে জলে শুধু রাত্রিদিন
হলুদ হিজড়েঃ যেন মৃত্যু; ভয়ার্ত আদরনীয় মরচে-পড়া নখ
বহুকৌণিক জ্যোৎস্নায় শিকারীর ব্যথা ও হরিণ
একাকার; হাইড্রান্টে বহুলাঙ্গ ইস্পাতের চোখ
জেগে ছাখে সারারাত—চাঁদের আহার স্যাকারিন!
ধূসর হিজড়েঃ গাছের মসৃণ ছায়া ঘাসে, যেন কফির চামচ।
ডিমের ভেতরে মৃত্যু করে স্ফীত প্রজন্মের খোঁজ॥
লাল হিজড়েঃ স্পেন। ১৯৩৯।
[ঝাঁঝরের ঝড়।]
ভায়োলেট হিজড়ে [নীল হিজড়েকে]ঃ তোমার বিপক্ষে অভিযোগঃ তুমি রাষ্ট্রদ্রোহী!
নীল হিজড়েঃ কবিতা মানেই রাষ্ট্রদ্রোহ!
শ্বেত হিজড়ে [পদ্মের জলন্ত সিংহাসনে শুয়ে-শুয়ে]ঃ তিনি আসবেন, আমার শরীরের সমস্ত রস নিংড়ে নিয়ে তিনি আসবেন—অস্ত্র এবং বাতি-দানের দেবতা, নারঙ্গের দ্যুতি!
গোলাপী হিজড়েঃ ওগো রূপকথা, ভেসে যাবার এই কি পরিণাম?
[বজ্রপাতের শব্দ।]
স্কার্লেট হিজড়েঃ
দেবতা, উজ্জ্বল ভাষা; স্বর ও বর্ণের প্রজাপতি
বিশেষণ জেগে ওঠে বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সংঘাতে; ঋষিদৃষ্ট বর্ণমালা
সংকেত ও প্রশাসন মূর্ত হয়; (অনন্ত গণিতচিহ্ন, মেঘ থেকে ঝরে পড়ে ম্লান বৃষ্টিবিন্দু অবিরত
গর্ভের আদিত্যরেণু)। অন্ধকার আবরণ খুলে দাও ধাতুপর্ণ, হে সবিতা, হিরণ্য জিহ্বার পানশালা—

অহল্যা, মাটির অন্ধকার থেকে ছেঁকে তোলে মাংসের নিভৃত শস্য, সহস্রচক্ষুর মৃত্যুরতি)…

ইনডিগো হিজড়ে :

ইনিই পূষণ, ইনি ত্বষ্টা ও অদিতি, কূর্মযোনি ; ইনি শূন্যতার ঘনেন্দ্রিয় ক্ষত—
ইনিই মকরক্রান্তি। দেবতা, জ্বলন্ত ক্লীব ; দৃশ্যমান কবিতার মতো॥

কমলা হিজড়ে : ভাষার উৎস…

নীল হিজড়ে : সামাজিকতার থেকে, পরিস্থিতি ও নিসর্গ থেকে উঠে এলো
জলবায়ু, জিহ্বা, কণ্ঠনালী, স্নায়ুকোষ দিলো মাংসের প্রতিভা
শব্দ ও স্বেদের মধ্যে, যা এমব্রিও, ধ্বনি হও হে মস্তিষ্কবিভা
ছাতা কেন আমব্রেলা কেন পারাপ্লুই—তুমি সংগঠিত বৃত্তে এলোমেলো।

লাল হিজড়ে : নারি, তুমি শরীর ওড়াও সমবেত সাঙ্কেতিক ছন্দোবন্ধে
কি পায়রা কি পিজিওন—যা ওড়ে তা শান্তির প্রতীক
চেনো না ? তবে কি মিথ্যে এই নৃ-জারদ্যাও পুষ্পগন্ধে
যা দেখে, সংগীতধ্বনি, জেগে উঠবে শতকের সশস্ত্র পথিক।

নীল হিজড়ে : গরিষ্ঠ চাঁদের শঙ্খ, বেজে ওঠো অঙ্কশাস্ত্রে, রসায়ণবিদ্যার শব্দবর্ণ
নিষ্ঠুর ভূ-ত্বক, ভাষা, জিওগ্রাফি ছেঁড়ো দৃষ্টিদাঁতে
নিসর্গ দু-ভাঁজ, মধ্যে যোনিদ্বারে, ভাষার করাতে
চিরে ফ্যালো বৃষ্টিগন্ধ, অন্ধচক্ষু প্রাদেশিকতার মূঢ় কর্ণ।

লাল হিজড়ে : হও উর্বরতা, হও সংকেতপল্লীর, অবয়ব হও, ধ্বনিহারা ভ্রূণের চৌদিকে
ভাষা, হে কর্মঠগ্রন্থি, অনাবৃত করো প্রজ্ঞা, ক্ষতমুখ, ডুব দেবো আন্তর্জাতিকে॥

স্কার্লেট হিজড়ে [যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন] : আমি তোমাদের দেবো অর্ফিয়ুসের কণ্ঠ…

নীল হিজড়ে : প্রয়োজন নেই ; হিজড়ে মহাশয় ! একমাত্র বুলেটই আমাদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে পারে…

লাল হিজড়ে : অস্ত্রের আমিষ মাইক্রোফন…

নীল হিজড়ে : র‍্যাটাট্যাট্-ট্যাট্ !

ভায়োলেট হিজড়ে : আমি তোমাদের দিয়েছি রাষ্ট্র ; পরিমিতি। যাতে তোমরা অসংলগ্ন…

নীল হিজড়ে : প্রয়োজন নেই ; ঈশ্বরসাহেব ! অস্ত্রই সংহতি ?

কালো হিজড়ে : রাষ্ট্র মানেই পরিমিতি ; ঠিক যেরকম মৃত্যু ।

ভায়োলেট হিজড়ে [তারস্বরে] : হাম্বা ! হাম্বা ! হাম্বা !

ইনডিগো হিজড়ে : প্রভু এখন মৃত্যুর কথা বলছেন ।

নীল হিজড়ে : খুবই স্বাভাবিক । ধর্মপ্রচারকের কাছে মৃত্যু হচ্ছে দৈব-খড়ের বাছুর ! —কেননা, তাদের অভিপ্রায়ে, ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হলো যাবতীয় প্রগতির নেতিকরণ ! কেননা, তাদের মতে : ঈশ্বর, যিনি নিখুঁততম স্বয়ংসম্পূর্ণতার দৃষ্টান্ত, যিনি সব প্রগতির দ্রবণ, কেন যে হঠাৎ একদিন, কী কুক্ষণে, (লীলাচ্ছলে ?), ভূতগ্রস্ত নৈশস্রোতে : এই কুৎসিত, বোকা, হিংসাত্মক পৃথিবী রচনা করলেন, কে জানে ! সুতরাং সূচীত হলো ঈশ্বরীয় অবনতি —বস্তু-জগতের ইতিহাস ! মর-পৃথিবীর বাস্তবতা ! ধর্মপ্রচারক কখনোই এই রক্তমাংসের বাস্তবতা স্বীকার করতে চায় না (অথবা চায় ; অন্তত মুখে বলে না !) , সুতরাং, জনমনিষ্যিকে তারা ক্ষণে-ক্ষণে মৃত্যুর অলঙ্ঘ্য উপস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে, ঈশ্বরের ইচ্ছামতো, সংগ্রামের চেতনাকে নির্বাপিত করে ; যাতে শাসকগোষ্ঠীর করুণাবশত যতটুকু প্রগতি-টগতি প্রতিস্থাপিত হয়েছে ইতিমধ্যে, তার চাইতে বেশি যেন অন্ত্যশ্রেণী এগোতে না-চায় ।

বাদামী হিজড়ে : থাক্ থাক্ ; ঢের হয়েছে । এখন ঈশ্বরীয় যৌনকেশের উকুন বাছা যাক্ ।

স্কার্লেট হিজড়ে : স্বর্গীয় স্মৃতির মতো যদি ছোটে ট্রেণ, দেবদারু
সেই বুদ্ধিদীপ্ত স্রোতে তাকে দেবো রক্তাক্ত প্রতিভা
রতিচেতনার মতো ঢোকে মৃত্যু জননাঙ্গে । কারু-
কার্যময় বহ্নি, হা-হা চুল্লি, ঋতু, আরণ্যক বিভা

কালো হিজড়ে : দেবো তাকে, যদি আসে আকাশের নীলগন্ধ বুকে
স্তব্ধ খিলানের মতো রাত্রি আসে প্রতিধ্বনিময়
ভাঙা মাস্তুলের মতো অস্তিত্বের ডুবন্ত অসুখে
উড়ে যায় চারপাশে বুদ্বুদ, রিরংসা, ক্লান্তি, ক্ষয়

ইনডিগো হিজড়ে : কখন ঈশ্বর ছোঁড়ে দীর্ঘতম স্বপ্ন কে-বা জানে

পাপকবলিত দৃষ্টি অগ্নিবৃষ্টি অনিশ্চিত জ্বালে
আত্মকামে অন্ধ হয়, কবন্ধ নক্ষত্রপুঞ্জ ঝরে
সময়ের কক্ষপথে, ত্রস্ত অক্ষমতার উপরে—
হাড় ও প্রযুক্তিবিদ্যা নরকরোটির মতো নড়ে
বর্তুল মৃত্যুর স্পর্শে, স্থিরতর গর্ভের শ্মশানে॥

গোলাপী হিজড়ে: অতীতের ঘুমসমুদ্রের মধ্যে ভাসমান আমরা যেন স্বপ্নের আগ্নেয় উপদ্বীপ!

[বজ্রপাত। ড্রামের ড্রিমড্রিম রণধ্বনি।]

ভায়োলেট হিজড়ে: আমার আছে কনফুসিয়াসের ধর্ম, বিসমার্কের স্থাপত্য, লর্ড ক্লাইভের সাহস, ঔপনিষদিক সিঁড়ি, হাইডেগারীয় 'সেবা', সোয়েৎজারের শাস্তি, বোষ্টমীর পাছা, পল সিজানের ছবি, গান্ধীবাবাজীর চশ্‌মা, জনকল্যাণের মুখোশ এবং ট্যাকশালের দ্যুতি!··

বাদামী হিজড়ে: জাতিসংঘের প্রবাল।

ভায়োলেট হিজড়ে: ···সভ্যতা আমারই অবদান।

[ড্রামের ড্রিমড্রিম রণধ্বনি।]

লাল হিজড়ে: না, আপনার নয়, আমাদের। আমরা, যারা শ্রমিক, যারা আপনাদের জ্যান্ত পুঁজি, রক্তমাংসের মুনাফা, থুতু ও বিষ্ঠার কারাগার, ক্রমান্বয়ে বিলাসসামগ্রী বিইয়ে নিজেরাই যারা হয়ে উঠেছি নষ্টভ্রূণের ট্যাকশাল, পণ্যপ্রসবের জন্তু, আত্মনিগ্রহের মেশিন, মাদকদ্রব্য ও বস্তি, ধর্মযাজকের পেচ্ছাপ, প্রজাতন্ত্রের প্রহসন—যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করছি ফ্যাক্টরীতে, গর্ভকোষে, ধানক্ষেতে, তাঁতবস্ত্রে, ছাপাখানায়, সৌরকক্ষে, চুল্লি ও পেরেকে —অস্থিমজ্জার ব্যভিচার! দুরত্বকাতর কিমিতি! পারমাণবিক চুল্লি!··· আমরা, যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করি কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার নৈরাশ্যে, মৃত্যুযাপনের কৌতুকে, (কেন শ্রম? কার জন্যে শ্রম? কিসের জন্যে শ্রম—নিজেরাই জানি না); যারা চ্যাপ্টা দৃশ্য, তোবড়ানো ঘ্রাণ, তেঁতো স্পর্শ, দোমড়ানো স্বাদ, থ্যাঁতা শ্রবণের দৈত্য—নীতিশাস্ত্রের নিষ্ঠীবন, আত্মবিস্মৃত পুতুল, চেতনারহিত অঙ্গুলি · যারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, (কিম্বা করতে বাধ্য

হয়েছি) কেবল আপনাদেরই সুখী করবো বলে; তারাই, হ্যাঁ, তারাই, ঈশ্বর! আজ আপনাদের উদ্দেশ্যে শেষ সতর্কবাণী পাঠাচ্ছি :

নীল হিজড়ে [দর্শকদের প্রতি তারস্বরে] : "ঈশ্বরপ্রথা তুলে দিন, রাষ্ট্রব্যবস্থা থেঁৎলে দিন, শ্রমবিভাগ উড়িয়ে দিন, পরগাছাবৃত্তি পুড়িয়ে দিন, মৃত্যুশাসন জ্বালিয়ে দিন—নইলে এই পৃথিবীকে আর একদিনও আমরা উর্বরা হতে দেবো না! ···না।"

ভায়োলেট হিজড়ে : হিম্মৎ কি হে! তোমাদের কাছে অ্যাটম-বম্ আছে?

কমলা হিজড়ে [যেন ভীষণ ক্লান্ত] : না প্রভু, কিছুই নেই। শুধু আছে স্বপ্ন এবং শ্রম, শ্রম এবং স্বপ্ন—নরনৈসর্গিক বর্ণমালা! হাতুড়ি আর জিহ্বা! কাস্তে এবং পায়রা! মাটির সঙ্গে নীল ওষ্ঠের বৈদ্যুতিক চুমু!

নীল হিজড়ে : প্রোলেতারিয়েতের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই।

['ইণ্টারন্যাশনাল।']

ধূসর হিজড়ে : আচ্ছা, তোমরা কি মনে করো কমিউনিজমের দ্বারা মানুষের সত্যিই কোনো উপকার হবে?

নীল হিজড়ে : না-মনে করবার তো কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

ধূসর হিজড়ে : আমি কিন্তু তা মনে করিনা। মানুষ কোনদিন সুখী হতে পারবে না।

লাল হিজড়ে : কেন?

ধূসর হিজড়ে : কারণ মানুষ কখনোই সুখী হয়নি—কোনো বুদ্ধিমান মানুষ কখনো সুখী হতে পারেনা—

লাল হিজড়ে [হেসে] : আগে সুখী হয়নি বলে ভবিষ্যতেও কখনো সুখী হবেনা, একথা ভাবছো কেন? মানুষের ইতিহাস তো বরং উল্টো প্রমাণ করে।

ধূসড় হিজড়ে : তোমাদের ঐসব 'প্রগতি'র থিওরী-ফিওরীতে আমি আদৌ আস্থা রাখিনা। মানুষ দশ হাজার বছর আগে য' ছিলো. এখনো মূলত তাই আছে। [কুকুরের ডাক।] মাঝে-মধ্যে কেবল উজ্জ্বল দ্বীপের মতো কয়েকটা সভ্যতা ভেসে উঠেছে ডুবে গেছে। বাস্।

[মোটরের হর্ণ।]

নীল হিজড়ে: তোমার এই ধারণা আগাগোড়া ভুল, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অবৈজ্ঞানিক। মানুষ রকেটে চড়ে চাঁদে ঘুরে এলো, অ্যাটমের শরীরে অস্ত্রোপচার করে ফেললো,—আর তুমি কিনা কোথা থেকে কবেকার মান্ধাতার আমলের প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসচেতনা আমদানি করতে বসেছো ঐসব বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের লেখাপত্তর পড়ে। ফুঃ—

সবুজ হিজড়ে: রাজনৈতিকভাবে, পরাবাস্তবতাকে আমরা সাধারণ ধর্মঘটের সঙ্গেই তুলনা করতে পারি!

হলুদ হিজড়ে: ধর্ম হচ্ছে পিতৃপুরুষের কল্পনাপ্রসূত কিম্মিতি, যা চাব্‌কানো মানুষের হাহাকার, নিষ্ঠুর পৃথিবীর সংবেদন, জড়প্রপঞ্চের আত্মা।..

কমলা হিজড়ে: কিন্তু, এই কল্পনাপ্রসূত কিম্মিতির জন্ম হয়েছে তো বৈরী বাস্তবতার পীড়নেই!

নীল হিজড়ে: ঈশ্বরের বিপক্ষে বিদ্রোহ অতএব বাস্তবের বিপক্ষে বিদ্রোহ, সমাজের বিপক্ষে বিদ্রোহ, রাষ্ট্রের বিপক্ষে বিদ্রোহ—যাতে মানুষ আমিষ বাস্তবতার নিগ্রহ থেকে বেরিয়ে এসে অন্য এক পৃথিবী রচনা করতে পারে; যেখানে তার আর অন্য কোনো কিম্মিতি বা ভুল ধারণার দাসত্ব সইতে হবেনা। নতুন কোনো মাদক সেবনের।

লাল হিজড়ে: ধর্ম হচ্ছে জনসাধারণের জন্য শাসকগোষ্ঠী-প্রদত্ত অহিফেন।

[এরোপ্লেনের শব্দ।]

ধূসর হিজড়ে: কিন্তু, তা সত্ত্বেও, আমি তো সুখী নই।··· কেউই সুখী নয়। কে এক আর্মস্ট্রং রকেটে চড়ে চাঁদে ঘুরে এলো, তাতে আমার কি লাভ? পরমাণুকে মানুষ ব্যবহার করছে কেবল অন্য মানুষকে হত্যা করবার জন্য। মানুষের এই জিঘাংসা প্রবৃত্তি চিরন্তন, অপরিবর্তণীয়। (সম্ভবত এতেই মানুষ আনন্দ পায়, কিম্বা হয়তো পায়না)। আমি জানিনা। শুধু এইটুকুই জানি যে মানুষ কখনো সুখী হতে পারবে না।

[ট্রেণের হুইসিল।]

নীল হিজড়ে: না, আমি তা মনে করিনা। তুমি যে সুখী হতে পারছো না, কেউই যে সুখী হতে পারছেনা, আর্মস্ট্রং চাঁদে গেলে যে

তোমার কিছু যায় আসে না, অ্যামেরিকা যে অ্যাটম বম্ ফেলে হিরোশিমা ধ্বংস করেছে,—এসবের পেছনে যে এক এবং একমাত্র প্রধান কারণটি বর্তমান, তা কি কখনো ভেবে দেখেছো? [মোটরে হর্ণ।] এরজন্যে পুরোটাই দায়ী বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী।

[এরোপ্লেনের শব্দ।]

ধূসর হিজড়ে: উফ্, তোমাদের চিরকাল ঐ এককথা। তোমরা এক আশ্চর্য অবসেশনে ভুগছো সবসময়।

লাল হিজড়ে: সব বুঝে-শুনেও ন্যাকা সাজছো কেন? —তুমি তো হাবা নও। "মানুষের জিঘাংসাপ্রবৃত্তি চিরন্তন" এ-কথা ঠিক নয়। মানুষ জিঘাংসু হতে বাধ্য হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে। নানাবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য এর কারণ। (যুদ্ধ জিনিসটাও তো সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে বকেয়া নিয়ে গোলমাল ছাড়া আর কিছুই নয়!) —আর্মস্ট্রং যে চাঁদে গেলো, তাতে তোমার কিছু এলো-গেলোনা, তোমার কোনো লাভ হলোনা, তুমি নিজেকে প্রতারিত প্রবঞ্চিত বোধ করছো—তার কারণ লাভের মুনাফা মারছে বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী! তারা রাষ্ট্রযন্ত্র এবং উৎপাদনব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগের দ্বারা দখল করে, কেবলই নিজেদের লাভে অন্যান্য মানুষজনকে ভূতের বেগার খাটাচ্ছে! আমরা, যারা সাধারণ লোক, নিষ্ক্রিয় নপুংসকের মতো ওদের স্বৈরশাসনের হাতে পর্যুদস্ত, বিকারগ্রস্তের মতো অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভাসছি ছিন্নমূল—ঈশ্বরের নিরস্ত্র পুতুল! আমরা যে সুখী নই, তার কারণ: আমরা এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে কিছুতেই নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছিনা, মেনে নিতে পারছি না, মানিয়ে নিতে পারবো না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে। না।

[এরোপ্লেনের শব্দ।]

ধূসর হিজড়ে: কিন্তু এর জন্যে কি শুধু সমাজব্যবস্থাই দায়ী? বুর্জোয়ারা নিজেরাও তো সুখী নয়।...

নীল হিজড়ে: তা ঠিক। কিন্তু এর জন্যে দায়ী ওদেরই প্রবর্তিত ফ্রী-মার্কেট।

ওরা উৎপাদনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত এবং সহযোগিতামূলক না রেখে ফ্রী-মার্কেটের মাধ্যমে করে তোলে অনিয়ন্ত্রিত, প্রতিযোগিতা-পরায়ণ, জিঘাংসাপ্রবণ। সুতরাং, সূচিত হয় কিম্ভূত নৈরাজ্য —একজন বুর্জোয়া কখনোই নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারেনা, কারণ যে কোনো দিনই সে-অন্য ব্যবসায়ীদের কাছে হিংস্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হেরে যেতে পারে—ফ্রী-মার্কেটের অপরিকল্পিত নৈরাজ্য তাদের স্থির থাকতে দেয় না। তারা বাস্তবকে সম্যকভাবে উপলব্ধি না-করে, বিশ্লেষণ না-করে, নিজেদের ছেড়ে দ্যায় অন্ধপ্রবৃত্তির হাতে। ওরা ভুলে যায় যে নিয়তি বা আবশ্যিকতা ততক্ষণই অন্ধ বা আকস্মিক, যতক্ষণ তা অজানা। ফলত, বাস্তবের সঙ্গে নিজেদের ঠিকমতো অভিযোজিত না করতে পেরে ক্রমেই ওরা হয়ে ওঠে থ্যাঁতলা বিকারগ্রস্ত —নিজেদের মনে করে ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ, একক আউটসাইডার; জন্ম নেয় অবাস্তবতা এবং অনিশ্চয়তাবোধ (যার মূঢ় প্রেতচ্ছায়া পড়েছে এই প্রহসনে !)

[ঝাঁঝরের ঝড়।]

ধূসর হিজড়েঃ না। একথা ঠিক নয়। মানুষ চিরকালই outsider, maladapted. নিঃসঙ্গতা, বিষাদ বা মৃত্যুচেতনা চিরকালের জিনিস। [ট্রেণের হুইসিল।] জীবনের অর্থ কী ? —কিচ্ছু না। Everything is meaningless. The world is unknowable. আমি মনে করিনা যে কোনরকম অভিজ্ঞতা প্রতীতী বা ইতিহাস-জ্ঞান আমাদের 'ব্রহ্মাণ্ড' নামক এই বিশ্রী পদার্থটিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। কেননা, জীবনের জগতের বা অস্তিত্বের কোনো সত্যিকারের যুক্তিসংগত অর্থ বা উদ্দেশ্য নেই। Everything is meaningless. সবকিছুই একটা সর্বগ্রাসী ভুলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে; যে-ভুলের নামঃ অস্তি। এবং বেঁচে থাকা মানেই সেই ভুলকে সমর্থন করে যাওয়া। (অবশ্য, স্বাভাবিক মৃত্যুও তা-ই; কিন্তু স্বেচ্ছামৃত্যু, প্রচলিত ভাষায় যাকে 'আত্মহত্যা' বলা হয়ে থাকে, খুব স্বল্পমাত্রায় হলেও, এই নিরর্থক স্বাভাবিকতার বিপক্ষে একটা বিদ্রোহস্বরূপ হয়ে

দাঁড়াতে পারে। আমি সবকিছু তাই অস্বীকার করতে চাই।
সমস্ত কিছু। আমি অস্বীকার করতে চাই যে আমি আছি,
পৃথিবী আছে, অনন্ত রায় আছে, সভ্যতা আছে, ঈশ্বর বা মার্কস
আছে, আমার ফুলপ্যান্ট আছে, হাতঘড়ি আছে, সময় আছে,
ইতিহাস আছে, মাংস ও ললিপপ আছে, ক্লীব-প্রজনন আছে।
আমি অস্বীকার করতে চাই যে আমি বেঁচে আছি, আমার জন্ম
হয়েছিলো, মৃত্যু হবে, আমার বাবা-মা ছিলো, কুসুম ছিলো,
অবয়ব আছে, যন্ত্রপাতি আছে, ছেঁড়া ন্যাকড়া ও ধাত্রীবিপ্লব
আছে, মেঘ আছে; পৃথিবীতে লাউ আছে, হাঁউমাউ আছে;
তাতে হয়েছেটা কি! কী যায় আসতো যদি পৃথিবী থাকতো
না, বস্তু থাকতো না, মন থাকতো না, প্রেম থাকতো না,
শৌচাগার বা গ্রন্থাগার থাকতো না, 'আমি' থাকতো না; কী
যায় আসতো? —কিচ্ছুনা। বরং ভালো হতো। এ্যাতো
ঝামেলা হতো না। আমি সমাজব্যবস্থা মানিনা, যৌনব্যবস্থা
মানিনা, মৃত্যুব্যবস্থা মানিনা। সব ভুল, সমস্ত ভুল। ভুল
বাবা, ভুল মা, ভুল গ্রামাফোন, ভুল টুপি, ভুল সংগঠন, ভুল
প্রবন্ধ, ভুল কবিতা, ভুল প্রহসন, ভুল পুতুলনাচ। আমার
সবকিছুর উপর বমি করতে ইচ্ছে করে, পেচ্ছাপ করতে ইচ্ছা
করে। সপাং সমাজ সপাং শরীর সপাং হৃদয় সপাং প্রতীতী
সপাং পৃথিবী। I loathe, I loathe, I loathe.

লাল হিজড়ে: অতো সরাসরি চুরি করোনা সার্ত্রে'র থেকে!

ভায়োলেট হিজড়ে: হাম্বা!

[ল্যাকুনাসে আলোর জিরাফ।]

বাদামী হিজড়ে: তুমি নষ্ট ফুল নও, তবুও তোমার মুখ
আয়নায় দেখিনি কখনো।
জিরাফ-আকৃতি জ্যোৎস্না বাড়িয়েছে দীর্ঘতর গলা—
আমি তারই মধ্যে, গর্তে, নিরন্তর ডুবে যেতে থাকি।

ইনডিগো হিজড়ে: মৃত্যু এক চুক্তিকলা, ব্যাজস্তুতি, নিরতিসন্ধির পরিহাস—
একথা জেনেই এপিফ্যানি ইতিহাসে প্রাকৃতিক।
বিশুদ্ধ চেতনা কারো নেই আর, তাই

শূন্যে ঝুলি অসহায় প্রলম্ব নক্ষত্র হয়ে মূঢ় সামাজিক।

বাদামী হিজড়ে: আকাশে আগুন লাগে অতর্কিতে ;—আশেপাশে নেই কোনো গুহ্য প্যারাশ্যুট ?

শূন্যে ভাসে ইতিউতি পচা ডিম, ছিন্নভিন্ন বেশবাস, ভাঙা প্লেট, নিভন্ত চুরুট !

কালো হিজড়ে: ব্যক্তি মানেই প্রেম ও মৃত্যুর সমীকরণ।

গোলাপী হিজড়ে: উদ্ভিদের বিশ্ব !

[এইসময় সলিল চৌধুরী-প্রণীত 'ও আলোর পথযাত্রী' গানটি নেপথ্যে ধ্বনিত হবে।]

লাল হিজড়ে: [দর্শকদের প্রতি] মাননীয় দর্শকবৃন্দ ! গত ৭৫ বছরে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে শুরু করে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অন্তত সাতবার ঘটেছে ঘৃণ্য বড়োরকমের বিশ্বাসঘাতকতা বা বৈপ্লবিক গর্ভপাত। প্রথমবার ঘটেছিলো, যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে প্রথম ভারতীয় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সূচনা: সন্ত্রাসপন্থা, বঙ্গভঙ্গ, ক্ষুদিরাম বা কানাইলালের ফাঁসি ইত্যাদির পর পুলিসের অত্যাচারে জর্জরিত বিপ্লবীরা আচম্বিতে ঋষি সেজে ধর্মকর্মে মনোযোগ দিলেন। (২) এরপরেও, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন থেমে থাকেনি, বুড়ি বালামের তীরে বাঘা যতীনের মৃত্যু বা জালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডই তার প্রমাণ, কিন্তু ১৯২১ সালে জনৈক মহাত্মা গান্ধী চট্ করে আঙ্গিক বদলে অসহযোগের নামে অহিংসার অজুহাতে ভারতের জনগণকে নিরস্ত্র করলেন। (৩) আবার যখন, ১৯৩০ সাল নাগাদ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন, জালালাবাদ, মেদিনীপুর, বিনয়, বাদল, দীনেশ প্রমুখের নায়কোচিত আত্মাহুতি মানুষকে ক্রমে অনুপ্রাণিত করছিলো প্রতিবাদে, সশস্ত্র সংগ্রামে, তখনই মহাত্মা গান্ধী, (হ্যাঁ, একমাত্র তিনিই পেরেছিলেন সারা ভারতের জনগণকে একডাকে উদ্বুদ্ধ করতে—হায়রে নিয়তি !), রামরাজ্যের থিসিস দিয়ে, পুনরপি ব্রিটিশের বাগস্তুতি করে, শুধুমাত্র ডোমিনিয়ান স্টেটাস (?) ভিক্ষা করেই ক্ষান্ত হলেন। (৪) এরপর আগষ্ট আন্দোলন, দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ, কমিউনিষ্টদের গোঁড়েমি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নেহরু-জিন্নার ঝগড়া, মর্মন্তুদ মন্বন্তরে দেশবাসী যখন বিক্ষুব্ধ, তখন নেহরু জিন্না প্যাটেলেরা ব্রিটিশের কাছ থেকে কারচুপির স্বাধীনতা ভিক্ষে নিয়ে, বিদ্রোহাত্মক বাংলা ও পাঞ্জাব ভেঙে ছত্রভঙ্গ করে, ঈশ্বরের প্রহসনে এনে দিলেন দৈব 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র', যেখানে স্বরাজের ছদ্মবেশে চিরকাল শাসন করবে সাম্রাজ্যমোহান্ধ যুক্তরাষ্ট্র। (৫) তারপর কমিউনিষ্ট পার্টি বাংলাদেশ ও অন্ধ্র-প্রদেশে এক নাগাড়ে কৃষি-আন্দোলন চালিয়ে গণলিপ্তি বা সংগঠনের অভাবে ক্রমে নাকাল হয়ে, ১৯৫২ সালে নির্বাচনে যোগ দিলো বশম্বদ প্রজার মতন। (৬) তারপর আবার, প্রায় ৭ বছর পর ১৯৫৯ সালের শহীদ দিবস এবং আরো ৭ বছর স্তব্ধতার পর, ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি চীনভারত যুদ্ধ নিয়ে মতদ্বৈধতার ফলে ভেঙে দুটো-টুকরো, ১৯৬৬ সালে খাদ্য-আন্দোলন, তারপর নকশালবাড়ি, শ্রীকাকুলাম, ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, বীরভূম ও বিহার প্রদেশে কৃষিবিপ্লবের ঢেউ তুলে, মহানগরীতে প্রতিবাদ ও শহীদত্বের প্লাবন এনে, অবশেষে কেবল নিজেদের মধ্যে দলাদলি, ভ্রাতৃহত্যা ও গণলিপ্তির অভাব-হেতু, শাসকগোষ্ঠীরই হাতে ক্ষমতা তুলে দিলো। (৭) এবং এরপর, ১৯৭৪ সালে বৃহত্তম রেলস্ট্রাইক ও '৭৫-এর মে-জুন মাসে উত্তর ভারতীয় বিক্ষোভের শেষে, যার বিশ্রী ফলশ্রুতি হলো জরুরী অবস্থা, এখনো, কোনো সত্যিকারের অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটাতে পারেনি কোনো গোষ্ঠী। নির্বাচনে কেবল শাসক-বর্গের নাম পাল্টেছে, চরিত্র পাল্টায়নি।

শ্বেত হিজড়ে : আমরা অষ্টম ভ্রূণের বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করছি

নীল হিজড়ে : ২৫ মার্চ, ১৯৩৩।

গোলাপী হিজড়ে : কিন্তু, হায়, এই মুহূর্তে আমাদের যে কেবল স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই!

[মহাশূন্যে ভেসে যায় পল শাগালের নীল ডানাওয়ালা ঘড়ি।]

ধূসর হিজড়ে : অন্ধকারে সব মুছে যাবে। কিছুই আর দেখতে পাবো না, শুনতে পাবো না, বুঝতে পারবো না, ছুঁতে পারবো না। দেখতে

পাবো না জলন্ত সব প্রজাপতিদের রং-বেরঙের পাখ্‌না;
শুনতে পাবো না নবজাতকের কান্না, জলপ্রপাতের কণ্ঠ, নীল-
সমুদ্রের বজ্রফেণার নৈঃশব্দ্য; ছুঁতে পারবো না গর্ভের পদ্মের
প্রহেলিকা, পদ্মকোরকের কেকাধ্বনি। যা-কিছু আমার আসক্তি,
আমার স্পৃহা, আমার বিস্ময়, আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা; সব
অন্ধকারে ঢেকে যাবে।···শুধু এক প্রকাণ্ড বোবা অন্ধকার
আমাকে গ্রাস করবে ক্রমে—যেখানে কিছুই আর থাকবে না, না
প্রেম, না ঘৃণা, না ঋষিদৃষ্ট বর্ণমালা—সব মুছে যাবে—এমনকি
অন্ধকার-সম্পর্কিত এই চেতনাটুকু পর্যন্ত!

বাদামী হিজড়ে: উরুসন্ধির বরফ।

[গীটারের গাঢ় প্রতিধ্বনি।]

ইনডিগো হিজড়ে: প্রকাণ্ড মেঘ ভেসে যায় যেন ছাইরঙা দেবদূত
পাথরের নীল মদের মতন বিস্তৃত জলাশয়
ডিনার টেবিলে হাঁটে শুককীট—অশ্লীল আনাগোনা
পৃথিবীর সাথে পিচ্ছিল জেলি নরম বিবাহে মেশে।

গোলাপী হিজড়ে: ক্লীবপুতুলেরা ব্যাপৃত থাকেই স্বপ্নের ঠোঁটে মৃত্যু-স্তন্যপানে।

বাদামী হিজড়ে: তুলোর তামাটে গন্ধ হৃদয়ে লেগেছিলো একদিন
পশমের গোল গম্বুজ থেকে মৃত্যু নেমেছে একা
পচা ঘা অমোঘ ব্যথা ছড়াছড়ি স্মৃতিতে আমার, তুলো
তামাটে গন্ধে নিকেল-হৃদয়ে উন্মাদ একাকার।

গোলাপী হিজড়ে: ক্লীব পুতুলেরা ব্যাপৃত থাকেই স্বপ্নের ঠোঁটে মৃত্যু-স্তন্যপানে।

সবুজ হিজড়ে: গীটার বাজায় অন্ত্রে আমার কসমিক্‌-নীল তাঁবু
মোহগ্রস্ত নভোভুক্‌ আমি ঘন জুনিপার-বন
বিনিদ্র নীল প্রহরীচক্র জলে নেভে কার্পেটে
মৃত্যু-যোনির গন্ধ হাঁ-মুখ সশস্ত্র ভায়োলেটে।

গোলাপী হিজড়ে: ক্লীব পুতুলেরা ব্যাপৃত থাকেই স্বপ্নের ঠোঁটে মৃত্যু-স্তন্যপানে।

হলুদ হিজড়ে: মৃত্যু একটা স্মরণীয় বিস্মৃতি!
শব্দব্রহ্ম বাগিচাকুহকে গোলাপি রং
পড়ে আছে যেন ধূসর উষর ব্লাডলাফিলথ্‌,
বালিকাঁচ চোখ কবন্ধ লোহা জংবিহীন

(কে মোছো স্মৃতির অশ্রুজল ?)

বৈকুণ্ঠের অমৃতবনেই তবু সময়ের গর্ভপাত,

মৃত্যুর মতো রেলগাড়ি ছোটে গতিবেগ নিয়ে ঝিকুষ্টনে—

সহসা শান্ত হয়ে যায় মূক ক্রিজ-শটে।

গোলাপী হিজড়ে : ক্লীবপুতুলেরা ব্যাপৃত থাকেই স্বপ্নের ঠোঁটে মৃত্যু-স্তন্যপানে।

কালো হিজড়ে : আলোর খিলান গড়ে তোলে দূর প্রান্তরে কোণে-কোণে

রক্তকরবী—ম্লান স্তব্ধতা হত্যা করেছে রোদে,

(শৃঙ্খল ছিঁড়ি আক্রোশে, আমি বন্দী বামন নই)

মৃত্যু ফিরেছে পৃথিবীতে, হায়, মৃতেরা ফেরেনি তবু—

গোলাপী হিজড়ে : ক্লীবপুতুলেরা ব্যাপৃত থাকেই স্বপ্নের ঠোঁটে মৃত্যু-স্তন্যপানে।

ভায়োলেট হিজড়ে : (স্থিরতা যেহেতু সমান সরলরৈখিক সমগতি)

এইবার যাব নিসর্গ থেকে চির-মাংসের দিকে

চেটেপুটে খাবো অস্থি মজ্জা ঘড়ি বা বিছানারাশি

(অলৌকিকতা সহজেই অনুমেয়)

গোলাপী হিজড়ে : ক্লীবপুতুলেরা ব্যাপৃত থাকেই স্বপ্নের ঠোঁটে মৃত্যু-স্তন্যপানে।

ধূসর হিজড়ে : আমার বমনে অভ্যাসে ঝরে নেতি-প্রপাত

(মৃত্যু মূল্যহীন—

বেঁচে থাকাও কি ঈষৎ শিভালরাস ?)

নশ্বরতার চুম্বনে হলো প্রমিতি, রক্তপাত।

ইনডিগো হিজড়ে : সময়ের বিষ যেমন রয়েছে চাঁদের ইউটিরাসে

মৃত্যু-গ্রন্থ খস্‌খসে ছোঁয়া হলুদ শরীরে আনে

প্রেম ও ইচ্ছা দুই তট, কারা আসে ব্রিজ-নির্মাণে ?—

গোলাপী হিজড়ে : ক্লীবপুতুলেরা ব্যাপৃত থাকেই স্বপ্নের ঠোঁটে মৃত্যু-স্তন্যপানে।

ধূসর হিজড়ে : আপাতত, হায়, আত্মহনন শিল্পের পরিণাম—

জন্ম নেবে কি তবুও মকরগর্ভে বর্ণমালা ?

সূর্য যেমন মৃগনাভি হয়ে গন্ধ ছড়ায় সোনালি সন্ধ্যাকাশে :

মা, সেভাবে ব্যথা-শরীর প্রসব করোনা !

[উপর্যুপরি চাবুকের শব্দ। ল্যাকুনাসে বজ্রের স্থাপত্য।]

সবুজ হিজড়ে : কিছুই পারিনা করতে, হৃতলিঙ্গ, ছত্রভঙ্গ ঋতের সংহতি

কবিতা, চাঁদের ফণা, ছোবলাচ্ছে মেঘ, বর্ণমালা

কিছুই পারিনা করতে, কেবলই নিষ্ফল আত্মরতি
টানে সংসারের দিকে—মাংসের অলজ্ঘ্য বন্দীশালা !

হলুদ হিজড়ে : যেদিকে তাকাই দেখি দূরত্ব ও মুদ্রার নিঃসঙ্গ ব্যভিচার
ক্ষুধা মৃত্যু যৌনতার নিরসনে, প্রহসনে মাংসের আহুতি
কবিতা মৃত্যুর দিকে টানে ; তবু মৃত্যুর শরীরী অন্ধকার
টানে আসক্তির দিকে—মুদ্রাশাসনের ব্যাজস্তুতি !

সবুজ হিজড়ে : না, এখন কিছু নেই ; স্পর্শ নেই ; স্মৃতি নেই ; আসঙ্গলিপ্সার কলরব
ছত্রভঙ্গ নীল স্রোতে, ভাঙা ঢেউ, দূরত্বের নিষ্ফল অক্ষরে
বর্ণনার স্রোত থেকে উঠে এসে ভঙ্গুরতা করেছে প্রসব…
আরো দূরে বাণিজ্যিক মেঘের নোঙর পড়ে চাঁদের বন্দরে !

হলুদ হিজড়ে : প্রভু, আছি চমৎকার ! উদ্বৃত্ত আসক্তি নাই, হৃতমুষ্ক, ক্লীব উপগ্রহ
—বেশ আছি ; চমৎকার। (পাৎলুনের তলায় লুকিয়ে রেখে ব্যাধি ও বিদ্রোহ !)।

গোলাপী হিজড়ে : ওগো রূপকথা, ভেসে যাবার এই-ই কি পরিণাম ?

[তিনবার কাক ডেকে ওঠে।]

কমলা হিজড়ে : কোথায় গেলো কর্ণসুবর্ণের শিবপুজোর ঘনঘটা, গর্ভচৈত্যে
বৌদ্ধপ্রজ্ঞার উদাসীন সব সৌরভ,
কোথায় গেলো মেখলা-পরা মেয়েদের
শিশুকে কোলে তোলার সুডৌল মমতা ?
রেশম, কার্পাস ও আখক্ষেতের সৌরভের পৃথিবীকে প্রণাম করো।

গোলাপী হিজড়ে :
অসুখের ও অতিরিক্ত রাজস্ব-আদায়ের দিনে ভোরবেলা নগর-সংকীর্তনে
নবদ্বীপের পথে-পথে চৈতন্যের নম্র পদপাত
যেন বেড়ালছানার লোমশ পিঠে হাত-বোলানোর শাদাত্ব।

কালো হিজড়ে :
আদিনা-মসজিদের সকল ইঁট ও পাথরের রোদনস্তব্ধতায় আমি আছি ;
বিস্মৃতির মালমশলায়-ভরা ইতিহাসের শ্রম-রন্ধনশালা।

সারঙ্গের স্থাপত্যের বাদশাহী আতরের সেইসব দিন
ফুরিয়ে গেছে। উৎকণ্ঠিত
বন্দরে-বন্দরে কেবল পর্তুগীজ জলদস্যুর নিঃস্ব অট্টহাসি,
ফরাসী বণিকের পণ্য-শীৎকামনা,
আংরেজ খালাসীর সামনে বিবসনা বাংলার তাঁতি বৌ।

[বজ্রপাত।]

সবুজ হিজড়েঃ হে উপনিবেশের নিয়তি, ভারতবর্ষের মাটি থেকে তোমার স্বৈরাচারী নোঙর তুলে নাও; কেননা এখানে কোনো মানুষ বসবাস করেনা, না শিষ্টাচার, না প্রেম,—এখানে যা আছে তা হলো রূপক, কিমিতি, অবাস্তবতা এবং সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, বজ্রফেণার নৈঃশব্দ্য,—যা তোমাকে পদ্মযোনি-প্রহেলিকার অন্ধকারে আছড়ে মেরে ফেলবে!...

হলুদ হিজড়েঃ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ রোধ করতে পারবেনা তোমার অর্থশাস্ত্রের ফিচেল কালাজ্বর!

[ঝাঁঝড়ের ঝড়।]

নীল হিজড়ে [চীৎকার করে]: পুঁজিতন্ত্র নিপাত যাক্!

লাল হিজড়েঃ আমি সবরকম উদারনীতির সপক্ষে এবং রক্ষণশীলতার বিপক্ষে। আমি সমাজব্যবস্থা মানিনা, যৌনব্যবস্থা মানিনা, মৃত্যুব্যবস্থা মানিনা—

নীল হিজড়ে [চীৎকার করে]: পুঁজিতন্ত্র নিপাত যাক্!

স্কার্লেট হিজড়েঃ কিন্তু একবার ভেবে ছাখো, বন্ধুগণ, শুধু একবার ভেবে ছাখো, —বিনা পরিশ্রমে তোমরা বাঁচবে কি করে? বিনা উৎপাদনে তোমরা খাবে-পরবে কি? বিনা চাবুকের আঘাতে তোমরা গান গাইবে কি করে? —সবকিছুরই তো একটা নিয়ম থাকা দরকার!

লাল হিজড়ে [বিনীত নমস্কারে]: মুহ্যমান মহাশয়! আপনার সব যুক্তিই আমরা মেনে নিচ্ছি—শুধু একটিই মানছি না; তা হলোঃ ছেঁড়া শ্রমের বাধ্যবাধকতা এবং ব্যক্তিমালিকানা। এখন থেকে, নতুন পৃথিবীতে আমরা যা-কিছু দ্রব্যই উৎপাদন করিনা কেন, সবই করবো স্বেচ্ছাশ্রমে; পুঁজিপ্রসবের যন্ত্র হিসেবে নয়! অতএব, আপনি আপনার রাষ্ট্র ঈশ্বর আইন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সমস্তকিছু নিয়ে

অবিলম্বে পৃথিবী থেকে বিদেয় হতে পারেন।

স্কার্লেট হিজড়ে [আরো কাতরকণ্ঠে] : কিন্তু পরিবার ? কিন্তু প্রেম ? কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ?

লাল হিজড়ে : অই সমূহ বিকৃতি নিয়েই কেটে পড়তে পারেন। আমরা আপনাদের উপদংশ আর বহন করতে চাইনা।

[ড্রামের শব্দ।

স্তব্ধতা।]

কালো হিজড়ে : মৃত্যুই দিয়েছে আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ; সুতরাং প্রেম ; যা নির্বাচন ; যা শুধু প্রজাতিরক্ষার জৈবক্রিয়া নয় ; যা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংস্রব ; রতিশস্য। …[যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন] যেখানে অন্যসব সম্পর্ক লুকিয়ে যায়, অস্ত অমরত্ব ; কেবল পারস্পরিক বোঝাপড়ার, নির্জনতার, বিছানা ও অন্যান্য ঝাউগাছের নৈঃশব্দ্য জেগে থাকে…যখন ঘুমের মধ্যে সমস্তকিছুই একক, নিরবয়ব, বিকারগ্রস্ত… যেন স্বপ্ন ; যেন কামনা ; যেন স্পর্শ।…

ভায়োলেট হিজড়ে : এসো, এইবার তবে নব-উপনিবেশের খোঁজে স্বর্গে যাওয়া যাক্—

[বলে তৎক্ষণাৎ সে ঘুমিয়ে পড়ে এবং বিকট শব্দে নাক ডাকতে থাকে। তার নাসারন্ধ্র থেকে অসংখ্য টাকার নোট মঞ্চে উড়তে থাকে।]

ইনডিগো হিজড়ে [যেন দেবতাদর্শন করছে ; সেইরকম বিকট স্ফূর্তিতে] : টাকা ! টাকা ! প্রজাপতি !

[ড্রামের শব্দ। ঝাঁঝরের ঝড়। কুকুরের ডাক। এরোপ্লেনের শব্দ। যাবতীয় পশুপাখির ডাকাডাকি ও পক্ষবিধুনন। বন্দুকের শব্দ।

স্টেজ প্রায়ান্ধকার।]

বাদামী হিজড়ে : [যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন] : টাকা, টাকা, টাকা। টাকা মানুষকে শাসন করে এবং মানুষ তাকে পূজো করে—ঠিক যেরকম ধর্মে পরিদৃশ্যমান হয় অন্ধনিয়তির সুতো : টাকার মাংস, টাকার প্রজাপতি, টাকার পদ্ম, টাকার জিহ্বা, টাকার এরোপ্লেন, টাকার বিদ্রোহ, টাকার বিষ্ঠা, টাকার মুক্তু, টাকার সিঁড়ি, টাকার বিছানা, টাকার ওঙ্কারধ্বনি, টাকার সংসদশাস্ত্র, টাকার চাঁদ, টাকার নিউজপেপার, টাকার অপত্যস্নেহ, টাকার

নষ্টভ্রূণ : টাকা, যা আমাদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে, শ্লাঘা দেয়, ভালোবাসতে শেখায়, বেঁচে থাকতে শেখায়, গান গাইতে শেখায়, স্বপ্ন দেখতে শেখায়, চুমু খেতে শেখায়, ঘুমোতে শেখায়, মারা যেতে শেখায়—কিমিতির গর্তে খেঁৎলে মারে·· টাকার সংস্পর্শ ছাড়া একমুহূর্তও আমাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়।

দুরত্বের রতিশস্য, ঈশ্বরের দ্যুতি !· ·

ইনডিগো হিজড়ে : টাকা, টাকা, টাকা।

স্কার্লেট হিজড়ে [আধোঘুমন্ত] : ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া—

ভায়োলেট হিজড়ে : [ঘুমের মধ্যে] : র‍্যাটাট্যাট্-ট্যাট্ !

[সাইকেডেলিক আলো।]

বাদামী হিজড়ে : টাকার উরু, টাকার উকুন, টাকার মেঘ, টাকার চিংড়িমাছ, টাকার দাঁত, টাকার জুলিয়েট, টাকার রক্ত, টাকার কণ্ঠ, টাকার চাঞ্চল্যকর, টাকার রহস্যপ্রিয়, টাকার ইস্কাপন, টাকার লর্ড ক্লাইভ, টাকার বজ্র, টাকার আমব্রেলা, টাকার নেহরু, টাকার ভিয়েৎনাম, টাকার দর্শনশাস্ত্র, টাকার কিমিতি, টাকার জাতিসংঘ, টাকার অনন্ত রায় !···

নীল হিজড়ে [চীৎকার করে] : পুঁজিতন্ত্র নিপাত যাক্ !

[বোমাপতনের শব্দ।

স্টেজে এক হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে যায় ! কোথা থেকে দৌড়ে এসে কিছু মোমের খেঁকশেয়াল, পারদের কুকুর, রূপোর বেড়াল, বাইসাইকেল, সোনার হরিণ, আলোর জিরাফ, ধূসর অশ্ব, জলন্ত জেব্রা, চ্যাপ্টা এরোপ্লেন ইত্যাদি ইত্যাদি .. এসব মঞ্চে, অবচেতনে, কেবল কক্ষচ্যুত ঘোরাঘুরি করে।

বন্দুক ও কামানের উপর্যুপরি শব্দ।]

শ্বেত হিজড়ে [পদ্মের জলন্ত সিংহাসনে শুয়ে-শুয়ে] : বাংলাদেশ, ১৭৫৭।

[ড্রামের শব্দ।]

ভায়োলেট হিজড়ে [ঘুমের মধ্যে] : র‍্যাটাট্যাট্-ট্যাট্ !

[ড্রামের শব্দ তীব্রতর হয়।]

হলুদ হিজড়ে : ক্লাইভের কুটিল মুখব্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলো
ক্লীব পলাশীর শঙ্কিত আম্রকুঞ্জ।
বৈদেশিক সাইক্লপ-চক্ষুর

বিস্মৃতি-বর্ণালি বিচ্ছুরণ
জ্যান্ত একটা নিউজপেপারের মতো পুড়তে পুড়তে···
(ক্লীব প্রজন্মের নষ্ট উপক্রমণিকা) ;
সারারাত গভীর অরণ্যে শুধু কাঠ-কাটার শব্দ।

[বজ্রপাত।]

সবুজ হিজড়ে : লর্ড ক্লাইভের ছিলো একটা সম্ভ্রমময় 'আমি', লবণের কারাগার;
আবলুশের ঘণ্টাধ্বনি, বাণিজ্যপোতের
গোঁফ-দাড়িময় অসংখ্য উরগ, দেনাপাওনার তেঁতো দলিলপত্র।
শ্যাওলার মেশিনপুঞ্জ, গর্তের জ্যামিতি।
তার ছিলো ছিটমহলের ব্যভিচার, টাঁ্যাকশালের গজদন্ত,
মুদ্রার প্রাসাদ, বাষ্পচালিত প্রজাতন্ত্র।
আর ছিলো গাত্রদাহ, ক্যাকাশে বিষাদ
ঘণ্টাধ্বনির থেকে পিছলে পড়া বিকটপ্রাজ্ঞ, 'না।'

হলুদ হিজড়ে : যুদ্ধবিগ্রহের শেষে কেরাণী ক্লাইভ পেলো ধর্ষণসঞ্চিত (আত্মহত্যা) বাংলাদেশ।

গোলাপী হিজড়ে [ঘুমের মধ্যে, যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে] : আমি হারিয়ে যাচ্ছি···

[কলরব, হৈচৈ, হট্টগোল, দৌড়োদৌড়ি আরো বেড়ে যায়। মঞ্চখণ্ডে এলোমেলো নৈরাজ্যের জাল বোনে রক্তাক্ত মাকড়শা !]

সবুজ হিজড়ে :

সজারুসদৃশ সূর্য ফুলে-ফুঁশে রশ্মির কণ্টকে বিঁধে ফ্যালে বনস্থলী
ঝঞ্ঝাবান শৈত্যের কুরঙ্গ,
নক্ষত্র-সংলগ্ন শববাহকের পিছু-পিছু দৌড়ে গেল নিদ্রার কুকুর।
হা এঁটো বাসনের ভিড়ে উড়ে বসা নিষ্ফল কাকের
অন্ধচক্ষু গেরস্থালি, পাদপের হরিদ্রা হাঁকার, ব্যাঘ্রশ্রেণী,
ছেঁড়া পাতার সংসার, বিদ্যুৎময় অর্ক,
বাণিজ্যিক মেঘের নোঙর পড়ে চাঁদের বন্দরে !···
স্বৈরাচারী অশ্ব ও অশ্বতর দালালের দল,
মীরজাফরী ক্লীবকেশরের ধুলো, হ্যাংলা
মাকড়শা ও কুকুরবাহিনী,

প্রযুক্তিবিদ্যার হস্তী,
রাজস্বহ্রেষিত সৈন্যদল, প্রেত সমভিব্যাহারে—
ধূসর হিজড়ে [যেন নেশাগ্রস্ত] :
বুকের উপর নেমে আসছে বিস্মৃতির মতো ভারি এক পৃথিবী,
বিশাল এক ইস্পাতের চাঁদ ছুটে আসছে কালো ঘোড়ায় চড়ে,
পেছনে ফেলে জলপাইয়ের ঘন হরিৎ-স্তব্ধতা,
চোখের ভেতর চালিয়ে দিলো বুমুয়েলের ব্লেড —
এক গভীর ভোঁতা দুঃস্বপ্ন।
সবুজ হিজড়ে :
অরণ্য থেকে অরণ্য, সমুদ্রময় দলিলপত্র ছিঁড়ে
নতুনতর পুংকেশরের স্বয়ম্বৃত নোন্‌তা চিতাগন্ধে
অস্থিচ্যুত মশক-দংশন, কালাজ্বর, কম্পমান ভস্মভার, নষ্ট
ঝুম্‌কোলতার বনে আর কেউ যাবেনা—
মড়কের ক্লান্ত কোলাহল,
হোগলার নিস্ফল বেড়া, শণ-ছাওয়া কুঁড়েঘর, কন্টিকারির ঝোপ মাড়িয়ে মাড়িয়ে
হরিণের ক্ষিপ্র দ্যুতি, ব্যাধের লহমা – শুস্কধ্বনি
চকিতে ওৎ-পেতে থাকা ম্যানচেস্টারের ফণা, বুড়ো
আঙুলের নিষিদ্ধ আর্দ্রতা,
মাকড়শার জাল থেকে কর্কটশিকড়মগ্ন মাছের ঝিকমিক,
আরব্ধ মিথুন,
হা রূপরেখায়িত সন্ততির মুদ্রাশাসিত ভ্রূণ,
রাজস্বের অশ্বক্ষুরধ্বনি,
কাঁচপোকার দ্যুতি, যে-মানুষটি নিমগ্নতায় তাঁত বুনছিলো,
যে-মানুষটি পেয়েছিলো শ্যামল গাইগরুর দুগ্ধমেঘ, অভিপ্রেত
হা প্যাস্টোরাল পদ্যের তন্তুশ্রেণী,
মেশিন ও মেষপালকের আগ্রাসী ক্ষুধার উর্ণাজাল,
কেন এমন অকথ্য রিরংসা নিয়ে কেন এমন কেন—
ধূসর হিজড়ে [নেশাগ্রস্ত] :
মৃত্যুরূপী চুরুটের স্ট্যাচুর মতো অলিক এক দেবদূত
ভেঙে ফেলছে এলোথেলো আক্রোশে জ্যামিতিক করুণ হর্ম্যশ্রেণী,

ক্ষুৎকাতর কারখানার যান্ত্রিক জিগীষা, কণ্ঠস্বরে প্রজাপতির অলীক ওড়াউড়ি,
পৃথিবীর সব নীতিবোধ যেন অস্পৃশ্য ক্লীবের মতো শুয়ে আছে পচা নর্দমায়।
গির্জার ভাঙা ঘণ্টার মতো বিস্মৃতির অলস কুয়াশা—
হলুদ হিজড়ে :
পিছুটানে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, নীলকুঠির বর্বর নিপীড়ন,
টেরিকাটা হুঁকোমুখো ফুর্তিবাজ নব্যবাবু ও চাটুকার কেরাণীর ভিড়,
(ব্যাং বললো, 'হিশ্ মিশ ড্যাম্।' —অহো, নবজাগরণ !)
শস্যক্ষেত খাঁ-খাঁ করে কলঙ্কিত দুঃস্বপ্নের মতো।
সবুজ হিজড়ে :
মেঘের প্রযুক্তিময় বুনো বৃষ্টি, ব্যাংগোঙানির নোনা বর্ষা অহর্নিশ
ইতিউতি চোখে পড়ে হিংসুকের সেন্টিপোষ্ট, বিজ্ঞাপন—ঝিকমিক বুদ্বুদ,
গাছগাছালি
অরণ্যের নালি ঘা, কুষ্ঠের কুসুম—কর্কটের
শস্যহীন নোনা ও নর্দমা, অস্তমেঘে
উড়ে বসলো কুচ্‌কুচে পিশাচ, চঞ্চু দিয়ে
ঠুক্‌রে-ঠুক্‌রে
ঠুক্‌রে-ঠুক্‌রে—আকাশপ্রপাত রক্তবর্ণ··
কমলা হিজড়ে [ঘুমের মধ্যে] :
মৃৎকলস
জলে ভাসে, শ্যাওলার স্ফটিকস্বচ্ছ নম্র আস্তরণে :
পদ্ম-আঁকা গরুর গাড়ির ভাঙা চাকা, বনকপোতের চুমুকি,
উড়ো খড়ের ভবিষ্যহীন বস্তি,
রুই-কাৎলার সমূহ সংসার, দাঁত, ফ্যাক্টরীকলাপ। রক্তচিহ্ন
শ্বেতপ্রাসাদের গুঁড়ো জলে ওঠে নক্সীকাঁথা-ঢেউয়ের চুল্লিতে।
[বজ্রপাত।]
হলুদ হিজড়ে :
সৌরজগতের
জলন্ত শুঁড়িখানা থেকে সুড়ঙ্গপথে
চুরুট টানতে-টানতে একটা খঞ্জ বেরিয়ে আসে
মৃদু হাসে

চোখ মারে
পৃথিবী আবৃত হলো মৃত্যুহিম ঊর্ণাজালে
স্তব্ধতায়
কালো হিজড়ে [ঘুমের মধ্যে] :
মিউটিনির প্রতিটি সিপাইয়ের পদশব্দে সচকিত এবং উৎকর্ণ
শুনছি বন্দুকের লেলিহ ছন্দ ও অভিভূত
একজন সাঁওতাল-গৃহবধূর বিষাদ শুধু ঘরের দেয়ালে
প্রতিধ্বনি করে :
'হে মাকড়শা, দুঃখের দিনে তুমিই আমার সঙ্গী থেকো।'
ধূসর হিজড়ে [নেশাগ্রস্ত] :
যখনই মৃত্যুর অজ্ঞাত কালো দস্তানার ভেতর আমি ঢুকেছি—
কখনো ঘুমের মধ্যে নেমে এসেছে মরচে-পড়া রেললাইনের স্মৃতি
মৃত্যুর মতো অন্ধ অনেক ভ্রূণের মধ্যে দেখেছি আমি যন্ত্রণার বীভৎস শবদাহ
অনেক পৃথিবী টালমাটাল পদশব্দে ঢুকে গেছে কালো দস্তানায়
'কিছুতেই কিছু যায় আসেনা আর—সবই হাস্যকর'
রহস্যরসিক বিদূষকের মতো কুত্তার নাড়িভুঁড়ি চেটে কেটে যাচ্ছে সময়
সময় কেটে যাচ্ছে পার্কের এককোণে নির্জন ঝাউগাছের ভৌতিক নড়াচড়ায়
কী ভারি, ভোঁতা, অলস এই ক্লান্তি—একজীবন !
কমলা হিজড়ে :
হা উদ্ভিদের ঝর্ণাজল, লোধ্ররেণু, ঝাউবকের চঞ্চু
গাছের আলখাল্লা ছিঁড়ে চকিতে বেরলো
ধুলোয়-ওড়া পুঁথিতন্ত্রের অঙ্কুর,
সুষুপ্তিময় অঙ্গার, শুঁয়োপোকার কান্না,
পদ্মের ক্রেংকার।
আ-মরি সেই নিটোল স্বপ্নকথা ! সেই নক্সীকাঁথার কারুকার্য,
ময়নামতীর স্ফটিকস্বচ্ছ গান,
টুনটুনির গল্প আর উকুনে-বুড়ির কাহিনী,
বাঘের সঙ্গে বোকা জোলার রঙ্গিলা তামাশা।
ধূসড় হিজড়ে :
পৃথিবীর সমস্ত বেড়াল তাদের খাবার মেখে নেয় নরম গোলাপি নিঃশব্দ শিশির

আর তাদের তাড়া করে বিবর্ণ মৃত্যুর মতো মোমের খেঁকশেয়াল
অ্যালুমিনিয়ামের চাকতির মতো কঠিন হিংস্র চোখে ;
সবুজ হিজড়ে :
সজারু-সদৃশ সূর্য ফুলে-ফুঁশে রশ্মির কণ্টকে বিঁধে ফ্যালে গেরস্থালি।
গোলাপী হিজড়ে [ঘুমের মধ্যে, যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে] : আমি হারিয়ে যাচ্ছি···
কালো হিজড়ে [যেন বা তাকে হিপ্নোটাইজ করছে] : হারিয়ে যাও···ঘুমোও ···হারিয়ে যাও···
[এইসময়, বাদামী হিজড়ের কথা বলবার সময়ে আস্তে-আস্তে, উইংসের ভেতর থেকে অকল্পনীয় বড়ো একটা ইস্পাতের কাঁচি এসে মাকড়শার জাল কেটে ফ্যালে !
হিজড়েদের ঘুম ভেঙে যায়।
মঞ্চ পরিচ্ছন্ন।
স্বপ্নচারীতাও শেষ হয়।]
বাদামী হিজড়ে : ঈশ্বর, যিনি দিয়েছেন আমাদের আদিম যূথবদ্ধতার বদলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বহ্নিজ্বালা, চাষবাসের নিজস্ব আবাদ, জ্ঞান, নিষিদ্ধ আপেল, কাম, রিরংসা ও বিবাহপ্রথা, পরিবার ও বর্ণমালা, আত্ম-মৈথুন ও একক প্রয়াস, জটিলতা, ধড় থেকে মুণ্ডু খসে পড়া, অতিকথন, মিথ্যাভাষণ, নৈরাজ্য ও রাষ্ট্রব্যবস্থা—
ভায়োলেট হিজড়ে [ছদ্ম-রাজকীয় কণ্ঠস্বরে] : আমি হলাম অন্ধকুঠুরীর রাজা, সংহারদেবতা ! আতঙ্ক ও কালো ক্যাক্টাসের ক্রীড়ক ! কুয়াশায়-ঢাকা ঘণ্টাধ্বনি ! মাংসের দূরত্ব ! রাষ্ট্রনেতা !
হলুদ হিজড়ে : ইস্কাপনের সাহেব !
কালো হিজড়ে : নৌ-বহরের প্রেত !
ভায়োলেট হিজড়ে : আমিই ঈশ্বর , রাষ্ট্রনেতা !
[বজ্রপাত।]
কালো হিজড়ে : কেউ ক্ষমা করবে না। না।
নীল হিজড়ে : কেউ ক্ষমা করবেনা।
যে-বাচ্চাটা চৌরাস্তার মোড়ে চাইছে
হাড় জিরজিরে, নাঙ্গা, পিলে-ফোলা

বজ্রের স্থাপত্যশিল্প, ছেঁড়া কাঁথার সংসার,

কাঠ ও বিষ্ঠার যজ্ঞে জননী তার রান্না করছে

অদূরে হিড়িক মারছে ক্ষুধাতুর ম্লান রিকশাওয়ালা, প্রশাসন

সে তোমাকে ক্ষমা করবে না।

লাল হিজড়ে : ক্ষমা করবেনা।

যে-চাষী বৌ ধর্ষিত হলো মিহি মিলিটারীর কৌতুকে

উরুদ্বয়ে টাট্‌কা রক্ত, বৃন্তচ্যুত গোলাপের লাশ

ওষ্ঠে বজ্রফেণার নৈঃশব্দ্য,

স্বামী তার কারাগারে, বাস্তুভিটে ক্রোক, চেরাজিহ্বা

গর্ভে তার নীল বাচ্চা, বজ্রের ছোবল, বাংলাদেশ

সে-তোমাকে ক্ষমা করবেনা।

নীল হিজড়ে : ক্ষমা করবেনা।

যে-শ্রমিক কারাগারে শৃঙ্খলের শব্দ শোনে স্বপ্নের ভিতর, নষ্ট ভ্রূণ

উইপোকার প্রশাসন, মাংসের নিষ্ফল কারাগার

বৌ তার ভাড়া খাটছে বাবুদের কাব্যে, উপমায়

ছেলেটা চিমনির ধোঁয়া, ছেঁড়া স্প্রিং, কলকব্জা, লঘু

মরচে-পড়া তামাটে সূর্যের প্রহসন দেখছে মেঘের তোরণেঃ

গণতন্ত্র, সংবিধান, প্রহেলিকা, মিশ্র অর্থনীতি,

সে তোমাকে ক্ষমা করবেনা। না।

বাদামী হিজড়ে [হেসে] :

ঈশ্বর, দূরত্বমুগ্ধ, হাস্যপ্রিয়, রাজস্ব ও দুঃখের ক্রীড়ক, অন্ধমুন

গর্ভব্যাদানে ছ্যাখায় ক্লীব বাগীশ্বরী ছেঁদো ধর্মপুঁথি : নষ্টভ্রূণ !

[ড্রামের শব্দ।]

লাল হিজড়ে [ঈষৎ উত্তেজিত] : ঈশ্বরসাহেব! আমি সশস্ত্র তদন্ত করছি, জবাব দাও, কেন নিবর্তনমূলক আইন, কেন পারমাণবিক চুক্তি, কেন প্রজাতন্ত্রের মুখোশ, কেন বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি, কেন ন্যাসবন্দীর হিড়িক, কেন টাটা-বিড়লার কোষাগার, কেন ভূমি-রহিত কৃষক, কেন বৈদেশিক ঋণ, কেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কেন মিশ্র অর্থনীতি, কেন কালাজ্বর ও কলেরা, কেন ক্ষিদের জ্বালায় মেয়ে বিক্রী, কেন সত্তর-শতাংশ নিরক্ষরতা, কেন মেদিনীপুরে

বন্যা, কেন অন্ধ্রপ্রদেশে মহাজন-প্রথা, কেন বিহারে জ্যান্ত হরিজন-দাহ, কেন সামরিক খাতে মুখ্য অর্থব্যয়, কেন আমলা-তান্ত্রিক বিষ্ঠা, কেন দণ্ডকারণ্য ইত্যাদি স্থানে উদ্বাস্তু সমস্যার নিগ্রহ, কেন বরাহনগর ও কাশীপুরে নৃশংসতম হত্যা, কেন নির্বাচনে কারচুপি, কেন ক্লীবপ্রজন্মের প্রহসন—

নীল হিজড়ে : কেন জেফারসনের জারজ রাষ্ট্রনীতি ?

ভায়োলেট হিজড়ে [মুচ্‌কি হেসে] : জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করো ! গর্ভ রূপ বদলে হবে মাসের ট্যাঁকশাল !

বাদামী হিজড়ে : জয়, অনন্ত জেব্রাভাবনার জয় !

ইনডিগো হিজড়ে : দেশ এগিয়ে চলছে।

কালো হিজড়ে : অন্ধচক্ষু নিয়তি···

হলুদ হিজড়ে : আমরা সবকিছু করতেই রাজী আছি—শুধু সরাসরি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্ম ছাড়া !

[নানাবিধ হিজড়েবৃন্দের উন্মার্গ হাততালি।]

সবুজ হিজড়ে :

কলরব জলে উঠলো ; নিভে গেলো। ভ্রমবর্ণহীন স্তব্ধতা শরীরী নিঃসঙ্গতা
(অন্ধ নিয়তির সুতো !) ; রাজনীতি-ফাজনীতি থেকে দূরে থাকে নিস্পৃহ শুশুক।

হলুদ হিজড়ে : এইবার হেঁকে ওঠো, আগন্তুক, পৃথিবী কি অবিস্মরণীয় !

ইনডিগো হিজড়ে :

প্রাগৈতিহাসিক চশমা, প্রযুক্তিবিদ্যার পুঁথি পড়ে আছে গর্ভের শ্মশানে—
ওটা কি শ্মশান ? ছাতা ? ওভারব্রিজ ? দোয়াত ? না ওটাই মানুষ ?
কিছু আমি চিনতে পারিনা সব মাংসল অঙ্কের মতো বিক্রী হয় পোড়া ফ্রী-মার্কেটে
(কাউকে জানাবার আগে জেনে নিচ্ছি আয় তার কতো বাৎসরিক—
শিশুরা যেমনভাবে কার্পেট বা ঘড়ি থেকে বাবাকে আলাদা করতে শেখে)।

স্কার্লেট হিজড়ে : ৭০০০০০০০ পিয়েস্ত্রা !

কমলা হিজড়ে : ১৪০০০০০০০ ফ্রাঁ !

গোলাপী হিজড়ে : ২৮০০০০০০০ স্টার্লিং !

বাদামী হিজড়ে : ৫৬০০০০০০০ পেট্রো-ডলার !

কালো হিজড়ে : ০০৭ শূন্যতা !

ধূসর হিজড়ে : ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা !

লাল হিজড়ে :

তবু সৌরকক্ষ থেকে হিমকরোকার স্মৃতি অণুরঙা মূর্ত শ্বেতময়ূর
শিকারীর ব্যথা তাকে বিঁধে ফেলে হয়ে উঠবে ডিম্বকোষে ফোটন-রকেট
চাঁদে নব-কলোনী গঠিত হবে, দ্বাবিংশশতকে হবে অমরত্ব-লাভ
এরপরো কি ক্রমাগত প্রবাসী শরীর নিয়ে ধুলোবালি হয়ে থাকবো আত্ম-নির্বাসিত ?

[গীটারের গাঢ় প্রতিধ্বনি ।]

ধূসর হিজড়ে : আচ্ছা, তোমরা কি মনে করো যে মানুষ খেতে পেলেই তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ?

গোলাপী হিজড়ে : অন্নের কুয়াশা ।

নীল হিজড়ে : কখনোই না । Man doesn't live by his bread alone. মার্কসসাহেব কখনোই বলেননি যে 'মানুষ খেতে পেলে তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ।'·· কিন্তু তিনি যেহেতু দেখেছিলেন যে (আমাদের মতো কিছু অযোনিসম্ভূত পরগাছা ছাড়া), প্রায় নব্বুই ভাগ মানুষকেই কেবল দিনযাপন ও উদরপূর্তির জন্যে জন্তুসদৃশ একজীবন খরচ করতে হয় ; ('মহত্তর অন্যকিছু' করবার সময় বা সুযোগ তারা পায় না ; কারণ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঁজির সর্বসত্ব !) ; —সেহেতু তিনি এই শ্রেণীদ্বান্দ্বিক সমাজব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করে এমন এক পৃথিবী রচনা করতে চেয়েছেন—যেখানে কয়েকটা ব্যক্তি নয়, সমস্ত মানুষ—'মহত্তর বৃহত্তর অন্যকিছু' করবার অন্তত প্রাথমিক সুযোগটা পেতে পারবে । মার্কসই একমাত্র দার্শনিক, যিনি নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয়ভাবে নরপৃথিবীর ব্যাখ্যা না-করে তাকে বদলাতে চেয়েছেন ; অন্য দার্শনিকদের মতো চোখ-কান বুঁজে ঈশ্বরের স্বৈরশাসন মেনে না-নিয়ে, মানুষ যাতে ঠিকমতো বাঁচতে পারে তার একমাত্র বাস্তবপন্থার নির্দেশ দিয়েছেন ।

ধূসর হিজড়ে [উচ্চস্বরে হেসে] : তুমি কি আমাকে ইস্কুলের বোকা ছাত্র পেয়েছো ? বা অশিক্ষিত শ্রমিক !—অতো জ্ঞান দিচ্ছো কাকে ? ···আর তাছাড়া, মানুষ নিয়ে আমাদের অতো না-ভাবলেও চলবে ; কাল্পনিক কয়েকটা পুতুল বৈ তো কিছু নই আমরা !

শ্বেত হিজড়ে : পদ্মের করাত।
[আশ্চর্য নীল স্তব্ধতা।
স্ফটিক-চাঁদ।]
কমলা হিজড়ে :
সোনালি ঝাড়লণ্ঠন ভেঙে
টকটকে লাল মদ এবং তারপিন তেলের গন্ধমদির ময়লা ন্যাকড়ায়
সমবেত রক্তাক্ত বিন্যাসে
পশ্চিমে
সূর্যাস্ত হলো।
[নীলশূন্যে ভাসন্ত গীটার।]
বাদামী হিজড়ে : অন্ধকার চেঁছে ফ্যালে দ্বৈত-ব্লেডে আগ্নেয় পশম
রোমকূপে আর্দ্র ভ্রূণ, জালা ভাঙা বোতলের কাঁচে
ব্রিজের উপর হল্‌দে হরতন ট্রেণশব্দ ; জেব্রা যেরকম
সমকামী—পদার্থের তেজ আছে, পদার্থগতির ভর আছে
ইনডিগো হিজড়ে : দিন্‌রাত দূষিত শরীরে তীব্র পচা রেতঃপাত
কুষ্ঠরোগী হাত ধোয় পাথরের দুধে ক্লিন্ন স্খালিত আঙুলে
লোহনখ গেঁথে যায়, রক্তারক্তি বর্ণ-নাভিমূলে
সেরিব্রামে দলিত মৃত্যুর শব্দ শব্দহীন স্মৃতি অকস্মাৎ
ভায়োলেট হিজড়ে : আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আমি পাশবিক পাছা অপর্যাপ্ত মুখ
লিঙ্গ-শিহরণে ছ্যাঁদা গম্বুজের ফাঁপা অন্তর্দেশ
নৈসর্গিক মাতৃমুখ—প্রচণ্ড ক্ষণিক নগ্ন স্বৈরাচারী সুখ
তবুও বাবাকে চেনে ;—যেন বা ঈশ্বর—কাজ—সামাজিক
নোংরা গুহ্যকেশ
হলুদ হিজড়ে : অন্যজন ; অন্ধকারে দেবদারু-পতনে নিঃশব্দ ব্যর্থ ফাঁকি
কাঁপে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট আমাদের ঘন ক্রোমোসোমে
স্ফীত স্বপ্নকোষে তবু বহুবর্ণ পৃথিবী একাকী
বমন-সন্ত্রস্ত এক বিশুদ্ধ ম্যাজিক যেন শিশুজন্ম বীভৎস নরমে
কালো হিজড়ে : জ্যামিতিতে কোমলতা ঘষে-ঘষে জন্ম নেয় রাষ্ট্র অর্থনীতি
করোটিতে
(সবকিছু মুছে যায় বদলে গিয়ে—সবই বদলে যায়)

যে-বালক জন্মেছিলো বন্দুকের দ্যুতি বয়ে নিরস্ত্র গুহায়
সে-আজ স্তব্ধতা হয়ে নিয়মিত ক্রুশকাঠে ভাসে অনিশ্চিতে

ভায়োলেট হিজড়ে : (সবকিছু মুছে যায় বদলে গিয়ে—সবই বদলে যায়)
একজন অন্ধ যেই দৈবজ্ঞানী হতে চায়, অর্ণবনগরে
আমি তাকে লাথি মারি ; (সকৃতজ্ঞ, সে-ও চাপা পড়েছে মোটরে!)

গোলাপী হিজড়ে : সবকিছু মুছে যায় বদলে গিয়ে—হায়, বদলে যায় !

[প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে পড়ে লঙ্কার ঝাঁঝালো গন্ধ ; মুহুর্মুহু কাশি ।]

কমলা হিজড়ে : নৈতিকতা মানেই নিরাপত্তা-ব্যবস্থা !

স্কার্লেট হিজড়ে : জাতিসংঘের প্রবাল ।

নীল হিজড়ে : রাষ্ট্র চিরকালই তার দমননীতি চালিয়ে যেতে বাধ্য। যেহেতু রাষ্ট্র চিরকালই যা করে থাকে, তা হলো : সংখ্যালঘিষ্ট শাসক শ্রেণীর পরগাছা-প্রবণ স্বার্থরক্ষা !

স্কার্লেট হিজড়ে : নিয়তির সুতো !

লাল হিজড়ে : বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের অবশ্যকর্তব্য হলো রাষ্ট্রের বিনাশ ।

হলুদ হিজড়ে : একক দেশে সমাজতন্ত্র বিদঘুটে বুজরুকি !

[এইসময়ে কতিপয় কচি-কচি শাদা ভেড়া 'ব্যা-ব্যা' ডেকে স্কার্লেটের অপানদ্বারে অনুপ্রবেশ করে ।]

স্কার্লেট হিজড়ে : ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্তি বিরাজমান হউক ।

[বজ্রপাত ।]

বাদামী হিজড়ে : আমার চেতনা বিশুদ্ধ আছে বলে আজো মনে হয় ?
(অন্য সকলে ক্রুট—
আত্মা বাঁচাতে পরেছি মাথায় বেচপ্‌কা গামবুট !)

গোলাপী হিজড়ে [বাদামীর দিকে দ্রুত ছুটে গিয়ে] : ওগো, তুমি আমাকে একটা চুমু দাও না গো !

[বজ্রপাত ।]

বাদামী হিজড়ে : প্রতিটি প্রজন্ম জানে তাকে এক বিধবা মরত্ব যেন খাচ্ছে কুরেকুরে;
(বিকীরণ, ঘনায়ন - এভাবে সমস্ত ঘটে; স্নায়ুতন্ত্রে পরাবর্ত ক্রিয়া)
তার থেকে ছিটকে পড়ে সুখ—কিছু সূর্যের জাঙিয়া
ইন্দ্রিয়রজ্জুতে যারা ঝুলে থেকে কালক্রমে শুকোয় রোদ্দুরে ।

গোলাপী হিজড়ে : যাঃ, ফাজলামো মেরো না ! সবসময় ইয়ার্কি ভাল্লাগেনা ।

ইনডিগো হিজড়ে : (এই কুৎসিত, বোকা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমাদের হাসি-তামাশা ছাড়া আর কিছুই করার নেই) ।···আর তাছাড়া, গোটা ব্যাপারটাই তো একটা প্রহসন—হিজড়েদের বাচ্চা বিয়োনো নিয়ে একটা পুতুলনাচ ! ফুঃ—

[বজ্রপাত ।]

বাদামী হিজড়ে : মাথায় ফেল্টের টুপি, হাতে ছিপ, বসে আছি সামুদ্রিক মাছের আশায়

কখন নড়বে ফাৎনা, অতর্কিতে শুধু হাত-না-নড়লেই হলো

মাথায় ফেল্টের টুপি, বসে আছি শৌচাগারে ছিপ ফেলে শুকনো চৌবাচ্চায়

বুদ্ধের মতন জ্ঞানী, তত্ত্বভুক দার্শনিক, (যদিও বয়েস মাত্র ষোলো !)।

গোলাপী হিজড়ে : তারপর, বলো, তারপর ?

বাদামী হিজড়ে : মাথায় ফেল্টের টুপি, তত্ত্বভুক্ ট্যাণ্টালাস, দীর্ঘ ছিপ হাতে আজো বসে আছি প্রাজ্ঞ সমস্ত চিন্তাকে মেটাফিজিক্সে জড়াতে বুদ্ধের মতন জ্ঞানী, যদিও বয়েস ষোলো,—(হা অন্ধ প্রফেট, কী আশ্চর্য, ঈশ্বরী যে পিকাসোর বেবুনের মুখ ও বনেট !) ।

গোলাপী হিজড়ে : যাঃ, তুমি বড়ো ফাজলামো করো। [তারপর সে বাদামী ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে যায়] আমাকে একটা চুমু দাওনা গো !

বাদামী হিজড়ে [প্রথমে গোলাপীর ঠোঁটে চুমু খেতে গিয়ে, তবু চকিতে মুখ সরিয়ে নেয়] : ঈশ্ ! চৌবাচ্চার নিচে কী ভীষণ শ্যাওলা জমেছে ত্যাখো।

গোলাপী হিজড়ে [অপমানিত কণ্ঠে] : আমার ক্লীবত্ব।

[বজ্রপাত ।]

ধূসর হিজড়ে : এ কেমন পৃথিবী কেমন সময় কেউ তা জানে না

ইঁদুরে খাওয়া শস্য নিয়ে আত্মজের রণ

ভ্রাতৃহত্যা

বিবমিষার সিংহাসনে বসে আছে সমলোভী নির্ভুল রোবট

ধারাবাহিক আয়নাপুঞ্জ

দগ্ধ যৌনাঙ্গের মতো হেসে উঠছে হা-হা

এরোপ্লেনের মরচে-পড়া তীব্র শব্দ কেঁদে উঠছে আস্তাবল,

ফণিমনসার বন—

আলোর জিরাফের মতো সভ্যতা তবু ও একী উজ্জ্বল কৌতুক !

[বজ্রপাত ।]

হলুদ হিজড়ে : মাটি ধ্বসছে মৃত্যু পুড়ছে চাবুক পড়ছে ঝাপ্টা মারছে ঝড়
সূর্যচূড়া ক্রুশকাষ্ঠ রক্তের প্যাগোডা
(সাইরেনের শব্দে ফাটছে শরীরিণী পিঙ্গল ছায়ারা)
ঘুমন্ত নারীর গর্ভে ইঁদুরেরা রেখে গেলো দাঁতের স্বাক্ষর
যোনির দেয়ালে আঁকা সংখ্যাতীত গেণিকার ভৌত প্রতিচ্ছবি !

[বজ্রপাত ।

ঝাউয়ের ঝড় ; হরিদ্রাবর্ণ চাঁদ ।

ঝাউগাছের পাতাগুলো মাঝে-মধ্যে কাঁপতে-কাঁপতে লোলজিহ্বার মতো লেহন করছে চাঁদের শরীর ।]

বাদামী হিজড়ে :

আমি দেখি মনীষা, ঈশ্বর, আয়না বা বিছানারাশি, সবই কেমন নরম হয়ে শুধু গলে যায়

আমার লিঙ্গের নিচে কোমল গম্বুজ—(আহা, রমনীর সমর্থ শরীর,
যেখানে প্রস্তর আর নক্ষত্রের আশ্চর্য আলীঢ় ছড়াছড়ি)—অই স্তন, পাছা, তলপেট ইত্যাদি রতিক্রীড়
আর্দ্রতার ভাঁজে-ভাঁজে বহুলাঙ্গ রেখাভঙ্গে হয়ে ওঠে সৌরকক্ষে ব্রীড়ার প্রলয় !

[বজ্রপাত ।]

গোলাপী হিজড়ে : কিন্তু, তারপর ? কী পেলে তারপর ?

[বজ্রপাত ।]

বাদামী হিজড়ে : উরুসন্ধির বরফ !

[ভাঙা মেঘের বারান্দা । নিকষ চাঁদ ।]

স্কার্লেট হিজড়ে : ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা ! শুধুমাত্র প্রেমেই আমাদের উদ্ধার—

কমলা হিজড়ে : জাতিসংঘের প্রবাল ।

[ডানদিকে উৎকীর্ণ হয়ে উষ্ণ রক্তের সিঁড়ি । স্কার্লেট ও সবুজ হিজড়ে সেই রক্তের সিঁড়ি বেয়ে ভাঙা মেঘের বারান্দায় উঠে আসে ।
'আনন্দের স্তোত্র ।']

সবুজ হিজড়ে : আমি সেই ফুল চাই যাতে একইসঙ্গে পদ্ম ও রক্তগোলাপ ।

সমুদ্রশয্যায় শুয়ে কৃষ্ণনীল আফ্রিকার ঘুম।
পদ্মের ওঙ্কারধ্বনি, গোলাপের মুহ্যমান পাপ।
ইউরেশিয়া আমার কুসুম।

স্কার্লেট হিজড়ে: ইউরেশিয়ার গন্ধ বারান্দায়—নাভিতে—বাথানে
মানচিত্র;
ফেনশীর্ষ ঢেউ ছুঁড়ে আকাশ-চাবকায় জল বুভুক্ষু নির্জ্জানে
অগ্নিমিত্র;

সবুজ হিজড়ে: ও আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে ভীষণ ক্ষিদে—তৃষ্ণা বেড়ে যায়
মন্দিরস্ফুলিঙ্গ কিম্বা ক্রিসমাসের কেক
সূর্যের ভাঁড়ার থেকে চুরি করে রুটি
চাঁদের কন্‌কনে টুটি-ফ্রুটি
খেয়েছি অনেক।
তবুও আমাকে কেন টানে না আকাশ জল ফেনশীর্ষ নাভি
—বারান্দায়?

স্কার্লেট হিজড়ে: সমস্ত তৃষ্ণার শেষে আকাশ-চাবকানো অগ্নি জ্বলে তবু মানচিত্রে
—অর্নবে—বাথানে
পৃথিবী খণ্ডিত কেন কেন ক্ষুধাতুর শুধু ইউরেশিয়ার গন্ধ জানে॥

[উপর্যুপরি চাবুকের শব্দ।]

লাল হিজড়ে: বিপ্লব মানে এই নয় যে, এক শাসকশ্রেণীর বদলে অন্য এক শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাসীন করা; (যেমন রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র! জনকল্যাণের নামে একইরকম দমনমূলক নীতি!) —কেননা, শাসকবর্গ মাত্রেই পরগাছা, প্রবঞ্চক, স্বৈরতন্ত্রী! …বিপ্লবের উদ্দেশ্য হলো সমস্তরকম শাসনব্যবস্থা, (যা আবহমান শ্রেণীশোষণের কুশ্রী ফলশ্রুতি), স্রেফ পৃথিবী থেকে মুছে ফ্যালা; যাতে আবার অন্য কোনো শোষণব্যবস্থা গড়ে উঠতে না পারে।

হলুদ হিজড়ে: একক দেশে সমাজতন্ত্র বিদ্‌ঘুটে বুজরুকি!

নীল হিজড়ে: আহা, কেবল স্বপ্নচারী বুকনি ঝেড়ে পৃথিবী যদি বদলে দেওয়া যেতো। —ব্যাপারটা কি অতোই সোজা, হে লবঙ্গলতিকা?… "বিপ্লব কোনো ভোজসভা নয়, বা কোনো প্রবন্ধরচনা বা চিত্রাঙ্কন কিম্বা সূচীকর্ম নয়, এটা এতো মার্জিত, এত ধীরস্থির ও স্মিত,

এত নম্র, দয়াপ্রবণ, বিনীত, সংযত ও উদার হতেই পারেনা।· ·
বিপ্লব হচ্ছে বিদ্রোহ, একটা উগ্র বলপ্রয়োগের কাজ, যার
দ্বারা এক শ্রেণী অন্যশ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে।"

স্কার্লেট হিজড়ে : উফ, তোমাদের কথাবার্তায় এ্যতো বৈধ সংহতির অভাব যে—

সবুজ হিজড়ে : মহাশয়, আমরা খুবই যত্ন-সহকারে ভাঙছি।

ভায়োলেট হিজড়ে [সচকিত] : অ্যাঁ ? ভয় দ্যাখাচ্ছে ! অ্যাঁ ?

বাদামী হিজড়ে : জয়, অনন্ত জেব্রাভাবনার জয় !

ইনডিগো হিজড়ে : দেশ এগিয়ে চলছে।

ধূসর হিজড়ে : সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও পার্টিপরগাছাতন্ত্র আশ্চর্য প্রকট। (রাষ্ট্র মানেই পরিমিতি, ঠিক যেরকম মৃত্যু)।

লাল হিজড়ে : প্রাপ্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে অবশ্য-কর্তব্য। (বিকেন্দ্রীকরণ অর্থে সমাজরহিত ব্যক্তিগত স্বৈরাচার নয়।)।

নীল হিজড়ে : ঠিক যেমন বিপ্লবের আগে কেন্দ্রীভূত সংগঠন অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োজন। (কেননা শত্রুপক্ষ সবসময়েই সামরিক ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত)। ·

লাল হিজড়ে : কিন্তু, বিপ্লবের পরে, রাষ্ট্রক্ষমতা একবার যখন প্রোলেতারিয়েতের দখলে এসে গেছে, তখন, তাকে একদিকে যেমন লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত ব্যর্থ হয়, (সুতরাং কিয়দংশে দমননীতি চালাতেই হবে), তেমনি, অন্যদিকে, তাকে একইরকম নজর রাখতে হবে যাতে কোনোরকম আমলাতন্ত্র বা পার্টি-পরগাছাতন্ত্র গড়ে উঠতে না-পারে। ··

কমলা হিজড়ে : ধোঁয়াটে চেতনার নৈরাজ্যকে ঢাকবার জন্য চোস্ত্ পুস্তকের থেকে উটকো থিমৃচে-তুলে-আনা অতি-সরলীকরণের শঠতা : এই হলো অনন্ত রায়ের সাহিত্য !

কালো হিজড়ে [হাই তুলে] : এম্প্যাথির অভাব।

[সহসা ভায়োলেট হিজড়ে ধপাস্ করে সিংহাসন থেকে পড়ে যায়।]

হলুদ হিজড়ে : প্রোলেট্‌কাল্টের প্রভাব তাহলে ততো নির্বীর্য নয়।

[ড্রামের শব্দ।]

বাদামী হিজড়ে [ভায়োলেট-কে কাতরকণ্ঠে] : প্রভু, আপনি ভীত হবেন না,

আতঙ্কিত হবেন না অতো সহজে!…একদিন দেখবেন, শেষে, শ্রেণীসংগ্রামের চেতনাকে ক্রুশকাঠে গেঁথে এরা আমাদের ঈশ্বরের সংসদীয় ভোজসভায় যোগদান করে ধন্য হবে। (সব মধ্যবিত্তদেরই দৌড় জানা আছে!)‥ প্রভু, আপনি ভীত হবেন না!

ভায়োলেট হিজড়ে [ব্যথায় কৎরাচ্ছে] : উফ্, আমার ঠ্যাং, আমার ঠ্যাং!

নীল হিজড়ে [চীৎকার করে] : ঈশ্বরপ্রথা তুলে দাও, রাষ্ট্রব্যবস্থা থেঁৎলে দাও, শ্রমবিভাগ উড়িয়ে দাও, পরগাছাবৃত্তি পুড়িয়ে দাও, মৃত্যুশাসন জ্বালিয়ে দাও—নইলে এই পৃথিবীকে আর একদিনও আমরা উর্বরা হতে দেবোনা!…না।

স্কার্লেট হিজড়ে : ব্যা ব্যা ব্যা—

ইনডিগো হিজড়ে : প্রভু এখন পাক্কা ক্রিশ্চান!

গোলাপী হিজড়ে : শ্বেত মেষ।

[বজ্রপাত।]

কালো হিজড়ে : পৃথিবীতে কে-ই বা মানুষ? শ্রমবিভাগের বাধ্যবাধকতার জন্য নরচরিত্রের কোনো চৌকশ উন্নতির রূপ পরিগ্রহ করা অসম্ভব। অর্থাৎ যে-ছবি আঁকে, সে-গান গায়না; যে-গান গায়, সে-অঙ্ক কষেনা; যে-অঙ্ক কষে, সে চাষ করেনা; যে চাষ করে, সে কবিতা পড়েনা; যে-কবিতা পড়ে, সে মাছ ধরেনা; এবং ইত্যাদি ইত্যাদি : বৃত্তি তার প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে।

বাদামী হিজড়ে : কোষ্ঠসমাজের জিহ্বা!

ইনডিগো হিজড়ে : গর্ভব্যাদানের চিহ্ন!

গোলাপী হিজড়ে : ছেঁড়া মেঘের বস্তি!

ধূসর হিজড়ে : পণ্যপ্রসবের জন্তু!

লাল হিজড়ে : পুঁজি হলো সংরক্ষিত শ্রম।‥

বাদামী হিজড়ে [ঈষৎ বিরক্ত] : উফ্, সারাক্ষণ তোমরা এ্যাতো কার্লমার্কসের ছেঁড়া উদ্ধৃতি গ্যাঁড়া মারছো কেন?· (কিছু নিজের কথা বলো।)

লাল হিজড়ে [হেসে] : উপায় নেই। কার্ল মার্কসের কথাবার্তা কার্ল মার্কসের থেকে বেশি স্বচ্ছ ও উৎকৃষ্টভাবে বলবার সামর্থ্য নেই অনন্ত রায়ের!

নীল হিজড়ে : মানুষ ও জন্তুর মধ্যে পার্থক্য শুধু এই নয় যে মানুষ সচেতনভাবে তার বেঁচে থাকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীগুলি উৎপাদন করে ; কেননা, তা স্বল্প এবং নিশ্চেতনভাবে হলেও, জন্তুরাও করে। মানুষের কৃতিত্ব এই, যে তারা শুধু তাৎক্ষণিক শারীরিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই উৎপাদন করেনা, বরং তখনই মানুষ সৃজনশীল, যখন সে তাৎক্ষণিক শারীরিক প্রলোভনের উর্দ্ধে উঠে প্রকৃতিকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করে।

লাল হিজড়ে : এবং সেইজন্যেই, ঈশ্বরসাহেব, সেইজন্যেই আমরা চাই উৎপাদন ও বণ্টনক্রিয়া এমনভাবে হোক, যাতে যে-যার সামর্থ্যমতো দেবে এবং প্রয়োজনমতো পাবে : যাতে তারা সমকালীন পুঁজি-স্তূপীকরণের চেতনারহিত ক্রীতদাস না হয়ে, হয়ে ওঠে স্বনির্ভর স্বয়ংক্রিয় সৃজনশীল নর, যাকে কেবল উদরপূর্তির জন্য উদয়াস্ত স্বাস্থ্য ভাঙতে হয়না ! কেবল পশুসুলভ বেঁচে থাকার জন্যে।

বাদামী হিজড়ে : কিন্তু, মহাশয়, আমরা তো জন্তুও নই, মানুষও নই, কতকগুলো অজৈবনিক নিষ্ক্রিয় পুতুল।

ধূসর হিজড়ে : ক্লীবপ্রজন্মের নষ্ট উপক্রমণিকা।

শ্বেত হিজড়ে [পদ্মের জলন্ত সিংহাসনে শুয়ে শুয়ে] :

সূর্যনারঙ্গের গন্ধ তোরণে, দর্পণে, উরুদ্বয়ে।

[বজ্রপাত।

বাতাস ফুঁশে ওঠে, ঝাউয়ের ঝড়। চাঁদ তার অলঙ্ঘ্য ফণা মেলে ধরে।

চাঁদের ত্বরিত ঘূর্ণি ও সংক্রামক চেরাজিহ্বা।

পেছনে সারাক্ষণ ক্ষিপ্রগতি ট্রেনের শব্দ ও চকিত হুইসিল।]

সবুজ হিজড়ে : উদোম শিবের মতো নেচে ওঠে নিকেল-জ্যোৎস্নায়
চন্দ্রালোক স্যাঁতস্যাতে অন্ধকারে ধ্বস্ত বারান্দায়
নাচে মৃত্যু, শঙ্খচূড়, অন্তরাত্মা দলিত ফুলের
(আমরা পাইনি স্পর্শ আকাশের নীলার্দ্র চুলের)

হলুদ হিজড়ে : সৃষ্টি, তুমি চিরন্তন নিষ্ঠুরতা প্লুত অন্ধকার
উদোম শিবের মতো ওঠে নেচে তির্যক বেদনা
বিক্ষত মাংসের মতো ছিটকে পড়ে নিভৃত এষণা
মধ্যরাতে বধ্যভূমি ছদ্মবেশ খুলে ফ্যালে তার

সবুজ হিজড়ে : কে করো মোচন স্মৃতি ধাতু স্বপ্ন নপুংসক জ্বালা
আমার সমস্ত ইচ্ছা ভেসে যায়, ভাসে ছিন্ন হাত
আমার সমস্ত সুখ, শৈশবের স্বচ্ছ নদীনালা
ভেসে যায় রক্তস্রোতে, বিভাজিত কূট দৃষ্টিপাত

হলুদ হিজড়ে : এখন রয়েছে শুধু। গর্ভকোষে ধ্বস্ত বারান্দায়
আমার বিকট হাসি কশাঘাতে আমাকে কাঁদায়॥

[অতর্কিতে, যাবতীয় ধাতুর সংঘর্ষ তুলে, (যেন কোটি-কোটি শূকরের বিকট চীৎকার), ট্রেণটার ব্রেক কষার মর্মন্তুদ অন্তিম আওয়াজ শোনা যায়। চাঁদের চৌচির বিস্ফোরণ !
নীলশূন্য থেকে কিছু পচা ডিম, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক-আষাক, ভাঙা প্লেট, নিভন্ত চুরুট ভেসে আসে , শূন্য থেকে শূন্যতায় ওড়াউড়ি করে।
অন্ধকার।
প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে পড়ে লঙ্কার ঝাঁঝালো গন্ধ ; মুহুর্মুহু কাশি।]

*

[সাময়িক অন্ধকার কেটে গিয়ে স্বল্প আলো ফুটলে ছাখা যাবে কোরিওনিক ভিলির বুক্ষে ফুটে আছে সংখ্যাতীত ঝলমলে নারঙ্গ। সমবেত হিজড়েবৃন্দ নারঙ্গ ভক্ষণ করছে আশ্চর্য আনন্দে।
সবুজ ও কমলা হিজড়ে পরস্পরের বাহুমূল আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে নম্র ধানক্ষেতে। তাদের পেছনে রেলসড়ক।
দূর থেকে ট্রেণের হুইসিল শোনা যায়। তারপর একটা ছোট্ট ট্রেণ গোলাকার কালো ধোঁয়া ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিগন্ত দিয়ে পরপারে ভেসে যেতে থাকে।
স্তব্ধতা।]

সবুজ হিজড়ে : পিচ্ছিল হাওয়ায় কাঁপে সোনালি-সবুজ ধান
মুহ্যমান মিথুনের মতো। শুঁড়িখানা।
প্রণয় ওখানে যেন নাভিপদ্ম, পুংন্যাংটো, গর্ত, মোনাস্টারি—
যাবার সময় হলো। এবার কামড়িয়ে খাবো
ভেনাসের শঙ্খিল শরীর—লব্ধ মূঢ় উপত্যকা।
ক্রমধ্যে বিস্ময় যেন ট্রেণের হুইসিল – শুধু ট্রেণের হুইসিল।

[সবুজ খুবই কোমলভাবে কমলা হিজড়ের ওষ্ঠে চুমু খায়।]

কমলা হিজড়ে : তোমাকে ক্রমশ ভালোবেসে আমি হবো অন্ধকার

কর্কশ বিদ্যুতে তাই মানসিক নীলের প্লাবন
আকাশ-জরায়ু থেকে জন্ম নেয় যে-নীল পূষণ
নিবিড় প্রখরতম আমাদের শীৎকামনার
মতো হয়ে জলে নীল যেন হিম মৃত্যুর ফ্লাওয়ার।

সবুজ হিজড়ে : ঈশ্বর, চাঁদের ফণা, মেঘগুলো ছোব্লাচ্ছে আকাশে
আমাদের ভালোবাসা দেবদারু-খচিত দীর্ঘ পথ
তোমার ঠোঁটের থেকে শুষে নিই নক্ষত্রের মদ
বৈতরণীর স্রোতে যে-স্বচ্ছতা নৌকা হয়ে ভাসে
ঘূর্ণাবর্তে ডুবে যায় আমাদের কল্পনার ত্রাসে।

কমলা হিজড়ে : তোমার হৃদয়ে শুয়ে ডুবে যাই নাক্ষত্রিক ঘাসে
লোকোত্তর তীব্রতায় কাঁপে দীর্ঘ দেবদারু-বন
ইন্দ্রিয়ের ভাঁজে-ভাঁজে শিহরণে তোমার বিস্তার—
আমাদের ভালোবাসা নক্ষত্রখচিত নীল হ্রদ ॥

[সে, প্রায় মাতৃস্নেহে, সবুজ হিজড়েকে আদর করে। ট্রেণের হুইসিল শোনা যায়,—অনেক তীব্র ও সুস্পষ্ট , কিন্তু দিগন্তরেখায় কোনো ট্রেণ আর আসে না।]

শ্বেত হিজড়ে : সূর্যনারঙ্গের গন্ধ তোরণে, দর্পণে, উরুদ্বয়ে।

গোলাপী হিজড়ে : সত্যিই কমলালেবু কি মিষ্টি , তাই না ?

সবুজ হিজড়ে : তুমি আমার স্বপ্ন।

কালো হিজড়ে : যা মৃত্যু, যৌবন তা-ই।

সবুজ হিজড়ে : আর কি রয়েছে বাকি ? গুহামানবের মতো অকথ্য বিন্যাসে
কিছুটা মাংসল স্ফূর্তি পাবো, পাবো চিন্তার দলিল :
আসে, যায়, হয়, চায়,— এই-ই সব। ট্রেণের জানলায় অনায়াসে
যেরকম ছুটে যায়, সরে-সরে যায় স্বপ্ন, অপস্থৃত নিঃসঙ্গ প্রলাপ
প্রচণ্ড পীড়নে শুধু কণীনিকা জলে যেন ট্রেণের হুইসিল ;
(নর্তকী, এ-ই কি তবে বহুবর্ণ স্মৃতি ও গোলাপ ?)

কমলা হিজড়ে : তোমাকে সনাক্ত করি হে মানুষ, দোমড়ানো ব্যথা—

সবুজ হিজড়ে : সবাই পরিশীলিত ভীষণ হয়েছে আমি আঃখুটে জান্তব !

নীল হিজড়ে [হস্তধৃত কমলালেবুটিকে লক্ষ্য করে] :
এই সৌরকক্ষ, যেন জলস্ত স্ফটিকস্বচ্ছ নরকরোটির মতো জলছে বৃত্তাকার
তার থেকে ঝরে পড়ছে ঋতু, মাংস, স্মৃতির কারখানা। ,

হে অন্ধ, কী করে, বলো, এরকম অসহ্য ব্যথার
থেকে জন্ম দিলে শব্দ, শিকড়ের সম্ভ্রম বিস্ময়, চিন্তা, সুস্বাদু বাসনা ?
গোলাপী হিজড়ে : সত্যিই কমলালেবু কি মিষ্টি ; তাই না ?
শ্বেত হিজড়ে : তিনি আসবেন, আমার শরীরের সমস্ত রস নিংড়ে নিয়ে তিনি
আসবেন—অস্ত্র ও বাতিদানের দেবতা, নারঙ্গের দ্যুতি !
[বজ্রপাত।]
কমলা হিজড়ে : জলের প্রেমিক তুমি, চিংড়িমাছ, জলের অতলে নর্তকীর
মতো তুমি জাপানী ফ্লাওয়ার ভাসে চীনা মৃৎশিল্পে চিত্রার্পিত
দুটি শুঁড় কথা বলে জলগর্ভে শৃঙ্খলের সঙ্গে নিয়তির
অশ্রুত সংলাপ, তুমি ইঞ্জিনের মৃত্যুশব্দে প্রলুব্ধ বিস্মিত।
সবুজ হিজড়ে : ট্রেণ : অন্নপাক অলৌকিক ছুটন্ত মৃত্যুর ধূম্রস্মৃতি।
কমলা হিজড়ে : জলের প্রেমিক তুমি, তবু, যেন ঈডিপাস, জলের সন্তান,
ঝিকিমিকি
কালের ঘণ্টার মতো ঢেউয়ে-ঢেউয়ে অবিরাম নাচো এলোমেলো
যখন জালের মধ্যে ধৃত তুমি, অসহায়, একান্ত প্রতীকী
প্রতিশোধে মূঢ় আত্মহননে চুম্বনে যেন সশস্ত্র ওথেলো ॥
নীল হিজড়ে [চীৎকার করে] : ঈশ্বরপ্রথা তুলে দাও, রাষ্ট্রব্যবস্থা থেঁৎলে দাও,
শ্রমবিভাগ উড়িয়ে দাও, পরগাছাবৃত্তি পুড়িয়ে দাও, মৃত্যুশাসন
জ্বালিয়ে দাও—
সমবেত হিজড়েবৃন্দ : মাতা, দ্বার খোলো।
[ড্রামের শব্দ।
এইসময়ে প্রেক্ষাপটে পাৎলা আস্তরণে, ক্ষীণে, চিত্রার্পিত হবে নীল শিশু। হাতে
তার বন্দুকের বেদনাময় রেখা। এবং বাতিদান।
নেপথ্যে ধ্বনিত হবে সলিল চৌধুরী-প্রণীত গান: 'ও আলোর পথযাত্রী এযে রাত্রি,
এখানে থেমো না।']
সমবেত হিজড়েবৃন্দ : জয় হোক্ মানুষের।
ঐ নবজাতকের।
ঐ চিরজীবিতের ॥
[ড্রামের শব্দ]।

৪

[ক্যাক্টাসের ঝড়।

জ্যোৎস্নায়-ধোয়া ক্যাক্টাসের অরণ্য। শ্বেত এবং ধূসর হিজড়ে শ্যাওলা-জমা প্রস্তরের ভাঙা ধ্বংসস্তূপে বসে আছে।

ঝাঁঝড়ের ঝড়।]

ধূসর হিজড়ে : ভ্যানগথের সাইপ্রেস ও পাহাড়ের মতো

রুক্ষ আমার প্রথবতম উন্মত্ত প্যাশান

কী অসহ্য অব্যক্ত আক্রোশে ছিঁড়ে ফ্যালে সৃষ্টিগর্ভে কপোতীর মতো অন্ধকার

কী উন্মাদ আক্রোশে—

ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো হিংস্র ক্ষিপ্রতায় আমার সমস্তকিছুকে নখে ছিঁড়ে ফেলতে

ইচ্ছে করে, দাঁতে ছিঁড়ে

তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করে, ক'রে দিতে লণ্ডভণ্ড তৃপ্তিহীন

লাথিতে-লাথিতে ভাঙি পৃথিবীর শান্ত দৃশ্যাবলী

কবন্ধ ঐতিহ্য এবং হিজিবিজি সিঁড়ি

বৈদ্যুতিক দাঁত ও করাত পরিহাস

আমার পতন দেখে ওঠে চমকে, থমকে যায় লিপ্তিহীন সময়ের স্রোত—

অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত সময়ের সাথে আমি চতুর্থমাত্রিকে

উথালপাতাল এই সতৃষ্ণ কুয়োর মতো দীর্ঘ স্ফীত রাত

অনেক রাত

আমার ধ্বস্ত করোটির মতো

অন্ধকার, মাতৃগর্ভ—পাপকবলিত নিষ্ঠুরতা

প্রজননে

হে অলীক, নক্ষত্রের উষ্ণ নীরবতা কিমাকার

উদ্‌ভ্রান্ত রেজরের হিজিবিজি এপিটাফ তীক্ষ্ণ অগ্নুৎপাতে

অনাকার তির্যক প্রেতাত্মার লৌকিক শরীরে আমি

বুদ্ধদেব পায়রা ও হাঁস।

ব্যাঙের কেত্তনই শুধু ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে।
এখন আমি শুধু আকাঙ্ক্ষার মতো ক্ষয়ে গিয়ে
ভবিষ্যহীন অন্ধকারে বিবস্ত্র চাঁদের মতো
পাথরের স্তব্ধ নাক্ষত্রিক-সমুদ্রে সাঁতরাই কুহেলিকা!
ব্যাঙের কেত্তনই শুধু প্রত্যাশার মতো হতে পারে।

জীবনকে ঘৃণা করে ও ভালোবাসার চেষ্টা আমার বৃথা হয়
মৃত্যুকে ঘৃণা করেও ভালোবাসার চেষ্টা আমার মিথ্যা হয়
আমাকে জাঁতাকলে কোয়াড্রিল্যাটারাল জীবন ও মৃত্যু ফেলেছে পিষে—
মারিহুয়ানা ··· মারিহুয়ানা···

(কাট্)

শ্বেত হিজড়ে [যেন গর্ভস্থ শিশুর সঙ্গে কথা বলছে]:

খোকা ঘুমো-ঘুমো।
তেঁতুলতলায় ঝরছে শিশির— চাঁদের হলুদ চুমো ॥

ধূসর হিজড়ে [বিকারগ্রস্তের মতো শ্বেত হিজড়ের কাঁধ ঝাঁকিয়ে]:

তোমাকে বলেছি, জন্ম দিওনা আমাকে
অপ্রয়োজনীয় আমি ওরকম হবোনা কখনো বন্দী বীভৎসতায়
জরায়ুর নোংরা স্ফীত অন্ধকারে গুঁড়ো-গুঁড়ো চাঁদ
বসে আছো তুমি মৃত্যু—হলুদ শৃঙ্খল, ভালোবাসা
ভাঙা বোতলের স্তব্ধ অবয়বে মানুষের নশ্বর প্রচ্ছায়া
এবং সভ্যতা যেন জিরাফের সন্ত্রস্ত জিগীষা।

শ্বেত হিজড়ে [তবুও, যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন]:

ঘুমপাড়ানি মাসী-পিসী দুধের বনকাপাসি।
খোকার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতেই দুধের জ্যোৎস্নারাশি ॥

ধূসর হিজড়ে: কিছুই লাগেনা ভালো, সবকিছু এ্যাতো বেশি নিয়মমাফিক
সব হাস্যকর, মিথ্যা, নিরর্থক ধারাবাহিকতা
দুর্গন্ধ কাদায়, লুপ্ত টিনশেডে বেশ্যালয়ে, কয়েদখানায়
দুধের মতন শাদা পাপবৃত্তি আমাদের শুদ্ধ করে যেন
টর্চলাইটের মতো গোয়েন্দা উৎকণ্ঠা এক ত্রস্ত ভৌতকামী
স্খলিত কুকুর হয়ে দৌড়ে গেলো জুনিপার বনে—
বিদেশী চতুর আমি ক্লাউনের মতো হাল্কা গৃহ বেলুনের কাঁপা রঙিন নাস্তিক ওড়াউড়ি

(বনের গভীরে ছিলো টিয়া !) ।

শ্বেত হিজড়ে : বনের মধ্যে টিয়ে।

আকাশজোড়া মেঘগুলো যায় তেঁতুলতলা দিয়ে।

তেঁতুলতলায় জলের শব্দ। জলের নিচে গহিন উরু ; ঘুমন্ত ডালপালা।

চোখে এসো ঘুমের গন্ধ দুধের গন্ধ মেঘের গন্ধ—খোকার ঠোঁটে জ্বালা ॥

ধূসর হিজড়ে : নির্জনতা মানুষের মহত্তম পাপ ও বিস্ময় পবিত্রতা

যেমন কুমারী চায় ব্যক্তিগত নীলপদ্ম চকমকি নুড়ি ও পাথর

যেন প্রেম, গভীর হ্রদের নিচে স্বতোঃপ্রণোদিত প্রবঞ্চণা

পচা উদ্ভিদের গন্ধ —গর্ভের নিষ্ঠুর পরিহাস ঘিনঘিনে

নৈতিক প্রহরী করে রেখেছে আমায় এই ত্রস্ত নিশ্চেতনে।

শ্বেত হিজড়ে : জ্বালা জুড়োয় জ্বালা জুড়োয়—স্বপ্ন-ধোয়া সোনা।

পদ্মফুলের মাথায় দুলছে বিশাল চাঁদের ফণা।

প্রতিভা প্রেম হারিয়ে গেছে হঠাৎ অন্ধকারে।

জঠর থেকে উল্কাপ্রপাত ঠিক্‌রে পড়ে দূরের নীলপাহাড়ে ॥

ধূসর হিজড়ে : পাহাড়ের আঁকাবাঁকা অজানা কুয়াশা-ভরা পথ দিয়ে হবেউঠে যেতে

যেখানে নিশ্চিত মৃত্যু যেন সম্ভাবনার সম্রাট

যেখানে ড্রামের শব্দে মৃত্যু যেন তীব্র অস্বীকার

পিচ্ছিল ভ্রূণের মতো অন্যায়ের মতো মূঢ় গতানুগতিক

তুমি যাও লেলিহান নারকী গহিনে যেন উচ্ছ্রিত দেবদূত

ঘনান্ধকারের মতো প্রবল উজ্জ্বল তুমি স্তব্ধ জুনিপার—

তোমাকে বলেছি, জন্ম দিওনা আমাকে।

শ্বেত হিজড়ে : বৃষ্টি ঝিরিঝিরি।

মেঘের ধূসর খিলানস্তম্ভ—মেঘের ভাঙা সিঁড়ি।

ঝাউগাছালি বকের মতো চঞ্চু বাড়িয়ে।

নিভৃত, স্থির ও নিষ্পলক রইলো দাঁড়িয়ে।

মেঘের ক্ষতে বকের চঞ্চু, ঝাউগাছালির ধ্বনি।

মেঘের সিংহাসনে শস্তের হলুদ কূর্মযোনি ॥

ধূসর হিজড়ে : পৃথিবী, কচ্ছপ যেন, শুয়ে আছে পিঠে গোল বিমূঢ় আকাশ।

ঋতুর সৌগন্ধ ভুলতে মেয়েদের দীর্ঘকাল ভয়ঙ্কর লাগে

(অনেক মৌমাছি যেন্নি নিসর্গের মতো কাঁদে চাঁদের ছোবলে,

প্রত্যেক মন্দির মৃত ঈশ্বরের হাস্যকর বিরহে যেমন কাঁদে নায়িকার
মতো),
সমুদ্রের শব্দ আমি তেমনি শুনেছি টিনফুডের ভেতর—
তুমি যাও ফ্যাক্টরীতে, বিছানায়, হিম ইউরেনাসে, নেপচুনে
সমস্ত ভাষাকে দেখবে আমিষাশী বৃশ্চিকের ধূসর যকৃতে।

শ্বেত হিজড়ে : উলুকেতু ঢুলুকেতু চাঁদের দেশে যাও।
কলার খোড়ে ভাসন্ত দুই উরুসন্ধি খাও॥

ধূসর হিজড়ে : যিশুবিদ্ধ ক্রুশ আর নিটোলিত ভেনাসের উজ্জ্বল সঙ্গম
বেঁচে থাকা
আত্মভুক্ ছিন্নমস্তা এবং মরচে-পড়া পেরেকের গর্হিত সংলাপ
বেঁচে থাকা
নির্ভুল রোবট আর ভ্রষ্ট প্রাকৃতিক ট্যান্টালাসের প্রতীকে কররেখার
চীৎকার
বেঁচে থাকা

গর্ভের বীভৎস গন্ধে বমি আসে, বমি আসে যখন উড়ন্ত এক মাতাল নারীর ব্যর্থ
উরুদ্বয়
একক গীটার থেকে ছেঁকে তোলে গাঢ় প্রতিধ্বনি,
আর অন্ধকারের কুহক থেকে ছিট্‌কে বেরোয় স্পর্শকাতর স্মৃতি,
বমি আসে—যখন লঙ্কার উর্বর ঝাঁঝে পুড়ে যায় ক্রীড়কের ক্ষুধা।

শ্বেত হিজড়ে : উরুসন্ধির বরফ।
চাঁদের শাদা হরফ।
চাঁদের শরীর মিথুনগর্ভে কাঁপছে মেঘের জ্বরে।
সোনা ঝুরঝুর্ বালি ঝুরঝুর্ বৃষ্টি খাঁ-খাঁ করে।
[সে আঁচল দিয়ে চোখ মোছে] খোকা ঘুমো-ঘুমো।
তেঁতুলতলায় বৃষ্টি পড়ে—চাঁদের হলুদ চুমো॥

[দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য।
মঞ্চে কিছু ক্ষণিকের ভঙ্গুর বুদ্বুদ ভেসে আসে]

ধূসর হিজড়ে : গর্ভকোষে শুরু হলো মৃত্যু ও মৃত্যুর দ্বৈত-সঙ্গম, বিভ্রম
ছিলো ভর-তেজ, দ্রুত রূপান্তর—আলোর অমোঘ আবির্ভাব

তারপর কী হলো সেই নাভিপদ্মে, কোম অন্ধকারে
—কেউ তা জানে না।
সবই অলঙ্ঘ্য বিস্মৃতি।

পৃথিবী, যা উল্কাপিণ্ড, অতঃপর হিম শিলাপাত, বৃষ্টিপাত
মুহূর্তে-মুহূর্তে শুধু ভূমিকম্প, পাল্টে যায় মুখের আদল
যে-নারীর ,—তুমি সেই বিহ্বলতার পরিণতি।
গুহামানবের মুখে আবছায়া মশালের লাল আলো, জান্তব চামড়ার গন্ধ, ক্বাথ,
নোংরা যৌনকেশে মরে পড়ে থাকে শুক্রকীট, বিকীর্ণ জঞ্জাল
ভয়ঙ্কর নভোচারী সহসা আগুন ওঠে জ্বলে।
শ্বেত হিজড়ে [চাষী বৌ-সুলভ গেঁয়ো উচ্চারণ ভঙ্গিতে] : মানুষ জন্মে দুঃখু পায়,
যাতনা পায়,- তাতে এমন কী হয়েছে ? ও-তো হবেই, বাবু।
ধূসর হিজড়ে : ভোর হলো। অরণ্যবহ্নির গন্ধে, নৌকোয়, লাঙলে
যেনবা মকরগর্ভে স্বাতীতারা, সুদূর লুব্ধক।
কী উজ্জ্বল সেই দগ্ধ মৌলিক মুখোশ,
অন্ধকার-অবয়বে মানুষের জান্তব সন্ত্রাস,
বাতাস মোচড় মেরে ছেঁকে তোলে কারা যেন ড্রামশব্দ, তীব্র অস্বীকার।

সকালে সূর্যের আলো উদ্ভাসিত করে স্থায় ক্রুশৈতিহাসিক কৃষিজাতকের মুখ।
ওখানে অনেক কুঁড়েঘর, পল্লী, খোঁড়া ক্রীড়াবিদ্।

অসংখ্য বাফুন নাচে ছন্দবিহীন চ্যাংড়া লাফে, যেন মূঢ় অর্থনীতি।
উদ্যত তর্জ্জনী তবু ঘ্যাথায় উদ্ধার, গর্ত, স্যানিটোরিয়াম—
রক্তের প্যাগোডা।
শ্বেত হিজড়ে : শরীল ভালো তো ?
ধূসর হিজড়ে : মহেঞ্জোদারোর ষাঁড় কিংবা মায়াসভ্যতার প্রস্তর-সংহতি
সব যেন ভস্ম-অবশেষ থেকে উঠে এসে হয় বর্ণমালা।
সমস্ত শব্দই আজ হাতের মুঠোয়।

মধ্যরাতে উন্মোচিত যৌথ-অবচেতনা, সংস্কৃতি।

তুমি ছোটো ভারতীয় চিন্তা থেকে চীনে বা মিশরে, গ্রীসে, রোমে—
সবই শুধু মুহ্যমান পায়রা হয়ে উড়ে বসে কাঁচের গেলাসে।

সমস্ত রাত্তির শুধু মড়াকান্না, তান্ত্রিক শ্মশানে।
শেয়ালের খাঁ-খাঁ ডাক, রহস্যখাদক লাল আলো, উপাসনা,
মাতৃকাম, দিব্যযোনি, ভৌতিক মৈথুন চক্রাকারে।

অগণিত ক্রীতদাস রাজপ্রসাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে করজোড়ে
প্রচণ্ড বাদামী সেই চাবুকের হিস্‌হিসে বিদ্যুৎ।
দেয়ালে অসংখ্য উইপোকা।
শ্বেত হিজড়ে: যাঃ, ফাজলামো করেনা!
ধূসর হিজড়ে: প্রকৃতি জননী। শিশুদের ধর্ষকামে মলমূত্রে ইন্দ্রিয় উত্তাল
হে ঈশ্বর, আদিপিতা, হয়তো তোমাকে পাবো অবলুপ্ত যুক্তিতর্কে, নীতিস্ফীত
ভণ্ডের সমাজে
—চমৎকার! এই তো কাঙ্ক্ষিত!

অনেক মনীষী যেন পদ্মপত্রে শিশিরের মতো মিশে গেছে, সার্থকতা
পৌরাণিক লৌহ-গরাদে কাঠিন্যে মাথা ঠোকে সঙ্গীহীন বৃদ্ধ ভাঁড়, শিবলিকা
হাসে তাকে দেখে যেই উড়েছে সন্দিগ্ধ দাঁড়কাক।

সমুদ্রের ঢেউগুলো ছুটে আসে একদল ফেনশীর্ষ শ্বেত-ঘোড়সওয়ার।

ওদিকে শিশুরা নাচে হাতে নিয়ে ভায়োলেট, হলদে ফুল, সবুজ-উৎসব।

প্রকৃতির গর্ভশব্দ এরকম নয়।
এরকম নয় মোব, পোড়া স্মৃতি, নষ্টবীজ ঈশ্বর-ফলক।
যুদ্ধ ও সংঘর্ষে কাঁপে লৌহচক্ষু নিষ্কম্প্র মেঘের
দুর্গের পরিখাগুলো পড়ে গেলে সৈন্যদল ঢোকে ভ্যাপসা বিজয়োল্লাসে—
কুমারী-কোষের আছে নীলফুল, স্বপ্নরাজ্য, সুডৌল শুদ্ধতা।

চার্চে অর্গ্যানের শব্দ; কারা যেন আকাশে ছড়িয়ে দ্যায়

হাহাকার, গম্ভীর প্রার্থনা।
স্বপ্নবলয়ের এই কেন্দ্রবিন্দু মৃত্যুও নশ্বর, আত্মদ্রোহী।
শ্বেত হিজড়ে : এ-কেমনতরো কথাবার্ত্তা হে, অ্যাঁ? তুমি আমায় অবাক কল্লেবাপু।
ধূসর হিজড়ে : মেঘের দুর্গের রেখা কাঁটাতার জড়ানো কৈশোরে
রক্তগোলাপের জন্ম হলো যেন আদিপাপে, বিগ্রহে, মর্মরে
ওড়ে ছাই ধু-ধু মাঠে, শবাগারে, ছুটন্ত পাহাড়ে
খোদলে-খোদলে যার বহুলাঙ্গ অন্ধকার, হাঁ-মুখ নীলিমা
অসংখ্য বাফুন তবু জন্ম দেয় মন্বন্তর, চেঙ্গিস, মড়ক।

স্বচ্ছ ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসে ঝরা পাতা অলস উৎসাহে—আমি তার
নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে-মনে।
কান্না।
অঙ্গারের জলন্ত প্রহর।

তামাটে বসন্ত শুধু ঝরে যায় কোকিলের কেঠো-চীৎকারে।—
কী দরকার ছিলো যাওয়া গণতন্ত্রে, অশ্রু-ব্যবহারে?

ভাসমান বেলুনের প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ কুকুর—
বাস্তবতা? বিবাহবিচ্ছেদ?
স্বপ্ন।
যাব না অতল অস্তাচলে।
শ্বেত হিজড়ে : তোমায় কেমন পিথিমির বুনো দেব্‌তার মতন ত্যাখাচ্ছে। তোমার শরীলটা কেমন বিশ্রী বড়ো হয়ে উঠতে নেগেছে, বাজে-পোড়া গাছের সমান।
ধূসর হিজড়ে : পুতিগন্ধ নরকের নিয়মসঙ্কুল জ্যামিতিতে আছে হারানো ওক্‌গাছ।
এর থেকে বীভৎস চীৎকারে ফেটে পড়ুক পৃথিবী।
সর্বত্র আলিঙ্গ করে দিতে পারে পণিদের বে-আব্রু দালাল।
যাও তুমি কান্দাহারে বা চন্দ্রমল্লিকায় যাও চলে জিব্রাল্টারে
সেখানেও একই কুহেলিকা।

এই সেই আভা, যাতে বাথসেবা স্নান করে আচ্ছন্ন জ্যোৎস্নায়

ভেভিড-পীড়িত সেই উৎক্রান্তি কি অবিস্মরণীয় ?
মারীচ কি মায়ামৃগ হতে চায় সহজ উৎসাহে ?
তারই জন্যে একটি গর্ভাঙ্ক আজ অভিনীত হবে,রক্তপাতে।
শ্বেত হিজড়ে : ভালো করে কথা কওনা। আমায় দেখে ঠাহর কত্তে পাচ্ছো তো ?
তোমায় আমার ভীষণ ভয় কচ্চে।
ধূসর হিজড়ে : প্রত্যহ বালকগুচ্ছ আসে নিয়ে গুল্মের সংবাদ,
আমি প্রতিদানে দিই সন্দিহান নোনৃতা অবিশ্বাস।

গোটানো কার্পেট যেন খুলে দিলো ক্রমে কালো রাত্রির আকাশ,
বাঁশির উত্তুঙ্গ সোপ্রানোর স্বর বিঁধে ফ্যালে স্তনচূড়া, আর্দ্র-উৎসমুখ—
এবং দু-ঠোঁট ফাঁক করতে-না-করতেই শোনা গেলো স্বপ্নে স্টিমারের জাহাজের ভোঁ।
শ্বেত হিজড়ে : আমার মাথাটাও কেমন ভোঁ-ভোঁ কাত্ত নেগেছে। আমারই পেটের থেকে আবার আমি নতুন করে জন্ম নেবো গো, এক্কেবারে নতুন করে। তোমায় পেন্নাম কচ্ছি বাবু। —পিথিমিটা কী সুন্দর।
ধূসর হিজড়ে : মাছির মতন সূর্য উড়ে-উড়ে বসে নরপৃথিবীর নিসর্গ-ভাগাড়ে!
হ্যাঁ, এই-ই সে পৃথিবী যাকে মনে পড়ে, শুধু মনে পড়ে।
ওখানে যাবনা।
রক্তকিংশুকের এই নারকী তীব্রতা ভালো নয়।

ভোগ করো। মজা পাও
অপ্সরার গাঢ় স্তনে চুমু খাও শব্দব্রহ্মে পৌঁছোনোর আগে
কুকুর যেমন করে লম্পটের পদশব্দে অবিলম্বে প্রভুভক্ত হয়
সেরকম ফিরে তাকিওনা। খুশি হবে
নখে বা মাংসল ব্যভিচারে, ভালোবাসা।
কী হবে ভ্রমণ করে দৈবজ্ঞাণী নিরভিসন্ধিতে ?

মরত্ব। প্রবল ধুলো। পচা শস্য, ঈশ্বরের স্মৃতি।
সমস্ত নশ্বর।
শ্বেত হিজড়ে : তোমায় কেমন পিথিমির বুনো দেব্‌তার সমান দ্যাখাচ্ছে। অন্ধ হয়ে যাও নিত্তো তুমি, অ্যাঁ ?

ধূসর হিজড়ে : ব্রহ্মতত্ত্ব স্তন নয়, যে কচ্লাবো বিপুল উদ্যমে।
যেখানে যাবার যাও—দুস্তর অস্থির
এই সেই বেলাভূমি পরিপূর্ণ যেখানে শূন্যতা
ইহা পূর্ণ, উহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে উদগত পূর্ণের সমারোহ।
ওঁ শান্তি। শব্দব্রহ্ম। বর্ণাঢ্য স্তব্ধতা।

আমি সেই জল, যার শরীরে মসৃণ ছিলো মখমলের কালো
যা নক্ষত্র-জন্মের ইতিকথা। অন্ধকার।

কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়া গাছের মাথায় সেই বিখ্যাত সহজ যৌথ-রোদ
দুরান্তে অমরাবতী। প্রক্ষেপণ। অলীক উদ্ধার।

কোথাও অমরাবতী নেই। আছে ঘনিষ্ঠ পুন্নাম।
আমার সমস্ত স্বপ্ন তামাশাবিলাসী হবে নাকি?
হায় পণ্যপৌত্তলিক। ফুঃ —
শ্বেত হিজড়ে : আমি নীল ছেলে বিয়োব, দেখো ঠিক। আমার অষ্টম গর্ভের
সন্তান। ঠিক জন্মাবে।
ধূসর হিজড়ে : সহোদরা-ধর্ষণ করে এতকাল আমরা বেঁচেছি শব্দহীন
মেশিনের শব্দে শব্দে মৃগতৃষ্ণিকার শব্দে মেশিনের দ্যুতি
ফুটপাতে বা হাসপাতালে সমুদ্রের প্রস্তর-নক্ষত্র উতরোল।
রক্তকিংশুকের এই নারকী তীব্রতা ভালো নয়।

এর থেকে বীভৎস চীৎকারে ফেটে পড়ুক পৃথিবী
এর থেকে বীভৎস চীৎকারে ফেটে পড়ুক পৃথিবী
এর থেকে বীভৎস চীৎকারে ফেটে পড়ুক পৃথিবী
হ্যাঁ, এই-ই সে পৃথিবী যাকে মনে পড়ে—শুধু মনে পড়ে।
শ্বেত হিজড়ে : জ্বরের ঘোরে ভুল বকতিছো নাকি? —তা হয়না। এ বাচ্চাকে
আমি পিথিমির আলো দ্যাখাবই দ্যাখাব। এয়েছে যখন,
তা তুমি যতই কও জীবনে সে অনেক দুঃখু পাবে জন্মে, তবু সে
আসবেই। তুমি বরং ফিরে যাও বাবু,, তুমি ফিরে যাও।

[ক্যাক্টাসের ঝড়। হাওয়ার সাঁ-সাঁ শব্দ, বজ্রপাতের শব্দ, এরোপ্লেনের তুমুল চীৎকার। কুকুরের ডাক।]

ধূসর হিজড়ে : ফুলে-ফুঁশে উঠছে ক্রোধে সমুদ্রের উদ্ধত কুহেলি
অসংখ্য মোষের শিং—ঢেউয়ের বিহ্বল ওঠাপড়া
নির্বাসিত আমি সেই সহজ পাতালে, সেই জলজ গভীরে ; মৃত্যু।
মৃত্যু, তোমার ভক্ষ্য শুধু ঝকমকে উজ্জ্বল জুনিপোকা
জুনিপার-বনের ব্যাপ্ত কঠিন স্তব্ধতা—
স্বপ্ন যেন্নি নিদ্রিতের নিঃসঙ্গ বিকার।

গুমৃরে-গুমৃরে ওঠে পাহাড়, ছেঁড়া মেঘের নাস্তিকারী বিলুপ্ত আক্রোশ—
আমি বজ্জাত বিদ্রোহী, বিকারগ্রস্তের মতো হেগে-মুতে
মৃত্যুর শয্যায় শুয়ে অবিরত মৃত্যুকেই অস্বীকার করি
পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো তবু এই—শুধু এই
শূন্যস্রাবী জ্বালাময় ভ্রষ্ট বেঁচে থাকা—
অন্ধনিয়তির অক্ষিগোলকের মতো বীভৎস ফ্যাকাশে।

মৃত্যু এক চুক্তিকলা, ব্যাজস্তুতি, নিরভিসন্ধির পরিহাস।
সাপের মেধাবী ফণা, ছোবল, রক্তপাত, মর্ষকামী স্খলিত অন্যায় নই আমি
আমি নই লিপস্টিক, জন্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যাধি, ঈশ্বরের মতো নপুংসক—
আমি আনন্দের বিনিময়ে মৃত্যুকেও হিপ্নোটাইজ করে দিতে পারি।

হুররে আমি ট্রেনের শব্দ, ঝটাংঝট্ শান্টিং
আমি হেকুম-হাবফ-গ্রিম, (আমরা যারা
সঙ্গমের থেকে আত্মমৈথুন পছন্দ করি বেশি),
আমি হাকিম-হুরার-হোকাস-পোকাস মন্ত্রের মতো নভোভুক্—
ঈশ্বরের পৃথিবী বাঁধে ধ্বস্ত পায়ে ভালোবাসার শিকল
ইস্পাতের চাঁদ ! তুমি ষাঁড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছো অন্ধকারে একা
চাঁদের চেয়ে স্তব্ধ শ্বেত প্রিয় কী আর বেশি ?
স্তব্ধতা হে নীলাভ আর্দ্র, তুমি আমার রুমাল ! আমার রুমাল !

দীর্ঘকাল—অতি দীর্ঘকাল আমায় বন্দী করেছে অবয়বহীন ক্লস্ট্রোফোবিয়া

(মৃত্যু যেমন নিরবয়ব শূন্যতা)
আমি ছুটে বেরাই গম্বুজের থেকে নক্ষত্রের থেকে প্লাসেন্টায়,
(মৃত্যু এক প্রগাঢ় হিম নিম্ফোমেনিয়াক)
ও কাঁচের মতো স্বচ্ছ পাথরের নৈশ-পিতা, হে স্তব্ধতার শ্বেত-ঘোড়সওয়ার,
আমাদের চাবুক মারো, চাবুক মারো, চাবুক মারো—
আমি জর্জরিত আর্কিটাইপ আত্ম-নিপীড়নে।
শ্বেত হিজড়ে : খোকা ঘুমো-ঘুমো।
তেঁতুলতলায় ঝরছে শিশির—চাঁদের হলুদ চুমো॥
ধূসর হিজড়ে : ওখানে মরত্বের গন্ধ—ভালোবাসা অনেক পেলাম
হাস্যকর—দৌড়োও। দৌড়োও হে বিবিধ
তুমি শুধু ডুবে মরো পুঁজে, রক্তে, মলমূত্রে, পৌত্তলিক শ্রমে—
নশ্বরতা।

সবুজ চাঁদ চুমু খেলো অন্ধকার জলের স্ফীতগর্ভে, নরম প্রচ্ছায়া
যেন এই স্বপ্নবলয়ের মতো মৃৎপিণ্ডে, হৃৎপিণ্ডময়।
মৃত্যুবমনে—বস্তু ও শক্তির মধ্যে প্রাজ্ঞ রূপান্তরে
প্রক্ষেপণ, ঋতু, লিঙ্গ, জলজ উদ্ভিদ—নীল প্রসর্পিত বিষ
একপেয়ালা বিষ : একপেয়ালা আকাশ,

আর আমার শারীরিক জন্ম হলো মৃত্যু ও মৃত্যুর দ্বৈত-সঙ্গমে, অতলে।
[ক্যাক্টাসের ঝড়।]

৫

[নীল-নীল প্রস্তরঢেউয়ের উপর ভাসমান এক মহানগরী : সোনালি অর্ণবপোত। সেখানে আছে অসংখ্য উজ্জ্বল স্কাইস্ক্রেপার, গহন অরণ্য, যাদের মাথা থেকে সংখ্যাতীত ডালপালা বেরিয়ে সেই সোনালি জাহাজটাকে ঢেকে রেখেছে একটা ছাতার মতো। ডালপালার ফাঁকে-ফাঁকে, ছাখা যায়, ফুটে আছে নানাবর্ণ নক্ষত্রকুসুম। মাস্তুলের শীর্ষে ভাসছে বহুবর্ণ বর্তুল বেলুন।

মঞ্চের বাঁ-পাশে কয়েকটা ছেঁড়া কাপড়জামা শুকোতে দেওয়া হয়েছে। সবুজ এবং হলুদ হিজড়ে মাকড়শার জাল ছুঁড়ছে জলতলে, মাছ ধরবার জন্য।

মঞ্চের ডানদিকে নানারূপ রান্নার সরঞ্জাম (যেমন উনুন, বঁটি, শিলনোড়া ইত্যাদি) এবং টেলিস্কোপ। সেখানে গোলাপী এবং কমলা হিজড়ে রন্ধনকার্যে নিমগ্ন।

ধূসর হিজড়ে একটা কুঠার-সহযোগে মাস্তুলের শিকড়ে আঘাত করছে অবিরত। তার নিকটে বসে ইনডিগো হিজড়ে করাত ও র‍্যাদার সাহায্যে ছুতোরের কাজ করছে।

প্রজাপতির মতো অপরূপ পাখ্‌নাওয়ালা কালো হিজড়ে মঞ্চের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ওড়াউড়ি করছে, কখনো গিয়ে বসছে মাস্তুলের চূড়ায়—স্ফীতগর্ভা ৫ বলুনের ভাসন্ত আসনে।

স্টেজের ঠিক মধ্যিখানে একটা রবারের চৌবাচ্চা। তার ভেতরে ছিপ ফেলে (মাথায় ফেল্টের টুপি) বসে আছে বাদামী হিজড়ে; চুপচাপ, গম্ভীর। বসে আছে তো বসেই আছে, কোনো সাড়াশব্দ নেই। নড়নচড়ন নেই। তার পায়ের কাছে ঘাস ও রেললাইনের উপর বসে স্কার্লেট হিজড়ে, সে এখন অন্ধ, একজোড়া গামবুট পালিশ করছে।

সমুদ্রের স্বর।]

গোলাপী হিজড়ে : আগামেম্ননের সোনালি জাহাজ সিংহের হুঙ্কারের মতো বয়ে যেতে থাকে স্বপ্নস্রোতে।

কালো হিজড়ে : ২৫শে জুন

স্কার্লেট হিজড়ে [বাদামী হিজড়ের প্রতি] : কি হে অনন্ত রায়, কিছু মাছ-টাছ উঠলো?

বাদামী হিজড়ে [ঈষৎ ক্ষুব্ধ] : দেখতে পাচ্ছো না উল্লুক, এটা রবারের চৌবাচ্চা ?
—crazy ! [বজ্রপাত ।]
হলুদ হিজড়ে : বাণিজ্যিক মেঘের নোঙর পড়ে চাঁদের বন্দরে।
মরত্ব। প্রবল ধুলো। পচা শস্য, ঈশ্বরের স্মৃতি—
(তারই জন্য একটি গর্ভাঙ্ক আজ অভিনীত হবে, রক্তপাতে।)
সবুজ হিজড়ে : মোটরগাড়ির শব্দে বেজে উঠলো একতাল গাছের ট্রামপেট।
ওখানে অনেক কুঁড়েঘর, পল্লী, খোঁড়া ক্রীড়াবিদ্।
ইনডিগো হিজড়ে : কার্পেটের উপর বসে-বসে কী করছো তুমি, স্কার্লেট হিজড়ে ?
স্কার্লেট হিজড়ে : মাখন দিয়ে গামবুট পালিশ করছি।
কালো হিজড়ে [মাস্তুলের শীর্ষে বসে] : পৃথিবীতে কোথাও এখন কণামাত্র দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই, অনাহার নেই !
হলুদ হিজড়ে : নৌবিজ্ঞানের ঝলক।
বাদামী হিজড়ে : অন্ধ কি না।
স্কার্লেট হিজড়ে : আর, তুমি ? তুমি কী করছো, ইনডিগো হিজড়ে ?
ইনডিগো হিজড়ে : আমি · [স্তব্ধতা] ক্রুশকাঠ প্রস্তুত করছি।
ধূসর হিজড়ে : মাছির মতন সূর্য উড়ে-উড়ে বসে নবপৃথিবীর নিসর্গ-ভাগাড়ে।
হলুদ হিজড়ে : বাণিজ্যিক মেঘের নোঙর পড়ে চাঁদের বন্দরে !
কালো হিজড়ে [চকিতে আতঙ্কিত] : সাপ ! সাপ !
[ভীতসন্ত্রস্ত, সবাই এদিক-ওদিক তাকায়।]
স্কার্লেট হিজড়ে [অল্প হেসে] : না, সাপ নয়। এগুলো রেললাইন।
বাদামী হিজড়ে : অন্ধ কি না।
ধূসর হিজড়ে : দিগন্তে মেঘের অশ্ব, সূর্য যেন তারই হ্রেষাধ্বনি।
হলুদ হিজড়ে [সহসা বিকট স্ফূর্তিতে] :
ছিদ্রময় হে আকাশ তোমার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ক্লীবান্ধকার
(মৃত্যু, তুমি নাবিক, তোমার দহনদৃশ্য—রক্তগোলাপ)
মাতাল-আকাশ শব্দমূর্তি উপজীবি যে-স্তব্ধতার
বিশুদ্ধতার আজ্ঞাবাহী ঈশ্বরেরই মতন প্রলাপ
অন্ধকারের দেহজ প্রেমে প্রজ্ঞাপারমিতার আহার
অহিংসা ও লোকৈষণা বেঁচে থাকার স্রস্ত জোলাপ !
ইনডিগো হিজড়ে [কাঠ-চেরাই করতে করতে] : হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছি

যে, এরিক ফন দানিকেন কলকাতায় এসেছেন এবং বলেছেন যে ধর্মবিশ্বাসে তিনি আসলে হিন্দু !

বাদামী হিজড়ে : সত্যিই পেট্রোডলারের যা অবস্থা।

ধূসর হিজড়ে : ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা।

[মোটরের হর্ণ।]

সবুজ হিজড়ে : মূলত নৌকা-বাওয়া একান্তই উজ্জ্বল নির্ভীক
ঢেউয়ের ভেতরে ঢেউ ভাঁজে-ভাঁজে মৎস্য-অন্বেষণ
যে-টুকু আনন্দ ওঠে জালে, তা-ও রূপোলি ক্ষণিক
কুমীরের দাঁতে সূর্য জলে ক্লিন্ন কুষ্ঠের মতন !

কমলা হিজড়ে : ক্যামেরা-সংগীত !

স্কার্লেট হিজড়ে : অন্ধকার শর্বরী ও সমুদ্রের নীলশব্দ—স্পৃহা, লিঙ্গ, অঙ্গার, ঈশ্বর। আমার স্বপ্ন।

ইনডিগো হিজড়ে : তোকে আমি আমার জননেন্দ্রিয়ের মতন ঘেন্না করি।

কমলা হিজড়ে [টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখতে-দেখতে] : কলয়ডাল দ্রবণ—অ্যামিনো-অ্যাসিড — প্রোটিন-সংশ্লেষ—স্পঞ্জ—জেলিফিশ —পোকামাকড়—কাঁকড়াবিছে—তিমিমাছ !

বাদামী হিজড়ে [যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন বা বিকারগ্রস্ত] : ক্লোরোফিল—লতাতন্তু—শ্যাওলা ও শর্করা—কৃমি—প্রবালের ওষ্ঠের সংকেত—ডিম—টিয়াপাখির দাঁত !

[উনুনের ধোঁয়া।]

ধূসর হিজড়ে : উফ্, একী অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসেছে। কিচ্ছু ভালো লাগেনা আমার, কোনো কাজে মন লাগেনা। আমাকে আচ্ছন্ন রাখে বিতৃষ্ণার ঊর্ণাজাল—পারি না মনোযোগ দিতে বস্ত্রের স্থাপত্যশিল্পে, ভাস্কর্যের স্তব্ধ ও শিলীভূত সংগীতে, জ্বলন্ত সংবাদপত্রে।...এই পৌত্তলিক ক্লীব-শরীরের প্রতিও নয়।

ইনডিগো হিজড়ে : ফুঃ ! পুতুলের আবার শরীর।

ধূসর হিজড়ে : হে পদার্থবিদ্যার আঁশগন্ধ, হে দর্শনশাস্ত্রের বারান্দা, হে কৌম-সমাজের চিন্তাপ্রণালী—ভাখো, ঈশ্বরের এই পৃথিবীর কোনো নিয়মই আমি মানছি না, মানবো না, মানতে চাই না। (সমস্ত-রকম নিয়মেই আমার বিতৃষ্ণা)। কেন মানবো—অন্যের নিয়ম ?

আমি স্বয়ং ঈশ্বর হতে চাই। আমি চাই লিঙ্গ দিয়ে আহার করতে, সৌরকক্ষে দাঁত বসাতে, পাকস্থলীতে চোখ ফোটাতে, উদোম নৃত্য, উদোম নৃত্য, যেমন খুশি জন্ম দেবো, চাবুক মারবো, উড়ে বেড়াব ঘূর্ণিহাওয়ায় অবিক্ষত।

স্কার্লেট হিজড়ে : সবাইকে ভালোবাসতে হবে, সবকিছুকে শ্রদ্ধা করতে হবে,— নতুন পৃথিবী, নতুন সংসার, নতুন জন্ম। (বৃষ্টির নৈঃশব্দ্য।)

সবুজ হিজড়ে : ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। (সংসারটা যেন এক মস্তো জাল, ঈশ্বর যাকে কেবল ছুঁড়ছেন আর তুলছেন জল থেকে।)

হলুদ হিজড়ে : গোলাপের মসৃণ সমুদ্রে ছুঁড়েছি আমি অস্তিত্বের জলন্ত পাথর। বস্তুস্রোতে ছুঁড়ে মারি মাকড়শার জাল —

ধূসর হিজড়ে : এখন আমার চেতনায় দ্রাক্ষালতা, অশ্বক্ষুরের বলিষ্ঠ রোমাঞ্চ, সর্পবিষ, পিকাসোর চিত্রকল্পের ছত্রভঙ্গ রেখা, স্তব্ধতার ভাষা। মাতালের গাঢ় বাদামী কণ্ঠস্বর।

ইনডিগো হিজড়ে : পচনশীল শব্দরাশির যৌনগন্ধী রঙিন নির্মমতা আমাকে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে আমার দূষিত রক্তকে।

গোলাপী হিজড়ে : সিংহের সোনালি হুঙ্কার।

সবুজ হিজড়ে : আর, আমার ক্রোমোসোমের অভ্যন্তরে ঝিঁঝিঁপোকার অক্লান্ত কম্পন, যেমন ভোরের বেলা স্বচ্ছ শিশির কাঁপে দেবদারুগাছের ঘন সবুজ ডালের পাতায়-পাতায়।

বাদামী হিজড়ে : ইয়া আল্লা, নামানো আকাশের তলে কী দীনা এই পৃথিবী।

গোলাপী হিজড়ে : মানুষের বেঁচে থাকা ধূম্রবলয়ে-ঢাকা হরিণের চোখ।

হলুদ হিজড়ে : অন্ধকার আবরণ খুলে দাও ঋতুপর্ণ, হে সবিতা, হিরণ্যজিহ্বার পানশালা—

কমলা হিজড়ে : সূর্য।

বাদামী হিজড়ে : আমার যকৃত আজ টুপির মতন ওল্টানো নিসর্গের লৌকিক বারান্দায়।

স্কার্লেট হিজড়ে : (যখন জলন্ত জেব্রার মতো সভ্যতা ভয়াল হয়ে ওঠে।)

ইনডিগো হিজড়ে : ব্রহ্ম রৌদ্রব্লেড দিয়ে ছেঁটে ফেলছে চাঁদের অঙ্গুষ্ঠ।

[দূরাগত সিংহের হুঙ্কার।]

বাদামী হিজড়ে : পুরনো পৃথিবী পচে গেছে, পুরনো সমাজ পচে গেছে, পুরনো ঈশ্বর পচে গেছে ;—কুৎসিত দুর্গন্ধ! পুরনো শব্দসমূহ এখন আর কিছুই বলেনা, কেবল শব্দের সংসর্গ থেকে জেগে ওঠে যৌনগন্ধী অনুষঙ্গ, ব্যক্তিগত স্মৃতি।

গোলাপী হিজড়ে : স্বপ্ন ; মায়াবলোকন ; র‍্যাবো ; কস্তুরীর বিষ !

ইনডিগো হিজড়ে : মাংস, মাংস, মাংস।

হলুদ হিজড়ে :

ক্রমাগত প্রহেলিকা, মাংস, প্রহসন থেকে মানুষেরা যা পায় তা উগ্র মৃত্যুশোকে পরিমিতি। অগ্রগতি—একপ্রকার ছুঁচলো মানুষ।

যোনি—দ্বিধা, র‍্যাবো। কুষ্ঠ- বন্দুক বা মণীষার মতো বীভৎসতা ও বেহুঁশ।

নাটৎশের অট্টহাসি—পাগলাঘন্টি। যা কিছু কোমল, নম্র, সুগন্ধি তা আঁকে

ভ্রূণপিশাচীর চোখে

নিটোলিত, দংশনব্যতীত? প্রেম—আত্ম-প্রবঞ্চনা। একাকীত্ব—

অলভ্য ন্যা·গামি। ট্রেণ—অন্নপাক অলৌকিক ছুটন্ত মৃত্যুর ধূম্রস্মৃতি।

ব্রহ্মা মানে বিন্দুবীজ, উৎসারিত শ্বেতপদ্মে, বিকশিত রক্তপদ্মে ও নীলপদ্মে লীন,

—বৃত্ত

অনন্ত রায়ের অর্থ এলোমেলো মূঢ় দিশেহারা অসংগতি।

ইনডিগো হিজড়ে :

জন্মলাভ মানেই ব্যর্থতা, পাপ, অমরত্ব, ঘৃণা, বহ্নিজ্বালা।

জেব্রা মানে সঙ্গীবিহীনতা। মেঘ, দুরত্ব—বর্ষার অন্যনাম, বন্দীশালা।

মেয়েমানুষের সঙ্গে সঙ্গম ও হাস্য-পরিহাস বিনা কিছুই করার নেই। পূণ্য -

কাগজের মতো এক শাদাটে বিস্মৃতি। সভ্যতা মানেই রক্তশূন্য

ঈশ্বরীয় বাস্তবতা—জিরাফ। চাবুক—কামাচ্ছন্ন শবোত্থান। অন্ধকার—

রমণীর আকাশকাঙ্ক্ষার এলোচুল। শুধুমাত্র সত্তা—আবিষ্কার!

স্কার্লেট হিজড়ে :

মাৎস্যন্যায় এবম্বিধ স্বপ্নপ্রাপ্য কবিতা—একমাত্র হাসপাতাল কস্মিক-পৃথিবীর।

মৃত্যু—অন্নসাক্ষ্য সংজ্ঞা মাতৃনীল ক্লীব অন্ধকার। শূন্য, সমাপ্তি, কোমল জননীর॥

[চাবুকের শব্দ।]

ধূসড় হিজড়ে : কিন্তু, সত্যি বলতে কি, আমি মরতেও ভয়পাই। ওই চেঁদো ক্লীবত্ব যেন আমায় চাবুক মারছে অহর্নিশ! মাঝে-মধ্যে তাই

আমার এমন রাগ হয় যে কি বলবো—সবকিছু দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙেচুরে ফেলে—শালা—কি যে হয়—সবকিছুর উপর রাগ হয় —নিজের উপর সবথেকে বেশি! নিজের উপর রাগ ধরে, কারণ, কেন এ্যাতো বেশিসময় বাঁচিয়ে রেখেছি নিজেকে—কেন আগেই আত্মহত্যা করিনি। (যেহেতু, জন্ম হয়নি আমার নিজের ইচ্ছায়, ক্লীবসমাজে থাকতে হলে নিজের ইচ্ছায় বাঁচতেও পারবো না;—কিন্তু মৃত্যু?…স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে, অন্তত এই একটিমাত্র ব্যাপারে, আমি ঈশ্বরকে এখনো অস্বীকার করতে পারি। এখনো। অন্তত এই ব্যাপারে।)

সবুজ হিজড়ে: হে পদার্থবিদ্যার আঁশগন্ধ, হে দর্শনশাস্ত্রের বারান্দা, হে কৌম-সমাজের চিন্তাপ্রণালী—আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।

বাদামী হিজড়ে: কিন্তু, আগেই যদি আত্মহত্যা করতে পারতে, তবে এখন পারবে না কেন?

সবুজ হিজড়ে: সারারাত গভীর অরণ্যে শুধু কাঠ-কাটার শব্দ।

ইনডিগো হিজড়ে: আসলে কি জানো, একটা ভয়; মৃত্যুকে। এবং একটা ভালোবাসা; আমার এই শরীরসর্বস্ব সমস্ত জীবনের প্রতি! (অবশ্য, এর উল্টোটাও সত্যি,—আমার জীবনকে ভয় এবং মৃত্যুর প্রতি ভালোবাসা)—

বাদামী হিজড়ে: কেন? ভয় কেন?

ধূসর হিজড়ে: উম্‌মম্‌ তার কারণ, নিশ্চয়ই তুমিও বোঝো, যে, মৃত্যু হচ্ছে ভীষণ অজানা, একটা absolute nothingness, যেখানে গেলে এই পরিচিত পৃথিবীতে আর ফিরে আসতে পারবো না, পরিচিত মানুষ ও দর্শকসাধারণের কাছে, প্রেক্ষাকাশে, [সে দর্শকদের ছাখায়]—ওঁরা কে আমার সম্বন্ধে কী ভাবছেন, কী বলছেন, ভালোবাসছেন না ঘৃণা করছেন,—আমি সেসব কিছুই জানতে পারবো না।…এই যে আমি এ্যাতোক্ষণ ধরে ওঁদের খুশি করবার জন্যে পুতুলনাচ ছাখাচ্ছি এবং নাচতে-নাচতে, মুহূর্তের পর মুহূর্ত, নিজেকে আরো বেশি করে ভালোবেসে ফেলছি ক্রমাগত… আর, এই নিজেকে ভালোবাসার জন্যেই আমি আর স্বেচ্ছায়

মরতে পারছি না। I am in chains. নিজেকে এ্যাতো বেশি ভালো-না-বাসলেই ভালো হতো, but, now I am helpless.

কালো হিজড়ে : ২৫শে জুন, ১৯৭৫।

বাদামী হিজড়ে : আমার অবশ্য বেঁচে থাকতে কোনো কষ্টই হয়না। কিছুই আমাকে আহত করে না, কিছুই আমাকে উৎসাহিত করেনা—সব বিস্ময়রাজি ডুবে গেছে! (উরুসন্ধির বরফ)। আমার কোনো বাসনা নেই, প্রত্যাশা নেই, উদগ্র স্পৃহা নেই, ভালোবাসা নেই, ঘৃণা নেই, বিস্ময় বা শ্রদ্ধা নেই, লিপ্তি কিম্বা লিপ্সা নেই—রক্তমাংস নেই!

ইনডিগো হিজড়ে : পুতুল কিনা!

বাদামী হিজড়ে : আমার কেবল হাসি পায়। সবকিছুকেই আমি খুব স্বচ্ছ স্বাভাবিক ভেবে তাচ্ছিল্য করে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি। কিছুই আমার কাছে অপ্রত্যাশিত বা নতুন নয়।

ইনডিগো হিজড়ে : দৈবজ্ঞানী কিনা!

বাদামী হিজড়ে : মানুষের দুঃখকষ্টের কথা ভেবে যারা হা-হুতাশ করে, তাদের ছিঁচকাঁদুনে-পনা দেখে আমার হাসি পায়—

কমলা হিজড়ে : এবং আমার কান্না পায় তাদের দেখে যারা মানুষের দুঃখকষ্টের কথা ভেবে হাসে!

বাদামী হিজড়ে : (জগতে ক্যাব্‌লা হওয়া বড়োই কঠিন!)…

ধূসর হিজড়ে : আর মৃত্যুর কথা মনে পড়লে আমাদের সামান্য ভঙ্গুর এই অস্তিত্বটা কী নিষ্ফল, নিরর্থক হয়ে পড়ে! আমাদের এই কথা বলা, চীৎকার করা, হাত-পা ছোঁড়া, লাফানো, গান গাওয়া, ভেসে যাওয়া, সমবেত কণ্ঠে হাসা কিম্বা একক কান্না, মুহ্যমান ক্রোধ—সব কেমন শিশুসুলভ ও হাস্যকর মনে হয়!

স্কার্লেট হিজড়ে : হায়, কামের পুতুল! কী আক্রোশে ছোব্‌লাচ্ছো মৃত্তিকা?

ধূসর হিজড়ে : কী অসহ্য সেই অজ্ঞাত কালো দস্তানা, সেই বিশাল হাঁ-মুখ—যেখান থেকে কেউ আর ফেরেনা।

ইনডিগো হিজড়ে : সব হাস্যকর, মিথ্যা, নিরর্থক ধারাবাহিকতা।

সবুজ হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো] : অন্ধকারে সব মুছে যাবে। কিছুই আর দেখতে পাবো না, শুনতে পাবোনা, বুঝতে পারবো না, ছুঁতে

পারবো না। দেখতে পাবোনা জলন্ত সব প্রজাপতিদের রং-বেরঙের পাখ্‌না; শুনতে পাবো না নবজাতকের কান্না, জল-প্রপাতের কণ্ঠ, নীলসমুদ্রের বজ্রফেণার নৈঃশব্দ্য; ছুঁতে পারবো না গর্ভের পদ্মের প্রহেলিকা, পদ্মকোরকের কেকাধ্বনি। যা কিছু আমার আসক্তি, আমার স্পৃহা, আমার বিস্ময়, আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা—সব অন্ধকারে ঢেকে যাবে।

ধূসর হিজড়ে: তবে কেন এই অঙ্গুলির ব্যূহ? কেন অস্ত্রের সশ্রম বহ্নিজ্বালা?

ইনডিগো হিজড়ে: উরুসন্ধির বরফ।

সবুজ হিজড়ে: শুধু এক প্রকাণ্ড বোবা অন্ধকার আমাকে গ্রাস করবে ক্রমে—যেখানে কিছুই আর থাকবে না, না প্রেম, না ঘৃণা, না বিস্ময়, না ঋষিদৃষ্ট বর্ণমালা—সব মুছে যাবে—এমনকি অন্ধকার-সম্পর্কিত এই চেতনাটুকু পর্যন্ত!

গোলাপী হিজড়ে: যা হারিয়ে যায়, তাই আগ্‌লে বসে রইবো কতো আর?

কমলা হিজড়ে: রাখতে যা চাই, রয়না তা-ও, ধূলায় একাকার॥

হলুদ হিজড়ে: হায়, জীবন এ্যাতো অনিশ্চিত ক্ষণস্থায়ী কেন?

গোলাপী হিজড়ে: স্তব্ধতার ভাষা।

কালো হিজড়ে: আমার করতল থেকে জন্ম নিয়ে প্রজাপতি এবং ছাই
সেই বিশাল হাঁ-মুখে, অজানার গর্তে, লুকিয়ে যায়
অন্ধকারে—স্তব্ধতার অবয়বে।

[গম্ভীর রামশিঙার দীর্ঘশব্দ।]

সবুজ হিজড়ে: মৃত্যুর শিঙার শব্দে—জলে ওঠে মাংসল প্রয়াণে
হরিণাবয়ব দূর নক্ষত্রের শর্বরীকুহক।

গোলাপী হিজড়ে: উদ্ভিদের বিষ!

বাদামী হিজড়ে: প্রত্যেক অভিনেতাই তার মৃত্যু এবং প্রস্থানের মুহূর্তটিকে অপছন্দ করে সবথেকে বেশি!

ধূসর হিজড়ে [একটু চিন্তা করে]: না, তা ঠিক নয়। বোধহয় ভুল বললাম।
—জীবনকে আমি ভালোবাসতে পারি না।

ইনডিগো হিজড়ে: নিজেকে আমি জানতে চাই না, চিনতে চাই না, বুঝতে চাই না। (সত্য যে বড়ো কঠোর, নিষ্ঠুর, অসহণীয়)। তাই, হাসি-তামাশা করে নিজেকে ঢেকে রাখতে চাই—

ধূসর হিজড়ে : বেঁচে থাকা মানেই এ্যাতো যন্ত্রণা, এ্যাতো জ্বালা, এ্যাতো নিষ্ফলতা, এ্যাতো পরনির্ভরতা, সর্বোপরি এ্যাতো প্রচণ্ড টেনশান্ যে আমি সহ্য করতে পারি না, সহ্য করতে পারি না, সহ্য করতে পারি না।—কেন করবো বলুন তো? · করতাম, যদি চিরকাল বেঁচে থাকা যেতো। কিন্তু, তা' তো হবার নয়! এ্যাতো অল্পক্ষণ, মানে ব্রহ্মাণ্ডের স্থায়ীত্বের তুলনায় এ্যাতো অল্পক্ষণ বেঁচে থেকে,—প্রায় ক্ষণেকের জন্য পৃথিবীর প্রেক্ষাগৃহে এসে—এ্যাতো কষ্ট পেতে যাবো কেন? আমি তো ঈশ্বর বা পুনর্জন্ম কোনোটাতেই বিশ্বাস করি না! তবে এ্যাতো অনিশ্চয়, আকস্মিক, insecured life lead করবার মানে কি? What's the utility, I ask you all, What's the utility—tell me!

স্কার্লেট হিজড়ে [জুতো পালিশ করতে-করতে] : উম্ম্ম্ আমার মনে হয়, ওভাবে চিন্তা করলে বাঁচা যায় না। তোমার দৃষ্টিভঙ্গীটা একটু বদ্‌লানো উচিত!

ইনডিগো হিজড়ে : সবকিছু মুছে যায় বদ্‌লে গিয়ে—সবই বদ্‌লে যায়।

ধূসর হিজড়ে : বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। (মৃত্যু বা জীবন আমার কাছে সমার্থক)। I only want to know the essential meaning of our loathe-some existence!

কমলা হিজড়ে : কিন্তু, সেটা জানতে হলেও তো তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে!

ধূসর হিজড়ে : তা ঠিক। এবং সেইজন্যেই তো বেঁচে আছি।

[উনুনের ধোঁয়া।]

বাদামী হিজড়ে : যেমন পাগল একটি হেঁটে গেল ছেঁড়াখোঁড়া নোংরা বদভ্যাসে ও তাকে উজ্জ্বল পার্কে অমুর্বর বালকেরা ক্রমাগত চেঁচিয়ে ক্ষ্যাপায় তেমনি নিজেকে নিয়ে হাসাহাসি করে বেঁচে আছি নিরন্তর।

হলুদ হিজড়ে : অনেক আমার মতো আত্ম-অন্তজন তবু এসে, হেসে, কাঁধে হাত রাখে—অভ্যাসবশত বলে অনন্তকে, 'দেখো কিন্তু, নাটক করো না।'

স্কার্লেট হিজড়ে : আমার মনে হয়, জগতের utility খোঁজার কোনো মানে হয় না।

ইনডিগো হিজড়ে : হুম্! (নইলে আমরা আর হিজড়ে কেন?)

স্কার্লেট হিজড়ে : তুমি তো কবি, পৃথিবীটাকে একটু নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উপভোগ করবার চেষ্টা ক'রে ছাখো না হে? —ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর মধ্যেই একটা লাবণ্য আছে, প্রস্তর ও কুসুমে!

ইনডিগো হিজড়ে : অন্ধ মাত্রেই পৃথিবীটাকে সুন্দর দেখে থাকে।

স্কার্লেট হিজড়ে : জীবন যেরকম সুন্দর, তেম্নি মৃত্যুও, নয় কি?

ইনডিগো হিজড়ে : আঁইচ্ছা। তাই না কি?

স্কার্লেট হিজড়ে : হ্যাঁ। মানুষের চিন্তাভাবনার একটা প্রাথমিক দোষ হলো, যে, সে সবকিছুর একটা utility খোঁজে। (যেন বাজারে মাছ-তরিতরকারি কিনছে।) .. কিন্তু, শ্রীমান অনন্ত রায়! অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি জানাচ্ছি যে, 'ব্রহ্মাণ্ড'-নামক জিনিসটাতো শুধু মানুষের জন্যই তৈরি হয় নি, পৃথিবী তার নিজের নিয়মেই চলছে। আমরা বড়ো জোর, সেই নিয়মটাকেই মেনে নিয়ে তাকে উপভোগ করতে পারি, তার থেকে আনন্দ পেতে পারি— তাকে judge বা condemn করবার অধিকার আমাদের নেই।

ইনডিগো হিজড়ে : বটে! (কি করে জানতে পারলে?)

কমলা হিজড়ে : মানুষ ভাবে, কতো বড়ো তার ধৃষ্টতা, যে পৃথিবী বুঝি তার ইচ্ছা-নুযায়ী চলবে। —তা কি কখনো সম্ভব? (প্রকৃতি যে পুরুষের থেকে অনেক বড়ো, অনেক সক্রিয়, অনেক বাস্তব)। বাস্তবকে তাচ্ছিল্য করবো, এমন স্বয়ংক্রিয় পরাবাস্তবতার পাপ কে কবে শুনেছে?

ইনডিগো হিজড়ে : সমাজ যখন নরখাদক বা নভোভুক্, শিল্প তখন পুরোমাত্রায় স্যুররিয়ালিস্ত্।

গোলাপী হিজড়ে : পৃথিবী অ্যাশট্রের মতো শুয়ে আছে
বুকে নিয়ে ছাই—শুধু ছাই...

বাদামী হিজড়ে : যখন শটিত বজ্রে ভেঙে গেলে ব্রিজ
অনেক মানুষ এসে ক্রনোলজিকালি
আমাকে সনাক্ত করে বামন ও জল্লাদ হিসেবে।

গোলাপী হিজড়ে : একমাত্র কবিতাতেই স্তব্ধতা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। শিল্প তাই জীবন ও মৃত্যুর সমীকরণ।

হলুদ হিজড়ে : টিয়াপাখির দাঁত!

ইনডিগো হিজড়ে : শরীর হচ্ছে মৃত্যুর প্রজাতন্ত্র !

ধূসর হিজড়ে [একটু চিন্তা করে] : নাঃ, এ্যাত্তোক্ষণ ধরে আমি বোধহয় আগাগোড়া মিথ্যে কথা বললাম। আসলে, সত্যি কথা বলতে কি, এখন আমার আর কোনোকিছুই ইচ্ছে করে না। সব ইচ্ছা, প্রতীতী, প্রণয় বা আন্তরিকতা মরে গেছে ; —কিছুই আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালো বা মন্দ লাগেনা আমার, সবই জোর করে ভালো বা মন্দ লাগাতে হয় ! —এক অদ্ভুত নরকে বসবাস করছি আমি, যেখানে আর নতুন-কোনো অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা জন্ম নেয় না, কিছুই ঘটেনা বাস্তবিক, এক অদ্ভুত গতানুগতিক, চিরাচরিত, পুনরাবৃত্তি আমাকে কেবল ক্লান্ত করে —সম্পূর্ণ অননুভূত অর্বাচীন এক পৃথিবী, যেখানে সবকিছু মরে গেছে—এমন কি মৃত্যু-পর্যন্ত !

ইনডিগো হিজড়ে : উরুসন্ধির বরফ।

বাদামী হিজড়ে : ঈশ্ ! চৌবাচ্চার নিচে কী ভীষণ শ্যাওলা জমেছে গ্যাখো !

[মোটরের হর্ণ।]

কালো হিজড়ে : ২৫ শে জুন

হলুদ হিজড়ে : ভাসমান বেলুনের প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ কুকুর—
বাস্তবতা ? বিবাহবিচ্ছেদ ?
দেয়ালে অসংখ্য উইপোকা।

সবুজ হিজড়ে : কবিতা ও ক্রিয়ার দূরত্ব।

গোলাপী হিজড়ে : ঈশ্বর, আকাঙ্ক্ষারশ্মি, মাংসপল্লী পোড়ায় নির্লীনে
ময়ালীর স্রোত থেকে খসে পড়ে সোনালি আপেল
বর্ণমালা, যেন ফুল, ঝরে পড়ে নাক্ষত্র-কফিনে
সমস্ত প্রান্তর ছেঁকে স্তব্ধতার মতো ছোটে রেল

ইনডিগো হিজড়ে : পদ্মের যোনিতে উড়ে বসে শিংওয়ালা মৌমাছি
(কোঁচকানো চামড়ার গন্ধে আমাদেরো কুঁচকে যায় মন)
নর্দমার জল থেকে ছেঁকে তোলে স্পেন, কাছাকাছি
বাংলাদেশ, সেই জলে ঢেলে দ্যায় বুভুক্ষু বমন

ধূসর হিজড়ে : প্রকৃতি মাতাল, তাই ঋতুরঙ্গে আত্মিক অন্যায়
পেট্রলের গন্ধে আর্দ্র ক্রুশকাঠ, যেন আত্মক্রীড়া,

উর্বর গণিকা এক হৃদয়ের রক্ত শুষে নেয়
মৃত্যু আর জরা এসে গ্রাস করে শিরা-উপশিরা ॥

[এমনসময়, মঞ্চের মাঝখান দিয়ে কয়েকটা আরোহীবিহীন বাইসাইকেল ছুটে চলে গেলো।]

কালো হিজড়ে [উত্তেজিত] : ঐ ছাখো—হরিণ, হরিণ !

ইনডিগো হিজড়ে : ধ্যাৎ, হরিণ কোথায় ? ওটা তো মোষ।

হলুদ হিজড়ে : আচ্ছা, জেব্রা নয় তো ?

কমলা হিজড়ে : সিংহও হতে পারে।

বাদামী হিজড়ে : কিম্বা সজারু। বা খচ্চর। বা ঘোড়া। বা বেবুন। বা অনন্ত রায়।

ধূসর হিজড়ে : নক্ষত্র-সংলগ্ন শববাহকের পিছু পিছু দৌড়ে গেলো নিদ্রার কুকুর।

কালো হিজড়ে : অস্ত্রের হরিণ।

স্কার্লেট হিজড়ে : রাজা হুষ্মন্ত বোধহয় শিকারে বেরিয়েছেন—

সবুজ হিজড়ে : আহ্, হিরোশিমা! আমার জন্মরহস্য।

কালো হিজড়ে : না, আমি আফ্রিকা। আমি কালো। আমার পোশাক-পরিচ্ছদ কালো। আমার কণ্ঠস্বর কালো। আমার গভের আসবাবপত্র কালো। আমার ভ্রূ-যুগলের পায়রা-দম্পতিও কালো। আমাকে ঘিরে আছে বিভীষিকা, কান্না আর জন্তু-জানোয়ার, সমুদ্রবেষ্টিত কুৎসিত কাঁচা মাংসের গন্ধ, দগ্‌দগে ঘা'য়ের গন্ধ—কোঁকড়ানো চাঁদের কাল্‌চে ধোঁয়া। তেঁতো নক্ষত্রের নিকষ ফেণা! অন্ধকার শর্বরী ও সমুদ্রের কৃষ্ণনীল ঘুম।

স্কার্লেট হিজড়ে : আমার অন্ধত্ব।

ধূসর হিজড়ে : আমার মৃত্যু।

গোলাপী হিজড়ে : আমার কান্না।

ধূসর হিজড়ে : অতিরিক্ত পড়ে থাকে গুঁড়ো-গুঁড়ো মৃত্যু দিয়ে
স্বপ্নদানবের-সৃষ্ট আমাদের ত্রস্ত বেঁচে থাকা।

[উনুনের ধোঁয়া।]

বাদামী হিজড়ে :

উষ্ণ সমুদ্রের ঢাক্‌না তুলে দেখি ফোঁটা-ফোঁটা কোয়াসারভেট
রেণু-রেণু মিশে যাচ্ছে—(যেমন স্বপ্নের সঙ্গে মিশে থাকে বালকবয়েস),

অনন্ত-প্রিজমের থেকে উত্তোলিত সাত পাথ্‌না—(হা অন্ধ প্রফেট,
একেকটি পদ্মের পাপড়ি ঘিরে থাকে বহু পোকামাকড়ের আতঙ্ক ও প্লেব !)
কালো হিজড়ে : কুমারী-কোষের আছে নীলফুল, স্বপ্নরাজ্য, সুডৌল শুদ্ধতা।
[উনুনের ধোঁয়া।]
কমলা হিজড়ে [দর্শকদের প্রতি] : ভেবে দেখুন তো একবার আমাদের অবস্থাটা ! —আমরা যারা পেরিয়ে এলাম নীলশূন্য ও পরমাণুর হাহাকার ; অঙ্গারের জ্বলন্ত প্রহর ; কান্না ; ক্যাক্টাসের ঝড়। মাংসল দীঘির কিনারা ঘেঁষে মেসোলিথিক গুহামানবের কণ্ঠ-নালী চিরে দ্বিতীয় সাঙ্কেতিকতন্ত্র ও সমুদ্র পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে শ্রোণীচক্রের কুঁড়েঘর ও মিশরীয় স্ফিংক্সের জ্যামিতি। ফিনিশীয় নাবিকের বিষাদ ও বর্ণমালা ; হরপ্পার লিপি। ইউফ্রেটিসের তটরেখা। মহেঞ্জোদারোর ষাঁড় ; বাতাসের নীল মরুভূমি ; প্যালেস্টাইন। শিঙাবাদকের মতো তিব্বত ও ইস্রায়েল ; উজ্জ্বল গ্রীসের শস্য ; দিব্যযোনি ; পৌরাণিক অন্ধতা ও শারীরিক বর্ণনার রোম। তুরস্ক ও প্রসাধন ; দূষিত নক্ষত্রশোভা , রণধ্বনি ; শ্যাওলা-জমা ইঁটের স্থাপত্য। ইনকাসভ্যতার ভাঙা পাথরের ভস্মভার ; স্তব্ধতা ও কোমল গান্ধার ; বাংলাদেশ। ১৩৫৬ স্বর্ণবৃষ !—

হলুদ হিজড়ে : শৃঙ্খলিত জ্যোৎস্নারাত্রি বালিয়াড়ী হাঁসের পালক
সাঙ্কেতিক স্তব্ধতায় একাকার নিমজ্জিত শোক
হঠাৎ হাওয়ার গর্তে নড়ে মাতালের উচ্চস্বরে
অদিতি আবৃত হয় প্রজ্ঞাচক্ষু টেলিস্কোপে, ঘরে

বাদামী হিজড়ে : যখন ঝড়ের শব্দে মাতালের পাতালপ্রবেশ
ঘূর্নিত আয়নার শব্দে বৃত্তাকারে উড়ন্ত শ্মশান
শূন্যতার করতলে বৈদ্যুতিক শ্লেষে মদ্যপান
নিরস্ত্র গুহায় প্লুতকণ্ঠ আকাশের খুঁজি শেষ

সবুজ হিজড়ে : কখনো বকের মতো ঠুকরে-ঠুকরে খাই (মাছরাঙা ?) সঙ্কীর্ণতা
কখনো আক্রোশে ছিঁড়ি স্বাভাবিক নির্জ্ঞান জড়তা নৈসর্গিক
আকাশের নীলহ্রদে নির্জন মাছের মতো স্বাতীশরা—ম্লান
সাম্প্রতিক

ঈশ্বরসদৃশ আনে লিঙ্গমুণ্ডে, ক্লীবস্বপ্নে মগ্ন ভঙ্গুরতা

স্কার্লেট হিজড়ে : অনশ্বর অসম্ভব হয় যদি তবে হে বামন
মাছের শবের মতো কিমাকার হও প্রসর্পণে
সামুদ্রিক অবয়বে বুভুক্ষার গূঢ় আক্রমণে
ক্ষণিকের উজ্জ্বলতা দিয়ে মোছো নিঃস্ব চিরন্তন

ধূসর হিজড়ে : যেহেতু মৃত্যুতে তুমি চিহ্নহীন স্তব্ধ শূন্যতায়—
হায় রে বিকীর্ণ নৌকা ! মানুষ যে বড়ো অসহায় ॥

ইনডিগো হিজড়ে [হেসে] : তবুও অশেষ, তবু সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের ছ্যাদা—
আমাদের রূঢ় নিশ্চেতনে চায় মৃত্যুরূপী র‍্যাদা !

[সে কাঠের কাজে অধিকতর মনোযোগী হয়।]

কমলা হিজড়ে : আচ্ছা, পর্তুগালে যে অ্যান্টি-কমিউনিস্ট ক্যাম্পেনটা চলছে,
সে-সম্পর্কে কি কিছু আলোকপাত করা যায় না ?

সবুজ হিজড়ে : সামুদ্রিক গুল্মের মধ্যে সালভাদোর দালির জিরাফ।

গোলাপী হিজড়ে : কিন্তু, রেল-স্ট্রাইকটা যে হলো—ওটার কি কোনো দরকার
ছিলো বলে তোমাদের মনে হয় ?

বাদামী হিজড়ে : মুরগী-কাটবার সময়ে দেখি নষ্ট প্রেমিক মোরগ তারই প্রেমিকার
সুস্বাদু পালক, ছেঁড়া নাড়িভুঁড়ি ঠুক্‌রে খাচ্ছে ঠুক্‌রে ক্লীবচঞ্চু—

সবুজ হিজড়ে : আকাশে এখন তারা ফুটেছে
রেল-কলোনীর কঠিন শবাচ্ছাদনের উপব বৃন্তচ্যুত যেন একরাশ ফুল।

[দূরবর্তী এরোপ্লেনের মৃদুশব্দ।]

স্কার্লেট হিজড়ে : কারোর জীবনে কোনো নিয়ন্ত্রিত সুসংগতি নেই, ছন্নছাড়া
এলোমেলো উল্টোপাল্টা নেতি-প্রপাতের শব্দে কাঁপে পূর্ণ-বৃত্ত
প্রত্নতত্ত্বে-চিহ্নিত খুলির নিউরোণে যেন্নি সঙ্গীবিহীন স্বাতীতারা
অমরত্ব অত্যন্ত আরোগ্যহীন , সেরকমই মৃত্যু, স্মৃতি, পিত্ত !

হলুদ হিজড়ে : এবারে প্লাবন হলো, সব্জী-ক্ষেত গেলো ডুবে, খামার উলঙ্গ
তা থেকে অধিক কিছু শস্য-অন্ন আচম্বিতে হয়েছে লোপাট
মড়া ছেলে কোলে নিয়ে (পার্লামেন্ট ?) দাঁড়িয়ে রয়েছে
ভিখিরিনী, নষ্ট কাঠ
যে-জঞ্জালে পোড়ে ঐ ছেলেটির রক্তমাংস তারই প্রতিসঙ্গ।

সবুজ হিজড়ে : সাবানের দর বাড়লো ক্রমে, কেরোসিন বা চালের ভাঁধা নেই

বাজারে রুটিও নেই দীর্ঘকাল (সংবাদে প্রকাশ), ঘর অন্ধকার,
শুধু ডাকে

শুকনো হাওয়া প্রেতকণ্ঠে, বলে, 'কিছু রান্নার ইন্ধন প্রকাশ্যেই
বিক্রী হচ্ছে ; পরপুরুষের সঙ্গে শুলো যার বাঁজা বৌ, ঠকাবে কে
তাকে ?'

বাদামী হিজড়ে : সাম্প্রতিক মানুষের লিপ্সা আছে , লিপ্তি নেই। নির্বাচিত ভিড়ে
পদার্থবিদ্যার আঁশ বড়োজোড় লেগে আছে সমস্ত শরীরে।
উতরোল হাওয়া চায় বিস্মৃতি বা লবেঞ্চুস—যেমন সকলে অনায়াসে
বাঁ-দিকে দরজা থাকলে ডাইনে পাশ ফিরে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে
ভালবাসে।

ইনডিগো হিজড়ে [বিরক্তভাবে] : আঃ, নাটকের মধ্যে রাজনীতি ঢোকাচ্ছো
কেন ? আর তাছাড়া, আমাদের পুতুলনাচে তো এইসব
সামাজিক সংবাদসমূহের কোনো মূল্যই নেই। এসব অংশ
প্রক্ষিপ্ত !

হলুদ হিজড়ে : হ্যাঁ, মশাই, প্রক্ষিপ্ত। কেননা, মাটির মাংসল পৃথিবীতে
আমাদেরো কোনো স্থান নেই , আমরাও প্রক্ষিপ্ত। [দর্শকদের
প্রতি] শুনুন মশাইরা, আমরা আপনাদের বন্ধু নই, বরং
আপনাদের শত্রু ! আপনাদের আমরা আঘাত করতে চাই
বাইরে থেকে, ভেতর থেকে নয় ; (যেন অন্যগ্রহের বাসিন্দা) !
আপনারা আমাদের ঈশ্বর বলতে পারেন, আক্রোশ বলতে
পারেন, অনন্য রায় ও বলতে পারেন।

ধুসর হিজড়ে : কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

হলুদ হিজড়ে : আমরা যেন উদ্ভট এক সংবাদপত্রের জ্বলন্ত কয়েকটা পৃষ্ঠা, যা
আপনাদের হৃৎস্পন্দনে চাবুকে মারবে, (যেমন মারছে বাস্তবতা
আমাদের নিরস্ত্র স্বপ্নকে অহর্নিশ !)

[এরোপ্লেনের শব্দ।]

কালো হিজড়ে : ক্রুশকাঠ, পদ্মের চুল্লি, নারঙ্গের দ্যুতি
লাফ্ দিয়ে উঠে আসছে স্ফীতোদর কুয়াশার থেকে।

কমলা হিজড়ে : প্রতিটি মুহূর্ত ফেটে জন্ম নিচ্ছে এখন নৃমুণ্ডের উজ্জ্বল বিস্তৃত
আকাশ, ক্রুশকাঠ,

আর পচা শ্যাওলার মতো সবুজ নতুন পাতায়-পাতায়—
কাঠবিড়ালীর মতো মেঘ কেটে ছুটছে চাঁদ লাফিয়ে-লাফিয়ে।

বাদামী হিজড়ে : উঃ, কী ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে !

গোলাপী হিজড়ে : অন্নের কুয়াশা।

ধূসর হিজড়ে : প্রত্যহের সঙ্গী শুধু মায়ের হাতের মতো মসৃণ বিষাদ।

ইনডিগো হিজড়ে :

ক্ষিদে মানুষকে চাবুক মারছে যেমন গলিত মেঘের ফাঁকে টেরিকাটা সূর্যের বিন্যাস
রোদের দাঁতের ফাঁকে ব্ল্যাকপ্লেগের স্খলিত বীজাণু
ক্ষিদে মানুষকে চাবুক মারছে যেন বাইসাইকেলের জিহ্বা চেটে নেয় চাঁদের সংসার
অন্ধকারে ব্যাঘ্রলহমার ফুল, ফুলের নিষ্ঠুর এরোপ্লেন—
বর্ণমালার মিথুন-চিৎ জ্যামিতি, প্রপেলারের শুঁয়ো।

ধূসর হিজড়ে [চীৎকার করে] : আরো দেহসর্বস্ব কিছু চাই, আরো মৃত্যুসর্বস্ব কিছু।

কালো হিজড়ে [স্কাইস্ক্রেপারশ্রেণীর দিকে আঙুল দেখিয়ে, ন্যাকাকণ্ঠে] : আচ্ছা, এগুলো কী গাছ ?

গোলাপী হিজড়ে : বোধহয় জুনিপার। বা জলপাই। কিম্বা শাল।

হলুদ হিজড়ে : উইলো বা পাইন ও হতে পারে।

সবুজ হিজড়ে : না-না, ও তো আম্রকুঞ্জ।

স্কার্লেট হিজড়ে : উহুঁ। এগুলো ওক্‌গাছ, স্থির বিশ্বাসের প্রতীক।

বাদামী হিজড়ে : ফুঃ। ও তো রণ ও রমণদগ্ধ ওয়েলফেয়ার স্টেট। (স্যুরা-চিত্রার্পিত ছিদ্রবর্ণময)।

[বন্দুকের শব্দ।]

কালো হিজড়ে : আর ফুলগুলো ?

কমলা হিজড়ে : কৃষ্ণচূড়া।

গোলাপী হিজড়ে : চন্দ্রমল্লিকা।

বাদামী হিজড়ে : রক্তকিংশুক।

স্কার্লেট হিজড়ে : অরণ্যের উত্থিত নগরী। পপিফুল।

সবুজ হিজড়ে : রজনীগন্ধা।

হলুদ হিজড়ে : রক্তকরবী।

ধূসর হিজড়ে : রক্তগোলাপ।

কালো হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো] : ও গোলাপ, তোমার ঘ্রাণশক্তি আমাকে দাও।

চন্দ্রমল্লিকা, তোমার স্পর্শ।
রক্তকিংশুক, তোমার জিহ্বা আমাকে দাও।
কৃষ্ণচূড়া, তোমার কর্ণ।
রজনীগন্ধা, তোমার জঙ্ঘা আমাকে দাও।
পপিফুল, তোমার চক্ষু।
আমাকে দাও আমাকে দাও আমাকে দাও—

বাদামী হিজড়ে : একটুকরো রুটি।

[স্তব্ধতা।]

স্কার্লেট হিজড়ে : এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে আমরা কী নগণ্য, কতো তুচ্ছ! অথচ এর মধ্যেই এ্যাতো রক্তপাত, এ্যাতো নিষ্ঠুরতা, এ্যাতো রণ, এ্যাতো রিরংসা, এ্যাতো মায়া!

ধূসর হিজড়ে : মাংসের আড়ালে এ্যাতো শূন্যতা!

ইনডিগো হিজড়ে : মৃত্যু এক প্রগাঢ় হিম নিম্ফোমেনিয়াক!

স্কার্লেট হিজড়ে : কারোকে হিংসা করা উচিত নয়, কারোকে আঘাত করা উচিত নয়,—অনুচিত কামপ্রবণতা! কী লাভ স্ব-বৃত্তি অবলম্বন করে পাপগত দিনক্ষয়ে? · সব যায়, চলে যায়—কিছুই থাকে না।

ইনডিগো হিজড়ে : যদি চাও নীড় বাঁধতে পৃথিবীতে, (নির্বান্ধব, মোহান্ধ দলিল) ঈশ্বর বা মৃত্যু এসে মারতে থাকবে অকাতরে হিংস্রক মস্করা অতর্কিতে। পৃথিবী কারোর গৃহ নয়। শুধু ক্লীবস্বপ্নে কান্নার মিছিল মৎস্যশিকারের জন্যে, আসে-যায়, রক্তমাংসে। নষ্ট-পরম্পরা— শূন্যতা—শূন্যতা শুধু ;··

কমলা হিজড়ে : তবুও আশ্চর্য মধুক্ষরা!

কালো হিজড়ে : জীবনের ককটেল উজ্জ্বল সকালের মতো।

[প্রচণ্ড ড্রামের শব্দ ও পাখিদের কিচিরমিচির।]

সবুজ এবং হলুদ হিজড়ে [সমস্বরে] : পেয়েছি! পেয়েছি!

[তারা জল থেকে জাল তুলে আনে।]

অন্যান্য হিজড়েবৃন্দ [সমস্বরে] : কী মাছ উঠলো? কী মাছ?

সবুজ হিজড়ে : চিংড়ি!

বাদামী হিজড়ে : যাঃ, ওটা চিংড়ি কোথায় ? ও-তো শুঁয়োপোকা।

কালো হিজড়ে : আচ্ছা, কুমীর বা কচ্ছপ নয় তো ?

ইনডিগো হিজড়ে : না-না, কাঁকড়াবিছে।

ধূসর হিজড়ে : বা কাঠবিড়ালী।

গোলাপী হিজড়ে : যাঃ, কাঠবিড়ালী কি জলে থাকে না কি ? ও-নিশ্চয়ই রুই বা কাৎলা মাছ।

কমলা হিজড়ে : আচ্ছা, খেঁকশেয়াল নয় তো ?

হলুদ হিজড়ে : উফ্, বিরক্তিকর।

স্কার্লেট হিজড়ে [মাটি থেকে একটা অদৃশ্য 'কিছু' তুলে নিয়ে] : মাননীয় দর্শকবৃন্দ। এরপর নিশ্চয়ই আপনাদের আর কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা চিংড়িমাছ।

ধূসর হিজড়ে : বা অনন্ত রায়।

বাদামী হিজড়ে : আমাদের অপাপবিদ্ধা কুমারী র‍্যাঁবো-মাতাকে ধন্যবাদ।

ইনডিগো হিজড়ে [গোলাপী-কে] : বেশ ভালো করে রেঁধো তো হে। (অনেক দিন সুস্বাদু চিংড়িমাছ খাইনি)। —বেশি করে পেঁয়াজ দিও কিন্তু।

ধূসর হিজড়ে : আমি এক অদ্ভুত ও বিপজ্জনক ভয়ঙ্কর বামন, এবং আমার অনাবশ্যক হাত-পাগুলো ক্রমাগত দীর্ঘ হতে-হতে—

কালো হিজড়ে : আফ্রিকা।

গোলাপী হিজড়ে : আচ্ছা, কিসমিসের দাম এখন কতো ? বাদামের দাম ? একটা খোলশ-ভাঙা স্বপ্নের দাম ?

ধূসর হিজড়ে : কিসমিস-বাদাম আনা হয়েছিলো বিধাতার মৃত্যুর পরেই
অথবা বৃত্তের দিকে ধাবমান অ্যারো, (যেন গর্ভ-জ্যামিতির)—
আমাকে আচ্ছন্ন করে সহসা ক্লীবত্ব অন্ধকারে নিয়তির
বজ্রাহত হবো আমি প্রতিক্ষণে ঈশ্বরের নিভৃত ঘরেই

হলুদ হিজড়ে : সাপের ছোবল ছাড়া মুহূর্তে বাঁচি না কেন (মূঢ় ও ধার্মিক
পৌত্তলিক নই আমি), জন্মও যেমন তেমি মৃত্যুও সার্বিক
আত্মমগ্ন যুগ্মতায যদি ঘটে দ্বৈত-আলোড়ন স্বাভাবিক
হয়তো তবেই পেতে পারি স্বপ্ন কিম্মাকার বহুবাচনিক

ধূসব হিজড়ে : মাতাল মাতাল আমি খুঁজি প্রতীতীর মূল, অপ্রত্যাশিত

আমাকে আচ্ছন্ন করে অন্ধকারে সহসা ক্লীবত্ব নিয়তির
নেশাগ্রস্ত চোখে দেখি কিম্ভূত বিশ্বকে এই দীনতাব্যতীত
মাতাল মাতাল আমি অম্বিষ্ট আমার মৃত্যু, নির্বাচিত ভিড়

ইনডিগো হিজড়ে : জনতায় মিশে গিয়ে আবার এসেছি ফিরে শূন্যতার ঘরে—
দেখেছি কেমন করে মানুষেরা বেঁচে থাকে— জন্মায়—মরে ॥

[সিংহের হুঙ্কার ।]

হলুদ হিজড়ে : অতীতের ঘুমসমুদ্রের মধ্যে ভাসমান আমরা যেন স্বপ্নের আগ্নেয় উপদ্বীপ !

বাদামী হিজড়ে :

যেখানে আমিষজিহ্বা চেটে নেয় চাঁদের সংসার
তরল দর্পণস্রোতে প্রক্ষেপণ গাঢ়তর হয়
সংক্রামক চেরাজিহ্বা, মাংসল ছোবল, মুখগহ্বরে শ্ব-মেঘ, অন্ধকার,
মৃত্যুই পোড়ায় মাংস, দাহ্য প্রজনন, শারীরিক ভস্মভার,
জলন্ত ক্ষুধার দাঁত ছিঁড়ে ফ্যালে হে প্রচ্ছায়া অন্নের কুয়াশা, রাজকীয় অপস্মার
ঘৃণিত আয়নার শব্দে সংকেত ও প্রশাসন মূর্ত হয়, জিহ্বায় প্রলয়,
মৃত্যু তো আগুন ; জন্ম তারই ভাঙা আয়না, স্মৃতি, প্রতিচ্ছায়া ও ধূম্রবলয়...

ধূসর হিজড়ে : মৃত্যু তো রতির অন্যনাম !

[সিংহের হুঙ্কার ।]

স্কার্লেট হিজড়ে :

ঈশ্বর কি প্রমেয় আচ্ছাদন, তবু নির্জ্ঞান কি ধর্মের শিকড়ে মারাত্মক
তিনি কি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ক্রিশ্চান পেগান নাকি ইহুদী না হিন্দু
কেউ তা জানে না ; --তবু মনে হয়, হে নৈঃশব্দ্য, যেন তিনি শূন্যতার বিন্দু
সর্বাত্মক ॥

ইনডিগো হিজড়ে : তাই অন্য আত্মমর্ষে যদি হই বিদ্রোহী প্রেমিক
প্রত্যেকেই পিতৃহন্তা, মুক্তিকামী গোপনে সেহেতু
কেলাসিত ক্লীবস্বপ্নে হিমরক্ত, নীল ব্যথা, সেতু
ধূসরতা দৃশ্যে স্পর্শে, আয়নায় হে প্রচ্ছায়া অলীক

ধূসর হিজড়ে : মৃত্যু ? —আমি দেখেছি তা ; দেখেছি জন্ম ও গর্ভপাত—
উজ্জীবন, নশ্বরতা : একই দুরন্তের দ্বৈত-হাত ॥

[সিংহের হুঙ্কার ।]

বাদামী হিজড়ে : কাঠের স্কাইস্ক্রেপার ও রবারের আসবাবপত্রের কাছে নিঃসঙ্গতা-
প্রার্থী, হা আমার অলীক স্বপ্ন! আরো দেহসর্বস্ব কিছু চাই,
আরো মৃত্যুসর্বস্ব কিছু—

ইনডিগো হিজড়ে [গোলাপী-কে] : হাঁ-হে, চিংড়িমাছটা ভালো করে বেঁধো
কিন্তু! (বেশি করে পেঁয়াজ দিও)।

কালো হিজড়ে : ২৫ শে জুন, ৯৭৫।

বাদামী হিজড়ে : একটিই পেঁয়াজ, তার খোসাগুলো যে-যেভাবে রং করে
লিবিডোতে ঘষে নিতে পারে—

ধূসর হিজড়ে [উচ্চস্বরে] : আমিই প্রকৃতি এক মাতাল আহ্নিক।

[এরোপ্লেনের শব্দ।]

ইনডিগো হিজড়ে : বিপুল হে বৈদ্যুতিক ট্রেন-প্রহেলিকা প্রাজ্ঞ পৃথিবীর স্বপ্নে
কশাঘাত
করে তুমি মনীষার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঢালো আদি-শৈত্য অন্ধকার
(পরিশ্রমে যা লভ্য নিষ্ঠায় তা পাপিষ্ঠ জানে মনুষ্যত্ব) শূন্যতার
সর্বগ্রাসী হাঁ-মুখ নীলিমা থেকে অব্যাহতি নেই, ধরো হাত
হে শূন্যতা, নক্ষত্রশিকড় ধাতুশাস্ত্র থেকে রস নিয়ে শুষে
কী প্রখর প্রহসনে নশ্বরতা দিলে, দিলে মাংসবীজে প্রসব যন্ত্রণা—

হলুদ হিজড়ে : (ক্যানসার কি প্রক্ষোভ-প্যাটার্ণ থেকে জন্ম নেয়, গণতন্ত্র
থেকে ?)

সবুজ হিজড়ে : আহ্, হিরোশিমা!

[নৈঃশব্দ্য।]

কমলা হিজড়ে : দিগন্তের সবুজ চাঁদ নিচু হয়ে চুমু খেলো
ধানক্ষেতের অবলুপ্ত ঠোঁটে ;
গম্বুজের সৌগন্ধ নিয়ে বয়ে চলে নদী
ঝরাপাতার অবিরাম শব্দে নিজেকে আচ্ছন্ন করে ;

কালো হিজড়ে : সিক্তমসৃণ স্বপ্নের দাঁতগুলো ক্রমশ তামাটে হয়।
আমার করতল থেকে জন্ম নিয়ে প্রজাপতি এবং ছাই
সেই বিশাল হাঁ-মুখে, অজানার গর্তে, লুকিয়ে যায়
অন্ধকারে—স্তব্ধতার অনয়বে।

সবুজ হিজড়ে : জলপাই-অরণ্যের প্রগাঢ় স্তব্ধতা,

একটা লম্বাটে ভাঙা মদের বোতল ও নিঃসঙ্গ গীটার,
কিছু নরখাদক নথিপত্র এবং ইস্পাত
সহসা ক্যাক্টাসের ঝড়ে উঠলো কেঁপে,
যখন জ্যামিতিক আয়নার চারপাশে
একঝাঁক পায়রা গেলো আচ্ছন্ন মেঘের মতো উড়ে।

গোলাপী হিজড়ে : ঘুমোও, পৃথিবী, ঘুমোও, কেনন, রাত্রি বড়ো দীর্ঘস্থায়ী—
যতক্ষণ-না তোমার ঘুম কমলালেবুর মতো হয়ে যায়
এবং কবরের ঘাসের মতো তোমার স্বপ্নগুলো চাঁদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়
এবং তোমার ঠোঁটের উপর শ্যাওলা জমে—
ঘুমোও তুমি, অবগুণ্ঠিত বিস্মৃতির মতো,
যেখান দিয়ে টিউবরেল চলে গেছে সংগঠিত ইলেক্ট্রনের দিকে
আর পরিদৃশ্যমান তোমার ব্রোঞ্জের বিশাল বিস্মৃতি
শ্বেতপাথরের খিলানের মতো তোমাকে করে দিক্ দীর্ঘ গোলাকার।

কালো হিজড়ে : হাওয়া এখন তার পিচ্ছিল সবুজ আর্দ্র স্মৃতিচারণায়
মুড়ে রাখবে আমাকে
আর মুহূর্তের পর মুহূর্ত—অনন্তকাল
অরেঞ্জ কার্পেটের উপর পড়ে থাকবে মৃত্যুভক্ষ্য আধখানা রক্তিম আপেল!

[ট্রেনের হুইসিল]

কমলা হিজড়ে : আচ্ছা, আমরা কি আর পরস্পরকে কিছুতেই ভালোবাসতে পারি না?

ধূসর হিজড়ে : না।

গোলাপী হিজড়ে : কেন?

ধূসর হিজড়ে : ভালোবাসা মানেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া।

গোলাপী হিজড়ে : কিন্তু আমরা সবাই-ই তো নিজেকে ফাঁকি দিই। নিজেকে ফাঁকি দেবার জন্যেই তো এ্যাতো আয়োজন, এ্যাতো স্বপ্ন, এ্যাতো উৎকণ্ঠা ; নয় কি? ·· কে আর নিজেকে জানতে চায়!

বাদামী হিজড়ে : সত্য যে বড়ো কঠোর, নিষ্ঠুর, অসহনীয়।

[ট্রেনের হুইসিল।]

কালো হিজড়ে [শূন্য থেকে শূন্যতায় ওড়াউড়ি করে] : তবু আমি তোমাদের সবাইকে ভীষণ ভালোবাসি!

ইনডিগো হিজড়ে : ঠিক এই কৌশলেই মৃত্যু আমাদের নিয়মিত দিনযাপনে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

বাদামী হিজড়ে : এ-হচ্ছে আসঙ্গলিপ্সার ভাণ - মৃত্যুর পক্ষে কাউকেই ভালোবাসা সম্ভব নয়।

ধূসর হিজড়ে : মৃত্যু এক প্রগাঢ় হিম নিম্ফোমেনিয়াক !

সবুজ হিজড়ে : মানুষ হারায়, থাকে শুধু স্মৃতিচিহ্ন !

[ট্রেণের হুইসিল।]

কালো হিজড়ে : সত্যিই। আমার কাউকেই ভালোবাসা উচিত নয়, অথচ আমি তোমাদের ভালো-না-বেসে পারি না। আমি তোমাদের ছুঁতে চাই—আমার আঙুল দিয়ে, দাঁত দিয়ে, পাথ্‌না দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে, ক্ষুধা দিয়ে, মৃত্যু দিয়ে—আমি তোমাদের গ্রাস করতে চাই।

ইনডিগো হিজড়ে [হেসে] : সব মেয়েমানুষই তাই চায়।

স্কার্লেট হিজড়ে : শিকড়ের দ্যুতি··

ইনডিগো হিজড়ে : অসম্ভব মর-লিপ্সাচ্যুতি।

প্রণয়ের থেকে ন্যাকা কিছু নেই আর হাস্যকর নিমজ্জিত
(যদিও সঙ্গম ভালো, তবু জন্ম দিওনা আমাকে ঈশ্বরিতা)
অনেক অনেক জ্বালা অনেক যন্ত্রণা পেয়ে আমি আজ নৃশংস পাথব
পচা ঘা কুষ্ঠের ক্লিন্ন জঘন্য তরল রক্তপ্রসব-অন্যায়ে
অনাকার স্বাভাবিক আমি বকধার্মিক করুণ তামাশা।

ধূসর হিজড়ে : মানুষের দুঃখশোক মোহগ্রস্ত স্মৃতিকাতরতা
নস্যাৎ করেছি হা হা আমার নৈতিক স্বৈরাচাবে
যদিও চিন্তায় হলে অ্যান্‌থ পোসেন্ট্রিক, পাবো সার্থকতা কিম্বা মৃত দীর্ঘ অমরতা
তবুও কী লাভ জন্মে ও জীবনে ? —যদি প্রতিদানে পাই অলিঙ্গ শূন্যতা
পারমাণবিক মৃত্যুর বিকারে ?

সবুজ হিজড়ে : আহ্‌, হিরোশিমা ! আমার জন্মরহস্য। আমার মৃত্যু।

[সে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। এরোপ্লেনেব শব্দ।]

স্কার্লেট হিজড়ে : ঈশ্বরী, স্ফটিকস্বচ্ছ, আচ্ছাদিত যৌন-অন্ধকারে
গর্ভের আদিত্যরেণু ছুঁতে চায় তোমারই অঙ্গুলি

(কে পারে মোচন করতে ছিঁড়ে ফেলতে শরীরী নির্মোক
লিঙ্গের ব্যসন ছিঁড়ে তুলে আনতে কীটদষ্ট উদ্বৃত্ত কুহেলি
যেন মৃত্যু, ভয়ার্ত আদরণীয় মরচে-পড়া নখ…
মুহ্যমান অপস্মার) ; হে প্রেয়সী, অন্তরীক্ষ, আচ্ছাদিত যৌন-
অন্ধকারে।

বাদামী হিজড়ে : মাংস থেকে ঝরে পড়ে স্মৃতিচিহ্ন, দাহ্য ব্যবহার
মৃত্যু, চুরুটের স্ট্যাচু, ভেঁতো তামাকের ভস্মশেষ
নক্ষত্রের পোড়া গন্ধ : অস্তিত্বের জলন্ত দ্যোতনা
মুখগহ্বরে শ্ব-মেঘ, খোঁড়া, প্রপঞ্চের সশস্ত্র বিদ্বেষ
কামনার ছদ্মবেশে ছেঁকে তোলে ছাইদানে কর্কটের সোনা
মাংস থেকে যখন স্খলিত হয় বাসনার প্রাজ্ঞ ব্যাভিচার।

ইনডিগো হিজড়ে : যখন নক্ষত্রযোনি জ্বালে নৈশ-উরুদ্বয়ে শ্রুত বাতিদান
ধরিত্রী, ঘুমের চুল্লি, স্নায়ুতন্ত্রে তার প্লুত আঙ্কিক অন্যায়
পাতালিক শিলা থেকে খুঁটে তোলে ভ্রূণমাংস, দৃশ্যের প্রয়াণ
অন্ধ ঢেউ, নীল জিহ্বা, স্রোত, প্রতিচ্ছায়া ; মৃত্যুযাপনের ভঙ্গুর
ফেণায়
উচাটন জলস্তম্ভ, মাংসের চীৎকার, কান্না, আর্দ্র শবোত্থান
যখন নক্ষত্রযোনি জ্বালে নৈশ-উরুদ্বয়ে শ্রুত বাতিদান।

হলুদ হিজড়ে : কখন ঈশ্বর ছোঁড়ে দীর্ঘতম স্বপ্ন কে-বা জানে
নিদ্রার দুরত্বমুগ্ধ শর্বরীর সংক্ষিপ্ত বাত্যায়
উর্বর গণিকা এক বাসনার দুরাবগাহনে
ছেঁকে তোলে হা-হা চুল্লি, ঋতুরঙ্গে আঙ্কিক অন্যায়…

সবুজ হিজড়ে : যখন মাতালস্রোত আকাশের নীলগন্ধ বুকে ফিরে আসে
স্তব্ধ খিলানের মতো রাত্রি আসে প্রতিধ্বনিময়
ঈশ্বর, চাঁদের ফণা, মাংস-মেঘ ছোবলায় আকাশে
মৃত্যুর দুরত্বমুগ্ধ আমাদের বিবিধ প্রয়াণে—

গোলাপী হিজড়ে : হা ক্ষণভঙ্গুর রেতঃ, হা প্রজন্ম, শরীরী উত্থান!

[সে দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকে।]

বাদামী হিজড়ে : আধপোড়া তামাকের মতো ধু-ধু মাঠ
লিঙ্গের কুয়াশা, ঘ্রাণ, মায়াসভ্যতার কাল্পনিক স্কেলিটন

অদ্ভুত হাওয়ায় কাঁপে অনস্তিত্ববান এক ঈশ্বরের
বাস্তব স্বপ্নের মতো পরিহাসপ্রিয় শূন্যস্রাবী

[ক্রমনিকটবর্তী এরোপ্লেনের শব্দ।]

সবুজ হিজড়েঃ আহ্, হিরোশিমা!

স্কার্লেট হিজড়েঃ আমার জন্মরহস্য, আমার অন্ধত্ব, আমার মৃত্যু।

ধূসর হিজড়েঃ সমস্তই আমার পাপে, সমস্তই আমার পাপে, সমস্তই আমার পাপে। আমি পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীসমূহের জন্ম দিয়েছি, বেদনা দিয়েছি, মৃত্যু দিয়েছি।

কমলা হিজড়েঃ সূর্য।

ধূসর হিজড়েঃ আমার পাপ আমার পাপ আমার পাপ।

স্কার্লেট হিজড়েঃ আমি এক প্রাচীন মন্দির। শ্রেষ্ঠের ভাস্কর্যশৈত্য; ওঙ্কারধ্বনির অবয়ব। স্তব্ধতার ভাষা, কান্না, শিলীভূত অনন্তবিন্দুর কলরব।

বাদামী হিজড়েঃ ক্লীবপ্রজন্ম—অন্ধযুগ। সংগীত ও জ্যামিতি। মানুষের শ্রম-শিকড় ও ক্ষতবান ডালপালার শব্দস্ফোট উন্মার্গগামিতা। ইয়ো-ইযোর উপর্যুপরি সৌরক্রীড়া। জলন্ত সব প্রজাপতিদের রং-বেরঙের পাখ্না। বজ্রপাত।

সবুজ হিজড়েঃ আহ্, হিরোশিমা! আমার জন্মরহস্য। আমার অন্ধত্ব। আমার মৃত্যু।

হলুদ হিজড়েঃ ইয়া আল্লা, নামানো আকাশের তলে কী দীনা এই পৃথিবী।

[এমনসময় তাদের মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক এরোপ্লেন উড়ে চলে গেলো তীব্রবেগে।]

বাদামী হিজড়েঃ শিংওয়ালা মৌমাছি!

ইনডিগো হিজড়েঃ ধ্যাৎ, মৌমাছি কোথায়? ও-তো চামচিকে।

কমলা হিজড়েঃ না-না, কাকাতুয়া।

সবুজ হিজড়েঃ ধ্যাৎ, টিয়াপাখি।

হলুদ হিজড়েঃ অন্ধচক্ষু ঈগল ধ্বংসকালীন নিয়তি!

ধূসর হিজড়েঃ মাছির মতন সূর্য উড়ে-উড়ে বসে নরপৃথিবীর নিসং-ভাগাড়ে।

স্কার্লেট হিজড়েঃ রাজা দুষ্মন্ত বোধহয় শিকারে এলেন--

বাদামী হিজড়েঃ

সজারুসদৃশ সূর্য ফুলে-ফেঁপে রশ্মির কণ্টকে বিঁধে ফ্যালে বনস্থলী

ঝঞ্ঝাবান শৈত্যের কুরঙ্গ,
নক্ষত্র-সংলগ্ন শববাহকের পিছু-পিছু দৌড়ে গেলো নিদ্রার কুকুর।
গোলাপী হিজড়ে :
হা এঁটো বাসনের ভিড়ে উড়ে-বসা নিষ্ফল কাকের
অন্ধচক্ষু গেরস্থালি, পাদপের হরিদ্রা হাঁকার, ব্যাঘ্রশ্রেণী,
ছেঁড়া পাতার সংসার, বিদ্যুৎময় অর্ক,
বাণিজ্যিক মেঘের নোঙর পড়ে চাঁদের বন্দরে !···
হলুদ হিজড়ে :
স্বৈরাচারী অশ্ব ও অশ্বতর দালালের দল,
মীরজাফরী ক্লীবকেশরের ধুলো, হ্যাংলা
মাকড়শা ও কুকুর-বাহিনী,
প্রযুক্তিবিদ্যার হস্তী,
রাজস্বহ্রেষিত সৈন্যদল, প্রেত সমভিব্যাহারে—
ধূসর হিজড়ে :
বুকের উপর নেমে আসছে বিস্মৃতির মতো ভারি এক পৃথিবী,
বিশাল এক ইস্পাতের চাঁদ ছুটে আসছে কালো ঘোড়ায় চড়ে
পেছনে ফেলে জলপাইয়ের ঘন হরিৎ-স্তব্ধতা,
চোখের ভেতর চালিয়ে দিলো বুহুয়েলের ব্লেড—
এক গভীর ভোঁতা দুঃস্বপ্ন।
সবুজ হিজড়ে :
অরণ্য থেকে অরণ্য, সমুদ্রময় দলিলপত্র ছিঁড়ে
নতুনতর পুংকেশরের স্বয়ম্ভূত নোনতা চিতাগন্ধে
মড়কের ক্লান্ত কোলাহল,
হোগলার নিষ্ফল বেড়া, শণ-ছাওয়া কুঁড়েঘর, কন্টিকারির ঝোপ মাড়িয়ে মাড়িয়ে
হরিণের ক্ষিপ্র দ্যুতি, ব্যাধের লহমা—শুদ্ধধ্বনি
চকিতে ওঁৎ-পেতে থাকা ম্যানচেস্টারের ফণা, বুড়ো
আঙুলের নিষিদ্ধ আর্দ্রতা,
মাকড়শার জাল থেকে কর্কটশিকড়মগ্ন মাছের ঝিকমিক,
আরব্ধ মিথুন,
হা রূপরেখায়িত সন্ততির মুদ্রাশাসিত ভ্রূণ,

রাজস্বের অশ্বক্ষুরধ্বনি,
কাঁচপোকার দ্যুতি, যে-মানুষটি নিমগ্নতায় তাঁত বুনছিলো,
যে-মানুষটি পেয়েছিলো শ্যামল গাইগরুর দুগ্ধমেঘ, অভিপ্রেত
হা প্যাস্টোরাল পদ্যের তন্তুশ্রেণী,
মেশিন ও মেষপালকের আগ্রাসী ক্ষুধার ঊর্ণাজাল,
কেন এমন অকথ্য রিরংসা নিয়ে কেন এমন কেন—
ধূসর হিজড়ে :
মৃত্যুরূপী চুরুটের স্ট্যাচুর মতো অলিঙ্গ এক দেবদূত
ফেঙে ফেলছে এলোথেলো আক্রোশে জ্যামিতিক করুণ হর্ম্যশ্রেণী,
ক্ষুৎকাতর কারখানার যান্ত্রিক জিগীষা, কণ্ঠস্বরে প্রজাপতির অলীক ওড়াউড়ি,
পৃথিবীর সব নীতিবোধ যেন অস্পৃশ্য ক্লীবের মতো শুয়ে আছে পচা নর্দমায়।
সবুজ হিজড়ে :
মিউটিনির প্রতিটি সিপাইয়ের পদশব্দে সচকিত এবং উৎকর্ণ
শুনছি বন্দুকের লেলিহ ছন্দ ও অভিভূত
একজন সাঁওতাল-গৃহবধূর বিষাদ শুধু ঘরের দেয়ালে
প্রতিধ্বনি করে :
'হে মাকড়শা, দুঃখের দিনে তুমিই আমার সঙ্গী থেকো।'
বাদামী হিজড়ে :
মেঘের প্রযুক্তিময় বুনো বৃষ্টি, ব্যাংগোঙানির নোনা বর্ষা অহর্নিশ
ইতিউতি চোখে পড়ে হিংসুকের সেন্ট্রি পোষ্ট, বিজ্ঞাপন—ঝিকমিক বুদ্বুদ, গাছগাছালি
অরণ্যের নালি ঘা, কুষ্ঠের কুসুম –কর্কটের
শস্যহীন সোনা ও নর্দমা, অস্তমেঘে
উড়ে বসলো কুচকুচে পিশাচ, চঞ্চু দিয়ে
ঠুকরে-ঠুকরে
ঠুকরে-ঠুকরে—আকাশপ্রপাত রক্তবর্ণ
কমলা হিজড়ে :
মৃৎকলস
জলে ভাসে, শ্যাওলার স্ফটিকস্বচ্ছ নম্র আস্তরণে :
পদ্ম-আঁকা গরুর গাড়ির ভাঙা চাকা, বনকপোতের চুমকি,
উড়ো খড়ের ভবিষ্যহীন বস্তি,

রুই-কাৎলার সমূহ সংসার, দাঁত, ক্যাক্টরীকলাপ। রক্তচিহ্ন
শ্বেতপ্রাসাদের গুঁড়ো জলে ওঠে নক্সীকাঁথা-ঢেউয়ের চুল্লিতে।
ইনডিগো হিজড়ে :
সৌরজগতের
জলন্ত গুঁড়িখানা থেকে সুড়ঙ্গপথে
চুরুট টানতে-টানতে একটা খঞ্জ বেরিয়ে আসে
মৃদু হাসে
চোখ মারে
পৃথিবী আবৃত হলো মৃত্যুহিম ঊর্ণাজালে
স্তব্ধতায়
ধূসর হিজড়ে :
যখনই মৃত্যুর অজ্ঞাত কালো দস্তানার ভেতর আমি ঢুকেছি—'
কখনো ঘুমের মধ্যে নেমে এসেছে মরচে-পড়া রেললাইনের স্মৃতি
মৃত্যুর মতো অন্ধ অনেক ভ্রূণের মধ্যে দেখেছি আমি যন্ত্রণার বীভৎস শবদাহ,
অনেক পৃথিবী টালমাটাল পদশব্দে ঢুকে গেছে কালো দস্তানায়
'কিছুতেই কিছু যায় আসে না আর—সবই হাস্যকর'
রহস্যরসিক বিদূষকের মতো কুত্তার নাড়িভুঁড়ি চেটে কেটে যাচ্ছে সময়
সময় কেটে যাচ্ছে পার্কের এককোণে নির্জন ঝাউগাছের ভৌতিক নড়াচড়ায়,
কী ভারি, ভোঁতা, অলস এই ক্লান্তি—এক জীবন।
[সিংহের হুঙ্কার।]
গোলাপী হিজড়ে : উফ্, সমস্ত কিছুই কেমন ভীষণ জটিল হয়ে যাচ্ছে…
কমলা হিজড়ে : কিছুই আর সহজভাবে চেনা যাচ্ছে না।
হলুদ হিজড়ে : ব্রহ্মাণ্ডের আছে কেবল প্রকাণ্ড এক অভ্যাস ; অর্থ নেই ?
ধূসর হিজড়ে : আমি কোনোদিন কোনো স্বাভাবিক মানুষের সাবলীল ভাষা বুঝিনি…
বাদামী হিজড়ে : সবই প্রহেলিকা।
[সিংহের হুঙ্কার।]
ইনডিগো হিজড়ে : ব্লেডের চকচকে বিজ্ঞাপনের উপর আছড়ে পড়ছে স্টেটবাসের ধুমুল হুঙ্কার !
ধূসর হিজড়ে [বুকের উপর হাত রেখে] : গা গরম। জ্বর এসেছে।

[বজ্রপাত] অশ্বক্ষুরের শব্দ। ড্রামের শব্দ। চাবুকের শব্দ। মোটরের হর্ণ। ট্রেনের হুইসিল। এরোপ্লেনের শব্দ। পাথর-ভাঙা ও কাঠ-কাটার শব্দ। নানারূপ যন্ত্রপাতির বিকট আওয়াজ; যা একটা অদ্ভুত পীড়াদায়ক শব্দ ও সমবেত ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করবে। যৌনকাতর ঘন নিয়মিত শ্বাসাঘাত। যাবতীয় পশুপাখির ডাকাডাকি ও পক্ষবিধূনন।

মুখে চুরুট, হাতে ইয়ো-ইয়ো, ব্যাঘ্রচর্ম পরে, খোঁড়া ঠ্যাঙে ভায়ালেট হিজড়ে মঞ্চে প্রবেশ করে।

বজ্রপাত।]

ভায়োলেট হিজড়ে [ছদ্ম-রাজকীয় কণ্ঠস্বরে]: দৈবনির্দেশে, আজ থেকে আমি সারা রাষ্ট্রে গর্ভধারণ অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করলাম।

কালো হিজড়ে: ২৫শে জুন, ১৯৭৫।

হলুদ হিজড়ে: ইস্ত্রি! ·· বাঞ্চোৎ কথা বলছে ছাখো—যেন লর্ড ক্লাইভ!

গোলাপী হিজড়ে: ভো ভো রাজন্—

ভায়োলেট হিজড়ে: Shut up! আমি তোর সঙ্গে কথা বলতে আসি নি। [কালো হিজড়ে-কে] এই মাগী, এদিকে শোন্। [কালো হিজড়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ভয়ে-ভয়ে] তুই আমার সঙ্গে যাবি?

কালো হিজড়ে: কোথায়?

ভায়োলেট হিজড়ে: শহরে; স্কাইস্ক্রেপারের সমুদ্রে। (নেশাগ্রস্ত শরীর যেমন ভেসে যায় স্খলিত পালঙ্কে।)

কমলা হিজড়ে: আ-মরি সেই নিটোল স্বপ্নকথা! নক্সীকাঁথার কারুকার্য,
রূপকথা, কঙ্কাবতী, ময়নামতীর স্ফটিকস্বচ্ছ গান,
অংলাজংলা তাঁতের আলপনা; লোধ্ররেণু
উদ্ভিদের ঝর্ণাজল·· শ্মশানের জ্বলন্ত মন্দির!

ইনডিগো হিজড়ে: কোষ্ঠসমাজের প্রেতযোনি

হলুদ হিজড়ে: ব্যাধের লহমা, শুষ্কধ্বনি।

স্কার্লেট হিজড়ে: সাবধান! টিয়াপাখির দাঁত!

[বজ্রপাত।]

ভায়োলেট হিজড়ে: আমি তোকে দেবো নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার কলাকৌশল,
ভাঙা সাঁকো,

রেলসড়ক,

ট্র্যাফিক হর্ণ,

বিজ্ঞাপনের কারুকার্য,

টেলিফোন,

নৌ-বিজ্ঞান,

ডানলোপিলোর শাদা নরম বিছানা,

মোটর-হাতী,

বাইসাইকেল,

অরেঞ্জ কার্পেট,

ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স,

রণ ও রমণদক্ষ ওয়েলফেয়ার স্টেট,

বর্ণবিদ্বেষ।

তোকে আমি মুক্তি দেবো গেঁয়ো ন্যাকামি ও গেঁড়ে আইডিয়ার কবল থেকে

পাখি পুষতে শেখাব,

পারফিউম ও প্রেইরির ভঙ্গুর সমুদ্রে নিয়ে যাব।

ওক্লাহোমা।

স্কার্লেট হিজড়ে : ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুং সঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

[মোটরের হর্ণ।]

ধূসর হিজড়ে :

পৃথিবীর সমস্ত বেড়াল তাদের থাবায় মেখে নেয় নরম গোলাপি নিঃশব্দ শিশির

আর তাদের তাড়া করে বিবর্ণ মৃত্যুর মতো মোমের খেঁকশেয়াল

অ্যালুমিনিয়ামের চাকৃতির মতো কঠিন হিংস্র চোখে ;

সবুজ হিজড়ে : হিরোশিমা !

হলুদ হিজড়ে : উড়ো খড়ের ভবিষ্যহীন বস্তি।

ভায়োলেট হিজড়ে : আর সব থেকে বড়ো কথা হলো, (আমার বাপু কোনো ন্যাকা সেন্টিমেন্ট-ফেন্টিমেন্টে আস্থা নেই), তোর শারীরিক

ভালোবাসার পরিবর্তে আমি দেবো তোকে টাকা। অনেক টাকা। ...ফিরে যাবি তো ?

কালো হিজড়ে : না।

ভায়োলেট হিজড়ে [তিক্তস্বরে] : তোকে আমি আমার জননেন্দ্রিয়ের মতন ঘেন্না করি।

হলুদ হিজড়ে : অতো র‍্যালা ত্মাখাচ্ছো কাকে ? —কতো আছে হে তোমার পকেটে ?

ধূসর হিজড়ে : ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা।

ইনডিগো হিজড়ে : আমার জননেন্দ্রিয়ের দাম।

[বজ্রপাত।]

ধূসর হিজড়ে : মৃত্যু তো রতির অন্যনাম !

স্কার্লেট হিজড়ে : মৃত্যু তো রতির অন্যনাম !...

কমলা হিজড়ে : মাংসলাবণ্যের দাহ্য সুখ ;
(কবিকে জড়িয়ে যেন অস্পৃশ্য কবিতা ঋতুস্নানে
স্বর্গীয় দ্রবণে পরাঙ্মুখ !) ।

স্কার্লেট হিজড়ে : মৃত্যু তো রতির অন্যনাম।

ইনডিগো হিজড়ে : সহবাস অর্থে সহমরণ। নিষ্কাম
কিছু নাই ; নাই লিপ্তিহীন আত্মার ধ্রুবক।
মৃত্যুর শিঙার শব্দে—জ্বলে ওঠে মাংসল প্রয়াণে
হরিণাবয়ব দূর নক্ষত্রের শর্বরীকুহক।

বাদামী হিজড়ে : স্বর্গীয় প্রেমের পিছু আছে বাইসাইকেল, প্রেতযোনি, পদ্মের করাত !

গোলাপী হিজড়ে : অসম্ভব মর-লিপ্সাচ্যুতি।
না, কেউ পারে না ছুঁতে ওঙ্কারধ্বনির অবযব।
কিছু নাই রতিশস্য, কিছু নাই সংহতিপ্রপাত।
শিল্পের রমণীদেহ, তাকে ছোঁবে নির্বাণ-নৈঃশব্দ্যঘন শিকড়ের দ্যুতি—
না, কেউ পারে না ছুঁতে শ্রেষ্ঠের ভাস্কর্যশৈত্য ; মেঘের পল্লব।

সবুজ হিজড়ে : শিলীভূত অনন্তবিন্দুর কলরব।
স্বর্গীয় রতির পিছু আছে অন্ধরাষ্ট্র, মৃত্যুহরিণের আমিষ অর্ণব॥

[বজ্রপাত।]

স্কার্লেট হিজড়ে : আমি এক প্রাচীন মন্দির।

ধূসর হিজড়ে : সব ভুল।

ইনডিগো হিজড়ে : চিংড়ি মাছটা ভালো করে রেঁধো কিন্তু।

হলুদ হিজড়ে : পেঁয়াজ।

কমলা হিজড়ে : আচ্ছা, আমরা পরস্পরকে কি আর কিছুতেই ভালোবাসতে পারি না ?

ধূসর হিজড়ে : না।

সবুজ হিজড়ে : যদি ঢুকি তরল দর্পণে
আবার ফিরিয়ে দেবো প্রেমিকের শিল্পবোধ মৃত্যুকে এবং
পরিত্যক্ত স্মৃতিস্রোত ভেসে যাবে শাদা জ্যোৎস্নায়
বুদ্বুদ ও পায়রা হয়ে উড়ে যাবে ধারাবাহিকতা।

বাদামী হিজড়ে : ক্যামেরা-সংগীত !

কমলা হিজড়ে [টেলিস্কোপে চোখ রেখে] : ধু-ধু মাঠ—ভাঙা ঘরবাড়ি—অঙ্কিত চিত্রের মতো স্তব্ধ ধানক্ষেত—হু-হু হাওয়া—

ধূসর হিজড়ে : নিঃসঙ্গতা !

কমলা হিজড়ে : মেঘের সংকেত—শাদা কাশবন—বালিয়াড়ি—ঝাউবকের চঞ্চু !

ভায়োলেট হিজড়ে : মাংস, মাংস, মাংস। আমি চাই মানুষের রক্তমাংসের শরীরটাকে যথেচ্ছ কষ্ট দিতে ; কেননা আনন্দের চাইতে বেদনার অনুভূতি তীব্রতর এবং তার আকর্ষণ।

কালো হিজড়ে : উরুসন্ধির বরফ !

ভায়োলেট হিজড়ে : আমি এক অদ্ভুত ও বিপজ্জনক ভয়ঙ্কর বামন, এবং আমার অনাবশ্যক হাত-পাগুলো ক্রমাগত দীর্ঘ হতে-হতে—

কালো হিজড়ে : হ্যাঁ, আমি আফ্রিকা। আমি কালো। হে সভ্যতার পরিমিত লৌহ দাঁত, কঠোর করাত! হত্যা করো আমাকে তোমার শৃঙ্খলিত পরিমিতির নিষ্ঠুরতা দিয়ে—মাংসের সমূহ নির্বাসন ছিঁড়ে ফ্যালো! আমাকে লুকিয়ে ফ্যালো তোমার পাকস্থলীর ভেতর ; (রাত্রি যেমন লুকিয়ে যায় লম্পট-দিনের উড়াংপাড়াং শরীরে)।

সবুজ হিজড়ে : পদ্মের করাত।

কমলা হিজড়ে [টেলিস্কোপে চোখ রেখে] : কাঁচের নৌকার মতো ভেসে যাবে

স্বচ্ছ শাদা মেঘ ··

গোলাপী হিজড়েঃ বেহুলার ভেলা !

হলুদ হিজড়েঃ ঝরাপাতার শব্দ ;

স্কার্লেট হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো] : আমার ঘুমের মধ্যে।

কমলা হিজড়েঃ অ্যাটমশরীর থেকে ঝরে পড়ে বৈদ্যুতিক জলন্ত পালক !

স্কার্লেট হিজড়েঃ আমার ঘুমের মধ্যে।

ধূসর হিজড়েঃ কখনো ঘুমের মধ্যে নেমে এসেছে মরচে-পড়া রেললাইনের স্মৃতি।

বাদামী হিজড়েঃ মাংসমূষিক, মৃত্যুপুরী, মানুষ চামচিকে।

স্কার্লেট হিজড়েঃ আমার ঘুমের মধ্যে।

হলুদ হিজড়েঃ এবং ইস্পাতের চামচিকের মতো উড্ডীয়মান নৈরাশ্যকে আমার করতলের চৈতন্যপ্রসূত পূষণ দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে চাই। —ছাই।

ইনডিগো হিজড়ে [চীৎকার করে] : এবার না হয় ক্ষেপেই ওঠো, অনেক দিন তো শেকল-বাঁধা পায়ে
জবুথবু হবার আগে একবারই তো বসন্ত-সন্ত্রাস।

ভায়োলেট হিজড়ে [চীৎকার করে] : আরো দেহসর্বস্ব কিছু চাই, আরো মৃত্যু-সর্বস্ব কিছু—

[সে দু-হাত দিয়ে কালো হিজড়েকে গ্রাস করতে যায় ; কিন্তু, পারে না।]

কালো হিজড়েঃ যাই। আর ছ্যাখা হবে না।

[বলে উড়ে গিয়ে মাস্তুলের শীর্ষে বসে থাকে।]

স্কার্লেট হিজড়েঃ ও এখন সূর্য বা চাঁদের কাছাকাছি !

ইনডিগো হিজড়ে [ভায়োলেট-কে] : ওর প্রতি তোমার এমন প্রচণ্ড আসক্তি কেন হে ? —ও-তো ইঁদুরে-খাওয়া শস্য।

বাদামী হিজড়েঃ (পরপুরুষের সঙ্গে শুলো যার বাঁজা বৌ ; ঠকাবে কে তাকে ?)

ভায়োলেট হিজড়েঃ নিরভিসন্ধির পরিহাস।

হলুদ হিজড়েঃ এখন নগ্নতা শুধু পিতার লাম্পট্যে লোভে যেন নিশাচর
উত্তরাধিকারে খোঁজে শিকারীর ক্রূর কূট গোপন চাদর।

ইনডিগো হিজড়েঃ ক্ষমতা, রমণী,—টাকা, টাকা, টাকা !

ভায়োলেট হিজড়েঃ

দিনান্তের পণ্যমেঘে আচ্ছাদিত জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে—যেখানেই যাও

অপ্রেমের নিমজ্জনে বর্তুল উৎসুক
মজা পাও, ভোগ করো সৌর-রমণীর উষ্ণবুক
এই পৃথিবীর ক্লেদ স্বেদ মেদমজ্জা থেকে ইতিউতি ক্ষণিকের উদ্বৃত্ত মুনাফা লুটে
নাও
—এই-ই সুখ।
ধূসর হিজড়ে :
কী পাবো? বাচাল, খণ্ড প্রপঞ্চকে ছাড়া
এর বেশি পেতে পারি নবাবিচালের বাবুগিরি
বা মালার্মে, আল্‌ফা-রোমিও কিম্বা মেঘ, বপ্রক্রীড়া।
অতিরিক্ত পড়ে থাকে গুঁড়ো-গুঁড়ো মৃত্যু দিয়ে
স্বপ্নদানবের-সৃষ্ট আমাদের ত্রস্ত বেঁচে থাকা।
ভায়োলেট হিজড়ে : আমি আনন্দের বিনিময়ে মৃত্যুকেও হিপ্নোটাইজ করে ফেলতে
পারি!
ইনডিগো হিজড়ে :
প্রতিটি প্রজন্ম জানে তাকে এক বিধবা মরত্ব যেন খাচ্ছে কুরে-কুরে;
(বিকীরণ, ঘনায়ন, —এভাবে সমস্ত ঘটে; স্নায়ুতন্ত্রে পরাবর্ত-ক্রিয়া)—
তার থেকে ছিট্‌কে পড়ে সুখ —কিছু সূর্যের জাঙিয়া
ইন্দ্রিয়-রজ্জুতে যারা ঝুলে থেকে কালক্রমে শুকোয় রোদ্দুরে।
হলুদ হিজড়ে : সোজা কথা হলো—শাদা কাগজ, কুমারী স্তব্ধতা বা শূন্য মঞ্চসজ্জার
ছ্যাব্‌লা পবিত্রতা আমাদের বড়ো পীড়িত করে; অতএব আমরা
তাকে অক্ষর, মানুষ আর চীৎকার দিয়ে কলঙ্কিত করতে চাই!
ইনডিগো হিজড়ে :
এখন শুধু দেহই আছে, দেহই থাকবে, যেহেতু থাকবেনা
(মৃত্যু তো শুধুই এক নিঃসঙ্গ ঘটনা
একটা গীটারের জন্য যে-দিয়ে দেবে তার ব্যর্থ উরুদ্বয়!)
বাদামী হিজড়ে : উফ্‌, কী ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে!
কালো হিজড়ে : ২৫ শে জুন, ১৯৭৫।
ধূসর হিজড়ে :
(আমি কি আচ্ছন্ন হয়ে গেছি?) বন্দী বিছানায়, গম্বুজ ঈশ্বর ও মনীষায়- গা
গরম

জ্বর এসেছে। শুক্‌নো জিহ্বা, হা আমার অ্যাকিলিস-গোড়ালি রোরুদ্যমান
—আমাকে একটুক্‌রো রুটি দাও

হা নারঙ্গ, বাস্তবতা, নির্ভুল সংবাদপত্র, সশস্ত্র উত্থান, অন্ধশ্রম

যা আমার স্মৃতি ছিলো ক্লীবস্বপ্নে ও অসুখে —সব পদ্মস্রোতে ভেসে যাক্

একটুক্‌রো রুটির জন্যে যেতে হবে পদ্মদেশে, রুমাল-ওড়ানোর দিন সনির্বন্ধ
করিডোরে, বিবিধ নির্বাক

অনন্য! আমাকে টানো মাটির মাংসল পৃথিবীতে ও বাস্তবে টানো; —অন্তত
একবার, টেনে নাও।

বাদামী হিজড়ে: দেখো কিন্তু, নাটক করোনা।

স্কার্লেট হিজড়ে: 'পাপ' শব্দে মাতৃক্রোড, 'সৌরকক্ষ' মানে কণ্ঠস্বর

ইনডিগো হিজড়ে: বিশাল স্বর্ণজাঁতির মতো আদরণীয় আকাশ
নিষ্ঠুর অন্ধকারে অকস্মাৎ গেলো ডুবে—
রঙিন প্রজাপতির মতো নিষ্ঠুর অন্ধকারে।
নিবিড় সবুজ ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে মৃত্যু আসে
মৃত্যু আসে গণিকার চোখের অনুর্বর ইঙ্গিতের মতো।

বাদামী হিজড়ে: মৃত্যু তো নিছক ঘটনা।
এখন চাই
বন্যার মতো দুর্বোধ্য আনন্দ, নারীর গোপন জঙ্ঘা এবং শ্যাম্পেন
(আমি একটু হাসলাম)
এখন চাই নক্ষত্রের উষ্ণ ঘনান্ধকার, দুরন্ত রেললাইন, স্তব্ধ চাঁদ
স্বতোঃপ্রণোদিত
যখন প্রজাপতির মতো রঙিন দৈত্যের দাঁতে
শিউরে উঠবে সমুদ্র, আগুন, জঙ্ঘা, সিগারেটের প্রখর ক্লান্ত ধোঁয়া,
মৃত্যু তখন আসবে নাটকীয় জল্লাদের মতো।

ইনডিগো হিজড়ে: আমি একটু হাসলাম—
আমি রুমাল, গন্ধক, নারী, প্রেতের চীৎকার থেকে
নায়কের অপমৃত্যু, অঙ্গভঙ্গি ভাঁড়ের মতন, লক্ষ্য করেছি নির্ভুল।

বাদামী হিজড়ে: মাৎস্যন্যায়, মাৎস্যন্যায়, মাৎস্যন্যায়। বড়ো মাছ মাত্রেই ছোটো
মাছকে খাবে।

কমলা হিজড়ে: ঝিমিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এশিয়া।

সবুজ হিজড়ে : টিয়াপাখির দাঁত।

[প্রেতের চীৎকার।]

স্কার্লেট হিজড়ে : সবাইকে ভালোবাসতে হবে, সবকিছুকে শ্রদ্ধা করতে হবে, —(নতুন পৃথিবী, নতুন সংসার, নতুন জন্ম)। কাউকে ঘৃণা করবার অধিকার আমার নেই, কাউকে আঘাত করবার অধিকার আমার নেই, কাউকে শাস্তি দেবার অধিকার আমার নেই। —আমরা, যারা পাপকবলিত, তারা শুধু মৃত্যুদেবতার কাছে অন্যান্য পাপিষ্ঠদের হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, (আমাদের সর্বব্যাপী মরত্বের কথা মনে রেখে), ঈশ্বরের এই বিশাল পৃথিবীটাকে শ্রদ্ধা করতে পারি কেবল অবনতমস্তকে। (শ্রেষ্ঠের ভাস্কর্যশৈত্য ; মেঘের পল্লব)। অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে !

[অন্যান্য হিজড়েবৃন্দ স্কার্লেট-কে নানাবিধ প্যাঁক দিতে থাকে।]

হলুদ হিজড়ে : গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া বা ধর্মপরায়ণ পাদরীদের মতো পুতুপুতু বই-পড়া ফেক্‌লু কথা বলো না হে ! ওতে কোনো লাভ হবে না।

ইনডিগো হিজড়ে : শরতের অর্ধভগ্ন প্যাঁচা তুমি—লোকায়ত হিতৈষী প্রমিতি !

ধূসর হিজড়ে : শালা বুড়ো ভাঁড় কোথাকার !

বাদামী হিজড়ে : অন্ধ কিনা !

সবুজ হিজড়ে : অসম্ভব মর-লিপ্স্যাচ্যুতি।

কমলা হিজড়ে : না, কেউ পারেনা ছুঁতে ওঙ্কারধ্বনির অবয়ব।

ইনডিগো হিজড়ে : একজন অন্ধ যেই দৈবজ্ঞানী হতে চায়, অর্ণবনগরে আমি তাকে লাথি মারি ; (সকৃতজ্ঞ, সে-ও চাপা পড়েছে মোটরে !)

কালো হিজড়ে : ২৫শে জুন, ১৯৭৫।

[এরোপ্লেনের শব্দ।]

ভায়োলেট হিজড়ে : আমার মধ্যে তবুও কোনো ভণ্ডামি নেই, কোনো শঠতা নেই, কোনো বকধার্মিকতা নেই।—আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে আমার একমাত্র আনন্দ শুধু মানুষকে পীড়ন করা ; (কেননা আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ !—অন্তত আমার কাছে।)···

ইনডিগো হিজড়ে : মাংস, মাংস, মাংস। আমি চাই মানুষের রক্তমাংসের শরীরটাকে যথেচ্ছ কষ্ট দিতে ; যেহেতু আনন্দের চাইতে বেদনার অনুভূতি তীব্রতর এবং তার আকর্ষণ।

ভায়োলেট হিজড়ে : আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে শুধুমাত্র আনন্দ পাবো বলেই আমি বেঁচে আছি, আর কিছুর জন্যে নয়।

ইনডিগো হিজড়ে : আমি আনন্দের বিনিময়ে মৃত্যুকেও হিপ্নোটাইজ করে ফেলতে পারি !

ভায়োলেট হিজড়ে : আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি সন্দিহান, পাপ-পুণ্যে আমার কোনো আস্থা নেই, কোনো নীতিজ্ঞান নেই—তবু, আমিই ঈশ্বর !

ইনডিগো হিজড়ে : ক্ষমতা, রমণী,—টাকা, টাকা, টাকা।

কালো হিজড়ে : ২৫শে জুন, ১৯৭৫।

ভাযোলেট হিজড়ে : আমি চাই প্রচণ্ডতম ক্ষমতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা। আত্ম-প্রতিষ্ঠাই একমাত্র পুণ্য—নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে আমি সমস্তরকম দমননীতির আশ্রয় নিতে পারি। (এবং এ-ব্যাপারে আমার কোনো অনুতাপ নেই, কোনো পাপবোধ নেই), ·

বাদামী হিজড়ে : (আর যেহেতু পাপবোধ নেই, অতএব পাপও নেই !)

ভায়োলেট হিজড়ে : আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে আমি নিজের জীবনটাকে মূল্য দিই সবথেকে বেশি, নিজের ইচ্ছাকে, কারণ আমি না থাকলে আমার কাছে এই পৃথিবীরও কোনো মূল্য নেই.! অতএব, প্রচলিত পৃথিবীর নৈতিক নির্দেশনামাসমূহ নির্দ্বিধায় নস্যাৎ করে আমি নিজেকে (নিজের ইচ্ছে ও কামনামতো) যথাসাধ্য চেষ্টা করবো স্ফূর্তি প্রদানের। ·· কারণ, প্রকৃতপক্ষে—কিছুতেই কিছু যায় আসেনা।

স্কার্লেট হিজড়ে : ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥

[এমনসময়, সহসা, উনুনের আঁচে গোলাপী হিজড়ের আঙুল পুড়ে যায়। সে অসহ্য জ্বালায় 'জ্বলে গেলাম গো—পুড়ে গেলাম' ইত্যাদি নানারকম বলে চ্যাঁচাতে থাকে তারস্বরে। কমলা, সবুজ এবং কালো হিজড়ে তাকে ঘিরে ধরে।]

ইনডিগো হিজড়ে : ওর সারা গায়ে কুষ্ঠ, দগ্‌দগে ঘা, তাতে মাছি ভন্‌ভন্ করছে

কমলা হিজড়ে : সূর্যপ্রতিম !

সবুজ হিজড়ে [নীল-নীল প্রস্তরঢেউয়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে] : অই পাথরের দুধে হাত ধোও—সেরে যাবে !

ধূসর হিজড়ে : জল দেখলেই বমি পায়।

ইনডিগো হিজড়ে : ওর ইউটিরাসে সময়ের বিষ !

[সে চকিতে পকেট থেকে একটা জলজ্বলে ব্লেড বের করে গোলাপী হিজড়ের কয়েকটা আঙুল কেটে ফ্যালে ।

গোলাপী হিজড়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে, (ড্রামের শব্দ), এবং সেই শুনে স্কার্লেট হিজড়ে দ্রুত মাথায় গামবুট পরে নেয় ।]

গোলাপী হিজড়ে : ওগো মাকড়শা, দুঃখের দিনে তুমিই আমার সঙ্গী থেকো ।

[এরোপ্লেনের শব্দ । ড্রামের শব্দ । চাবুকের শব্দ । মোটরের হর্ন । ট্রেণের হুইসিল । পাথরভাঙা ও কাঠ-কাটার শব্দ । নানারকম যন্ত্রপাতির বিকট আওয়াজ ; যা একটা অদ্ভুত পীড়াদায়ক শব্দ ও সমবেত ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করবে । যৌনকাতর ঘন নিয়মিত শ্বাসাঘাত । যাবতীয় পশুপাখির ডাকাডাকি ও পক্ষবিধূনন ।

প্রচণ্ড ধুলোর ঝড় ওঠে । পাতা ঝরে যায় ; ধুলোর নিস্ফল ওড়াউড়ি । টুপটাপ নক্ষত্র-কুসুম ঝরে পড়ে ।]

ধূসর হিজড়ে : স্তব্ধতার জালা বয়ে প্রকাণ্ড শূন্যতা বয়ে অবিরল স্বেচ্ছাচারী প্রপর্ণ হয়েছি ! (যেহেতু জন্ম হয়নি আমার নিজের ইচ্ছায়, ক্লীবসমাজে থাকতে হলে নিজের ইচ্ছায় বাঁচতেও পারবো না ;—কিন্তু মৃত্যু স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে, অন্তত এই একটিমাত্র ব্যাপারে, আমি ঈশ্বরকে এখনো অস্বীকার করতে পারি । এখনো । অন্তত এই ব্যাপারে ।)

ইনডিগো হিজড়ে : দেখো কিন্তু, নাটক কোরোনা !

কমলা হিজড়ে [টেলিস্কোপে চোখ রেখে] : সুতো, প্যারাসল, বিরাট চাঁদের ফুটো রুটি, নাক্ষত্রিক ছাতা ।

ধূসর হিজড়ে : নাভির গভীরে ছিলো ৫৮ উনুন
প্লাস-মাইনাসের জিহ্বা ঈশ্বরের লেহনভঙ্গিমা ৪০৫
২ নারী ৬ কুমার ১২ পাখি শাদা-কালো তন্তুসমুদ্রের অন্ধস্তন
৪৩ বাতিদান; নক্ষত্রশিকড়ময় নতুন পাতার গন্ধ, বজ্রের ডালপালা; স্বচ্ছ কাঁচ
অরণ্যের খাঁ-খাঁ স্বর , ৮৫ উইলো বন ; ৯৭৪ ধুলোবালি
১৯৮-সংলগ্ন গির্জাচূড়া ; কালো কাক ; ম্লান কস্টিক...
জড়িয়ে রেখেছে ৫২৭ বল্কলে ; যেন ঈশ্বর মাকড়শা উর্দ্ধবাহু

৮৪৯ ম্যাজিশিয়ান, আলখাল্লা, মন্ত্র-অ্যাকিলিস ৯০ গোড়ালি
৪৪৪ নীল মেঘ থেকে খসে পড়ে শারীরিক বিভাজন, উড়ন্ত ক্যানারি

সংখ্যার ক্যাওড়ামি থেকে ঈশ্বর অনন্তবিন্দু, করোটির রাহু।

কমলা হিজড়ে [টেলিস্কোপে চোখ রেখে] : পেট্রোডলার, গোলাপি ঘা, ইস্কাপন ও অঙ্কনীতি, পুরাণ, সিঁড়ি, নৈশ-বাতিদান।

বাদামী হিজড়ে : অনন্ত রায়ের অর্থ এলোমেলো মূঢ় দিশেহারা অসংগতি।

ধূসর হিজড়ে : কিমিতি-বাওয়াল থেকে উঠে আসে মায়াবলোকন, র‍্যাঁবো, কস্তুরীর বিষ

ঈশ্বর বিমূর্ত জেব্রাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু, ৭৭২ গোলাপি ঘা
১৯ ছাতার নিচে তেঁতো পেট্রোডলারের বিষাদপ্রতিমা অহর্নিশ

ঈশ্বর অনন্ত শূন্য—৭৯৪ নিয়তি ছড়ায় ক্লীব লিঙ্গের কুয়াশা।

হলুদ হিজড়ে : ইয়া আল্লা, নামানো আকাশের তলে কী দীনা এই পৃথিবী।

সবুজ হিজড়ে : হিরোশিমা।

বাদামী হিজড়ে : মা হচ্ছে সংক্রামক বেশ্যা। (পৃথিবী ও পণ্যের সংলাপ।)

কালো হিজড়ে : ২৫ শে জুন, ১৯৭৫।

ভায়োলেট হিজড়ে :

মেফিস্টোফিলিস আমি, শয়তান, কবন্ধ বামন, দোন খুয়ান হয়তোবা
অপূর্ব মাতাল, যেন আত্মকামী পাথরের স্বকীয় পাহাড়
স্বয়ংসম্পূর্ণ আমি, নিঃসঙ্গ জিউস, হাতে অমুর্বর পণ্যের চাবুক
ক্রমাগত কশাঘাতে কেঁপে ওঠে চাঁদ, ট্রয়, ধারাবাহিকতা—

কমলা হিজড়ে : উজ্জ্বল বসন্ত দূরে উঁকি মারে শিশুদের স্তব্ধ অন্তর্বাসে।

সবুজ হিজড়ে : নামানো আকাশের তলে কী দীনা এই পৃথিবী।

[প্রলয়ের ঘূর্ণিবাত্যা, ঝাঁঝরের ঝড়।]

বাদামী হিজড়ে : কিছু দেখতে পাচ্ছিনা।

হলুদ হিজড়ে : অ্যাঁ? কী বলছো? কী মাছ উঠেছে? চিংড়ি।

ধূসর হিজড়ে : কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছিনা।

হলুদ হিজড়ে : কী আছে তোমার মধ্যে? কী আছে?

সবুজ হিজড়ে : কিচ্ছু না, কিন্তু ··

[অকস্মাৎ ধূসর হিজড়ে কুঠারের এককোপে নিজেই নিজের মুণ্ডু উড়িয়ে তার ধড় থেকে ! তার ক্ষতস্থান থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে, এবং কালো হিজড়ে তাই দেখে মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ।]

কমলা হিজড়ে : কিন্তু, এই 'কিচ্ছু না'-র ভেতরেই তো আছে সবকিছু ।

ইনডিগো হিজড়ে : কিছুতেই কিছু যায় আসে না ;

বাদামী হিজড়ে : সবই হাস্যকর । প্রহেলিকা ।

ভায়োলেট হিজড়ে [চীৎকার করে] : প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা, প্রতিহিংসা ।
—আমিই মাংসকে তার আদিম বেদনা চিনিয়েছি । আমিই মানুষকে দিয়েছি আদিম যূথবদ্ধতার বদলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বহ্নিজ্বালা, চাষবাসের নিজস্ব আবাদ, জ্ঞান, নিষিদ্ধ আপেল, কাম, রিরংসা ও বিবাহপ্রথা, পরিবার ও বর্ণমালা, আত্মমৈথুন, একক প্রয়াস, জটিলতা, ধড় থেকে মুণ্ডু খসে-পড়া, অতিকথন, মিথ্যাভাষণ, নৈরাজ্য ও রাষ্ট্রব্যবস্থা—আমিই ঈশ্বর । সবাই আমাকে ভয় করে, সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে, (কেননা, ভালোবাসা থেকে নয়, ভয় থেকে জন্ম নেয় শ্রদ্ধা) এবং অন্ধত্ব ।

[সে চকিতে ইনডিগো হিজড়ের হাত থেকে করাতটা কেড়ে নিয়ে নিশ্চেতন ও মুহ্যমান কালো হিজড়ের হাত-পা-ডানা প্রভৃতি কেটে ফ্যালে, এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বলাৎকার করে ; (ঝাঁপানোর সময় তার মুণ্ডু খসে পড়ে ।)

বন্দুকের শব্দ । মাস্তুলের শীর্ষে সেই বহুবর্ণ বর্তুল বেলুনটা ফেটে যায় ।]

হলুদ হিজড়ে : ঘুমন্ত নারীর গর্ভে ইঁদুরেরা রেখে গেলো দাঁতের স্বাক্ষর !

বাদামী হিজড়ে : মৃত্যু ও মৃত্যুর দ্বৈত-সঙ্গম, বিভ্রম ।

কালো হিজড়ে [নির্জ্ঞান সংলাপ] : উফ্, কী ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে, রোগগ্রস্ত তোমার শরীর ।

ভায়োলেট হিজড়ে : তোমার শিশুর মতো কোমল অন্ধকার ।

গোলাপী হিজড়ে [চীৎকার করে] : না—

[এমনসময়, অকস্মাৎ, তীব্রস্বরে সাইরেণ ও পাগলাঘণ্টি বেজে ওঠে । সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ইতিউতি দৌড়োদৌড়ি করে উৎকণ্ঠায় । দিশেহারা স্কার্লেট হিজড়ে পালাতে গিয়ে হোঁচট খায়, পড়ে যায় এবং মাটির থেকে ধূসর হিজড়ের কাটা মুণ্ডুটা তুলে নিয়ে সেখানেই জুতোর বুরুশ ঘষতে থাকে ক্ষিপ্রহাতে !

সাইরেনের শব্দ শুনে ভায়োলেট হিজড়ে চকিতে উঠে দাঁড়ায়, নিজের মুণ্ডুটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে শরীরে লাগিয়ে নেয় ঠিকঠাক, যথাযথ , এবং স্থানত্যাগের পূর্বে স্কার্লেট হিজড়েকে একটা লাথি মারে ।]

ইনডিগো হিজড়ে : মরুক্‌, শালা অন্ধ ।

[তারা দৌড়ে চলে যায় মঞ্চ থেকে ।]

স্কার্লেট হিজড়ে [আর্তনাদ করে] : হা ঈশ্বর । অবশেষে তুমিও আমাকে ছেড়ে গেলে ?

[ক্ষিপ্রবেগে একটা হাতী-সদৃশ শুঁড়ওয়ালা মোটরগাড়ি মঞ্চে ঢুকে স্কার্লেট-কে চাপা দিয়ে যায় ।

অন্ধকার ।]

কালো হিজড়ে [খানিকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের প্রতি] : কী আজগুবি ছদ্ম-নাটুকেপনা হলো দেখলেন এ্যাতোক্ষণ – নিষ্ফল মেলোড্রামা । ...আসল কথা হলো কি জানেন, আমি নীল ছেলে বিয়োব । আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান । ঠিক জন্মাবে ।

[স্তব্ধতা ।]

৬

[পিয়ানোয় বিঠোফেন-প্রণীত 'ফ্যুর-আলিস্'-এর সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ।
স্তব্ধতা।
জ্যোৎস্নায়-ধোয়া ছায়াঘন এক নীল তেঁতুলগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেত হিজড়ে। তেঁতুলগাছের মাথায় চাঁদ উঠেছে—হলুদ। এবং মেঘ। হাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা উড়ছে।
প্রেক্ষাপটে শাদা পাহাড়চূড়া।]

শ্বেত হিজড়ে : খোকা ঘুমো-ঘুমো।
তেঁতুলতলায় ঝরছে শিশির—চাঁদের হলুদ চুমো।
ঘুমপাড়ানি মাসী-পিসী দুধের বন্‌কাপাসি।
খোকার ঠোঁটে-ঠোঁটে ছোঁয়াতেই দুধের জ্যোৎস্নারাশি।
বনের মধ্যে টিয়ে।
আকাশজোড়া মেঘগুলো যায় তেঁতুলতলা দিয়ে।
তেঁতুলতলায় জলের শব্দ। জলের নিচে গহিন উরু, ঘুমন্ত ডালপালা।
চোখে এসো ঘুমের গন্ধ দুধের গন্ধ মেঘের গন্ধ—খোকার ঠোঁটে জ্বালা।
জ্বালা জুড়োয় জ্বালা জুড়োয়—স্বপ্ন-ধোয়া লোনা।
পদ্মফুলের মাথায় দুলছে বিশাল চাঁদের ফণা।
প্রতিভা প্রেম হারিয়ে গেছে হঠাৎ অন্ধকারে।
জঠর থেকে উল্কাপ্রপাত ঠিকরে পড়ে দূরের নীলপাহাড়ে।
বৃষ্টি ঝিরিঝিরি।
মেঘের ধূসর খিলানস্তম্ভ—মেঘের ভাঙা সিঁড়ি।
ঝাউগাছালি বকের মতো চঞ্চু বাড়িয়ে।
নিভৃত, স্থির ও নিষ্পলক রইলো দাঁড়িয়ে।
মেঘের ক্ষতে বকের চঞ্চু, ঝাউগাছালির ধ্বনি।
মেঘের সিংহাসনে শঙ্খের হলুদ কূর্মযোনি।
উলুকেতু ঢুলুকেতু চাঁদের দেশে যাও।

কলায় থোড়ে ভাসন্ত দুই উরুসন্ধি খাও।
উরুসন্ধির বরফ।
চাঁদের শাদা হরফ।
চাঁদের শরীর মিথুনগর্ভে কাঁপছে মেঘের জ্বরে।
সোনা ঝুরঝুর্ বালি ঝুরঝুর্ বৃষ্টি খাঁ-খাঁ করে॥

[সে আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। বাতাসে ঝাউয়ের শব্দ; আর কিসের হাহাকার]।

৭

[উজ্জ্বল ভোজসভা। সেখানে, সমবেত হিজড়েবৃন্দ হুবহু লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-অঙ্কিত 'লাস্ট সাপার'-এর ভঙ্গিতে বসে আছে (নীল হিজড়ে ক্রাইস্টের স্থানে)। তাদের সামনে, টেবিলের উপর, স্তূপীকৃত খাদ্য-সামগ্রী (প্রায় সবরকমের), মদের বোতল, রুমাল, ন্যাপকিন, মোমবাতি ইত্যাদি প্রজ্জ্বলিত।
মঞ্চের দু-ধারে দু টি কলাগাছ, ধানের ছড়া, আম্রপল্লবের ঘট।
শঙ্খধ্বনি।
প্রেক্ষাপটে আক্রমণাত্মক ডানাওয়ালা সিংহ চিত্রার্পিত।]

নীল হিজড়ে [রুটি খণ্ড-খণ্ড করে ছিঁড়ে, পানপাত্র উর্দ্ধে তুলে ধরে] : এই
আমার শরীর, আমার রক্ত।

বাদামী হিজড়ে : (ধন্যবাদ, স্বর্গীয় পশমক্রান্তি, ধন্যবাদ, মাংসল রূপক, ধন্যবাদ !)
যা পেয়েছি, তা যথেষ্ট। অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্য নেই
প্লুতচক্ষু প্রতিধ্বনি, সংক্ষিপ্ত জলন্ত কনীনিকা
দৃশ্যস্রোতে যা পায় তা শরীরা ধুলোর শুধু এই
ক্ষণিকের প্রতিবিম্ব : প্রজনন, মর-প্রহেলিকা—
(ধন্যবাদ হে প্রয়াণ, ধন্যবাদ প্রসবিতৃ, উদ্বৃত্ত ক্রীড়ক, ধন্যবাদ !)

স্কার্লেট হিজড়ে [ললিপপ চুষতে-চুষতে] :
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহ পরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

লাল হিজড়ে : ক্রুশবিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টিকে ধন্যবাদ !

হলুদ হিজড়ে : সংসদীয় ভোজসভা, ১৯৭৭।

সমবেত হিজড়েবৃন্দ : জয় হোক্ মানুষের।
ঐ নবজাতকের।
ঐ চিরজীবিতের॥

['ইণ্টারন্যাশনাল।']

হলুদ হিজড়ে : ১৯৭৭।

নীল হিজড়ে : আমি ছিলাম, আমি থাকবো, আমি আছি :

আমি আছি পদ্মের জলন্ত সিংহাসনে,
কর্ণসুবর্ণের অন্ধকারে, বাতাসের নিশ্ছিদ্র চীৎকারে,
আমি ঘুমিয়ে আছি কাঠবিড়ালী ও রেল-শ্রমিকের শার্ট-পাজামার তলায়,
কেয়াপাতার কান্নায়,
ধানক্ষেত, ব্রুকলিন ব্রিজ, বিভ্রান্ত উপলে,
শস্তের বর্ণনা ও কাস্তের কামাচ্ছন্ন বাসনায়,
মরচে-পড়া পেরেক ও ছেঁড়া জুতোর নিরস্ত্র গুহায়,
বাসনকোষণ, আসবাবপত্র, ছুতোরের সহাস্য র‍্যাঁদায়,
কুমারী-কোষের প্রজননে :
(আমি সেই কৃষক, যে-নাকি কিংবদন্তীর দৈত্য, সেই চক্ষু
যে-উপকথার নাবিক, সেই কান্না
যা-করাতকলের জিহ্বা,
নাক্ষত্রিক রাজমিস্ত্রী ও মহানগরীর কণ্ঠ,
অ্যাস্ট্রোনটের হাতঘড়ি,
মেশিনের শ্বেত পায়রা-সংঘ,
কম্পিউটারের পদ্ম) :
আমি সংখ্যাতীত মানুষ ও সমবেত জলন্ত একক ;
অন্নের ইমাগো : আমি
ঘুমিয়ে আছি বাঁজা সময়ের স্ফীতগর্ভে, আমার
দুর্বোধ্য পাকস্থলীর নিচে, বারান্দার তলায়,
বৈদ্যুতিক ব্রাজিল ও সাংহাই,
নৈশ-ভেনিজুয়েলার আবরণে,
কিউবার নিঃশব্দ আখক্ষেতে,
রূপসী ইনকিলাব !
গর্ভিনী ইনকিলাব !
ঈপ্সিতা ইনকিলাব !

তুমি আমাকে নবজন্ম দাও ; তোমার
পুরনো পোশাক, সংবিধান ও মাছিটাকে ছুঁড়ে দাও জলন্ত ডাস্টবিনে—
কাগজ ও কমলালেবুকে থেঁৎলে দাও হৃৎপিণ্ডের নিচে ; দেখবে :
গোলাপের ঘ্রাণ ছিঁড়ে উঠে আসছে পাখ্‌না, রুটি, পুষণ, মৌমাছি !
পদ্মের করাত।

শ্বেত হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো] :

আমার জরায়ুতে অন্ধকার এক ক্রমশ বেড়ে ওঠে
আমারই স্নেহ থেকে আমাকে দেবে ব্যথা, মায়াবী আলোরেখা
আঁধার ছেঁকে-ছেঁকে জন্ম হয় এই পদ্মকামনার
আমার পেটে বাড়ে মাংস-আঁধারের বিশাল ক্রুশকাঠ !

লাল হিজড়ে : ক্রুশবিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টিকে ধন্যবাদ !

সবুজ হিজড়ে : সংসদীয় ভোজসভা, ১৯৭৭।

[বজ্রপাত।]

হলুদ হিজড়ে [পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে] : হিজড়েদের নিয়ে নাটক লেখা তাহলে ঠিক ততোটা সহজ না—

গোলাপী হিজড়ে : অন্নের কুয়াশা।

বাদামী হিজড়ে [পানপাত্রে চুমুক দিয়ে, শূন্যে ঠ্যাং তুলে ধরে] : স্বপ্ন চায় মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে এবং বহির্জগতের সক্রিয় আঘাতে যাতে স্বপ্নদ্রষ্টার ঘুম না-ব্যাহত হয় ; তাই, বাস্তবকে করে তোলে প্রবৃত্তির অন্ধ ক্রীড়নক !

ভায়োলেট হিজড়ে : বাঃ, রুই মাছের স্বাদটাতো বেশ চমৎকার হে !

লাল হিজড়ে : এবং, কবিতার কাজ অবশ্য এর ঠিক উল্টো—কেননা তা প্রবৃত্তিকেই বাস্তবের সঙ্গে অভিযোজিত করতে চায়, বাস্তবের সঙ্গে তার আরোপ -কৌশল রপ্ত করতে সাহায্য করে। কবিতা তাই একটা সামাজিক ক্রিয়া, যা সমাজনির্ণীত ভাষা এবং শব্দসমূহের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে (শব্দ, যা চিন্তা এবং ধ্বনির সংশ্লেষ।) কবিতার আবেদন তাই, গদ্যের চেয়ে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বের অনেক নিকটবর্ত্তী ও সামগ্রিক—যেহেতু শব্দ বহন করেঃ ধ্বনি, তার শারীরিক ব্যঞ্জনা ; এবং চিন্তা, যা তার মানসিক দ্যোতনা।

কমলা হিজড়ে : বস্তুকে তার দোষগুণ থেকে বিচ্যুত করে বর্ণনা করা অসম্ভব।

দৃশ্যপ্রতীতীর মধ্যে দ্রষ্টার চেতনা একাকার হয়ে আছে।

[তিনবার কাক ডেকে ওঠে।]

সবুজ হিজড়ে: হে অগ্নি। তুমি যজ্ঞসকলের জলন্ত রাজা, সত্যের জলন্ত রক্ষাকর্তা, প্রতিপালন করো তুমি আমাদের।

হলুদ হিজড়ে: আর গুহাকন্দরের অন্নপ্রস্তরগুলিকে পরিণত করো আগ্নেয় রুটিতে।

শ্বেত হিজড়ে: উঠ উঠ সূয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি খাইয়া।

['ইণ্টারন্যাশনাল।']

নীল হিজড়ে: আমি তোমাদের দেবো অবগাহন, সংগীত, শৃঙ্খলা,
বন্দুক ও বাতিদান,
সশস্ত্র উত্থান,

নাক্ষত্রিক কারুকার্য-খচিত আংটি, বজ্রের ডালপালা,
নক্ষত্রের দোল্না,
আমি তোমাদের দেবো রুটি, চিন্তা, কোয়াড্রফোনিক কাস্তে,
লাল ঝরোকার কান্না,
ফ্যাক্টরীর টিনশেড, হাসপাতাল, শাদা কাগজ ও খনির কাল্‌চে কয়লার তাঁতবস্ত্র,
ইস্পাতের মেঘ।
শ্রম এবং স্বপ্ন, স্বপ্ন এবং শ্রম,—মাংসের উত্থিত বর্ণমালা,
সংগ্রাম: হে পারমাণবিক চুল্লি!
সংগ্রাম: হে ময়ূরের পেখম!
সংগ্রাম: হে শিকড়ের দ্যুতি!
যথাসর্বস্ব যা আমার—ক্ষুধা, চক্ষু, অস্ত্রের চীৎকার,
যথাসর্বস্ব যা আমার—প্রজ্ঞা, লিঙ্গ, উরুর নৈঃশব্দ্য,
সূর্যনারঙ্গের ঝিকিমিকি,
যথাসর্বস্ব যা আমার—সংঘাত, সংসর্গ,
স্ফোটন, প্রক্ষেপ, মেঘ-বিলেপন—সর্বস্ব যা আমার:
কমরেড, একুশ
শতাব্দী!
আমি তোমাদের দেবো প্রকল্প ও উৎপাদন, দিনযাপন ও গেরিলা-কর্মসূচী,

শেখাব কী করে বাঁচতে হয় এবং আরো
ভালো করে বাঁচার জন্যে কেমনতরো মৃত্যু বেছে নিতে হয়
তাৎক্ষণিক। কেমন করে
পুরনো শরীর নতুন হয়ে ওঠে :
স্ফীতনাসিকা নাগকেশর, ওষ্ঠের প্রস্তর-উপগ্রহ,
শস্যের সোনালি জিহ্বা, উডন্ত রেণুর দৃশ্যগন্ধ,
কৃষিজাতকের কাস্তে, লাল চীন, বিস্ফোরক ক্ষুধা,
লাতিন আমেরিকা,
প্রতিটি নিস্ফল অপরাহ্ণ আমাকে নতুন ভোরের দিকে টানে, অভিপ্রেত
চৌদিকে মেকংস্রোত, অ্যাঙ্গোলা অঙ্গারবর্ণ, হ্যানয়ের বাহু,
আমাকে টেনে নিয়েছে তার সঠিক উষ্মের মধ্যিখানে
যেখানে মা তার ছেলের জন্য খাবার রাঁধছে, শিশুর জন্যে সেলাই করছে নক্ষত্রের
শার্ট—

না, কিছুই আমাকে বন্দী করতে পারেনি, পারবেনা,
না, কিছুই আমাকে হত্যা করতে পারেনি, পারবেনা,
(আমি যাই শস্য ও গম্বুজময় প্লাসেণ্টার আর্দ্র অন্ধকারে, নাক্ষত্রিক
মৃত্যুর বিকট ক্রুশপল্লী ছিঁড়ে আমি যাব মাংসের জ্বলন্ত পদ্মদেশে),
হে শল্যচিকিৎসকের কাঁচি, হে ওক্লাহোমার প্রেইরি, হে উরুগুয়ের গীটার,
হে মৌরীগ্রামের সৌরভ, হে আলজেরিয়ার লৌহ, হে প্রবালদ্বীপের ওষ্ঠ,
আমস্টার্ডামের ডানা, গোরস্থানের অঙ্গুলি,
রুটির গোপন অন্ধকার,
আমাকে নতুন জন্ম দাও।
(বজ্রের মর্মরধ্বনি , বুদ্বুদ ও নৈশ-বাতিদান।)
[ময়ূরের ডাক।]
কালো হিজড়ে : হে ঋষিদৃষ্ট বর্ণমালা! হে শ্রেণীসংগ্রামের রক্তশরীর! হে উদ্বর্তনের ঋত্বিক! হে বজ্রফেণার নৈঃশব্দ্য! — আমাদের দাও তোমার অভিজ্ঞতার রুটিবিদ্যুৎ, তোমার নতুন পোশাক ও শরীরের আরোপকৌশল ; পাথরের ডানা। দাও কুসুমের কঠোর শিকড়-সিংহাসন। বলো, কোথা থেকে তুমি আসছো, কোথা যাবে, বলো, জীবনের অর্থ আছে কিনা ?

['ইণ্টারন্যাশনাল।']

লাল হিজড়ে : নির্জ্ঞান ছিলো আহরণ, বোবা কান্না ;
তারপর এলো শ্রম ও ভাষার প্রস্তর ,
নরপ্রগতির প্রতিবন্ধক ঈশ্বর :
দ্রব্য, পণ্য, বিনিময়-প্রথা, রান্না ;

নীল হিজড়ে : দিয়ে গেলো শ্রমবিভাগ, শ্রেণী ও রাষ্ট্র
(মেঘ ও চাঁদের রতিমিলনের শীৎকার
প্রপর্ণচিৎ কুসুমের মতো ত্রস্ত) ;
নৈরাশ্য ও অরাজকতার চীৎকার—

লাল হিজড়ে : টেনেছে যেখানে আণবিক ক্রুশকাষ্ঠ !
মেঘকক্ষ ও ময়ূরী, (দৃশ্যকবিতার ক্লীব কলরব) ;
পদ্মের রেণু, কারখানা, ক্ষুধা. স্ফটিকের তাঁতবস্ত্র,
নক্ষত্রের দোলনা, প্রয়াণ, ভ্রূণমাংসের অস্ত্র,
টেনেছে যেখানে স্বল্পনি, কাস্তে-পায়রার ধ্বনি, বাস্তব—
পারমাণবিক চুল্লি, প্রজাতি, স্রোত, প্রজাপতি, মন্ত্র :

নীল হিজড়ে : "মৃত্যুর প্রতিষেধক সাম্যতন্ত্র !"

ধূসর হিজড়ে [টেবিল চাপ্ড়ে] : মিথ্যে কথা ! —মৃত্যুকে কেউ কোনদিন এড়াতে পারেনি। মৃত্যু·· অলঙ্ঘ্য, অদৃশ্য, অপরিচিত—এক অদ্ভুত মায়াবী শূন্যতা, নিষ্ফল, অনুর্বর ; অথচ কী রাজকীয়, কী সর্বগ্রাসী ! শরীরের নিশ্চিত সম্ভাবনার সম্রাট ! মৃত্যু আমাদের ভালোবাসতে শেখায়, বেঁচে থাকতে শেখায়, গান গাইতে শেখায়, স্বপ্ন দেখতে শেখায়, চুমু খেতে শেখায়, ঘুমোতে শেখায় এবং জন্মের মুহূর্ত থেকে স্তব্ধতায় অবলোকন করে, প্রতিপালন করে—মৃত্যুর সংস্রব ছাড়া এক মুহূর্তও আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয় !
We all LIVE our own DEATH.

[সে একটি আপেলে কামড় দ্যায়। ট্রেনের হুইসিল।]

বাদামী হিজড়ে : মৃত্যু তো নিছক ঘটনা।

কালো হিজড়ে : উরুসন্ধির বরফ।

নীল হিজড়ে : মৃত্যু এক অলঙ্ঘ্য সংহনন। আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর নর-শরীর তো অমর বস্তুকণিকারই টিঁকে থাকার একটা অবস্থামাত্র—

মৃত্যুতে যা অন্যতর রূপপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যু নিয়ে বেশি শোকগ্রস্ত হওয়া অতএব স্রেফ্ বুর্জোয়া ন্যাকামি!

সবুজ হিজড়ে [কোকা-কোলায় চুমুক দিয়ে] : আমি তো বরং বিশ্বাস করি : 'মৃত্যু আছে'—একথা জানতে পেরে আমরা জীবনের অর্থ আরো বেশি করে খুঁজে পাই ; এক মুহূর্তও নষ্ট হতে দিইনা। (আমি একথা বলছি যন্ত্রসভ্যতার সপক্ষে)।

লাল হিজড়ে : Life is as beautiful as you make it.

[ময়ূরের ডাক।]

নীল হিজড়ে : পৃথিবীর উরুদ্বয়ে নৃত্য করো, হে শ্বেতময়ূর!
আমাকে ফিরিয়ে দাও আমার হারানো কণ্ঠস্বর, চক্ষুতারকার ঢেউ,
গণিত ও উজ্জ্বল তাহিতি,
যাতে আমি বিজ্ঞান ও দৃশ্যশৃঙ্খলার মধ্যে ভেসে যেতে পারি,
যাতে আমি দেখতে পাই জিহ্বার প্রপাত, হাত, পায়রা ও পিস্টন, অস্ট্রেলিয়া,
যাতে আমি দেখতে পারি কী বিশাল ভালোবাসা আবৃত রেখেছে লেলিহান ক্ষতমুখ
উদ্ভিদের ঝর্ণাজল, লোধ্ররেণু, প্রজাপতির পাখ্না,
আরব্ধ মিথুন, বৃষ্টি, মেঘকক্ষ, নক্ষত্রের দোল্না,
তামাক ও রেড-ইনডিয়ানের স্বর্গ, নিউজিল্যাণ্ড বা ক্ষত বুমেরাং,
ছাপাখানার অন্ধকার, পারমাণবিক টিউবরেল, টিউনিশিয়া, ক্যাক্টাসের ঝড়,
পোড়া পর্তুগাল থেকে সমুদ্রের নীল হাওয়া, শাদা ফেণা, শর্করার দাঁত ;
আকাশসড়কে ছেঁড়া ন্যাকড়া-কুড়ুনির মতো পাৎলা হল্দে চাঁদ
বুদ্বুদ ও মেঘের সংকেত ছাপে হাঙ্গেরীর ফ্যাক্টরীসমূহে ;
চেকোস্লাভাকিয়া যেন বিদ্রোহী রোবটযন্ত্র, ছেঁড়া স্প্রিং, ভাঙা হাতঘড়ি ;
স্ফটিকের দাঁত, শবোত্থান,
নাক্ষত্রিক কুকুর, নরকের প্রহরী, ইস্রায়েল,
শিলীভূত ফিলিপিন, করাত ও পুস্তকরাশি, হংকঙের ক্লাউন,
অঙ্গারের জলন্ত প্রহর,
ঝাউবকের চঞ্চু, কান্না, হরপ্পার লিপি,
বাতাসের নীল মরুভূমি, প্যালেস্টাইন,
আমি দাঁতে ছিঁড়ে নখে ছিঁড়ে অস্ত্র ও সংগীতে ছিঁড়ে তছনছ করে দিতে চাই
সংসদ-সদৃশ নৈশ-মূত্রাশয়, ঔপনিবেশিক বিষ্ঠাপাত,

মুদ্রা, শবাচ্ছাদ, পেট্রোডলারের বিষাদ-প্রতিমা,
সামন্ততান্ত্রিক ক্রুশকাষ্ঠের অরণ্য,
যাতে আমি দেখতে পাই বাষ্পের হীরকখণ্ড, মেঘের পল্লব, পপিফুল,
পজিট্রন, ঊষার ট্রামপেট,
যাতে আমি খনি-শ্রমিকের কাল্‌চে ফুশফুশের মধ্যে দিয়ে ভেসে যেতে পারি,
দেখতে পাই স্বরব্যঞ্জনের সিঁড়ি, রাষ্ট্রের বিনাশ, গাছগাছালি
আমি চাই জ্যামিতির ফুল থেকে বৈদ্যুতিক মোচড় ও পরিব্রাজকের লাল জুতো,
আমি চাই আমিষ উল্কার ফেণা, শ্বেতময়ূর, হাতুড়ির ও র‍্যাবোর সংশ্লেষ—
পদ্মদেশ ,
(লেনিনগ্রাদের থেকে অনশ্বর জলন্ত অয়শ্চক্রে— আনন্দপুরম্ ।)
কমলা হিজড়ে : ওর মধ্যে দিয়ে আমার নীল বালক কথা বলছে—
লাল হিজড়ে : আমাদের অপাপবিদ্ধা কুমারী র‍্যাবো-মাতাকে ধন্যবাদ !
[ময়ূরের ডাক ।]
শ্বেত হিজড়ে : আমি নীল ছেলে বিয়োব। দেখো ঠিক। আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান। ঠিক জন্মাবে।
সবুজ হিজড়ে : অহল্যা, মাটির অন্ধকার থেকে ছেঁকে তোলে মাংসের নিভৃত শস্য
গর্ভের আদিত্যরেণু, সহস্র
নক্ষত্রযোনি-খচিত
আকাশ।
কালো হিজড়ে : আমি নীল ছেলে বিয়োব। দেখো ঠিক। আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান। ঠিক জন্মাবে।
গোলাপী হিজড়ে : স্ফটিকের আয়না।
[ট্রেণের হুইসিল্ ।]
ধূসর হিজড়ে [পানপাত্রে চুমুক দিয়ে] : এক পেয়ালা বিষ : এক পেয়ালা আকাশ ,
গোলাপী হিজড়ে : অন্নের কুয়াশা।
ইনডিগো হিজড়ে : মনীষার ছাই
বাদামী হিজড়ে : এসো, এইবার তবে ব্রেশ্‌ট, স্ট্রীন্দবের্গ এবংক্রিস্টোফার কডওয়েল থেকে কিছু মূল্যবান কথাবার্তা নির্দ্বিধায় গাঁড়া মারা যাক্।
[ঝাঁঝরের ঝড় ।]

ধূসর হিজড়ে : ফুলে-ফুঁশে উঠেছে ক্রোধে সমুদ্রের উদ্ধত কুহেলি
অসংখ্য মোষের শিং—ঢেউয়ের বিহ্বল ওঠাপড়া
নির্বাসিত আমি সেই সহজ পাতালে, সেই জলজ গভীরে, মৃত্যু।
মৃত্যু, তোমার ভক্ষ্য শুধু ঝকমকে উজ্জ্বল জুনিপোকা
জুনিপার-বনের ব্যাপ্ত কঠিন স্তব্ধতা—
স্বপ্ন যেমি নিদ্রিতের নিঃসঙ্গ বিকার।

হলুদ হিজড়ে [শ্যাম্পেনের ছিপি খুলে] : এই স্বপ্ননাট্যে·· লেখক চেয়েছে স্বপ্নের অসংলগ্ন কিন্তু আপাত-যুক্তিসংগত অবয়বের অনুকরণ। যে-কোনো কিছুই ঘটতে পারে : সবকিছুই সম্ভব এবং সম্ভাব্য। দেশ-কালের অস্তিত্ব নেই : বাস্তবতার এক নগণ্য ভিত্তিভূমির উপর কল্পনা বিঘূর্ণিত হয় এবং বুনন করে নতুন-নতুন নক্শা বা প্যাটার্ন : স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, বিশৃঙ্খল কল্পনা, কিমিতি এবং স্বকীয় উন্নতিসাধনের সংমিশ্রণে। চরিত্রসমূহ এখানে বিচ্ছিন্ন, দ্বিখণ্ডিত এবং বহুগুণান্বিত : অবলুপ্ত ও ঘনীভূত, বিক্ষেপিত এবং কেন্দ্রীভূত। কিন্তু যে একক অনন্য চেতনা তাদের সকলকে ধারণ করে আছে—তা হলো স্বপ্নদ্রষ্টার চেতনা।

[চাইকভস্কির 'সোয়ান লেক।']

কমলা হিজড়ে :

আশ্রয় দাও আমাকে রোরো নদী, ক্যানারি, হাভানা, কাঠগোলাপ,
আশ্রয় দাও আমাকে ময়ূরাক্ষী, ভোর, পেঙ্গুইন, ভোল্‌গোগ্রাদ—
আমি ভেঙে ফেলতে চাই কাঁচের ব্রিটেন বন্দীশালা ও সংলগ্ন
কোথায় সেই কাঠ-চেরাইয়ের শব্দ ঘ্যাস্‌ঘ্যাসে ছুতোর
যে-চুমু খেয়েছিলো আংটি-পরা ডালপালাব কাঠের আঙুলে,
কোথায় সেহ করাত যা চিরে ফেলেছিলো উইপোকার ন্যু-ইয়র্ক
ঘুমের সোনারপুর, স্বপ্নের ফ্লোরেন্স,
অ্যালিস ঝর্ণার প্রান্তে স্বপ্ন শোকগাথা গাঁথে মর্মরফলকে।

সবুজ হিজড়ে : ও নদী, ও নীলপদ্ম,
নীল তিস্তা, নীলস্রোত, মরালীর গ্রীবা
ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টির ঝিনুক (বর্ণালির ভাসমান সিঁড়ি)
হে প্রিয়কণ্ঠ, প্লুতকণ্ঠ- ইস্পাতের নেঘ

যখন আমি ভেঁতো নক্ষত্রের ধাতুশিকড়ের দিকে
যখন আমি ভেসে যাই ধূসর আমব্রেলার মুহ্যমান দূরত্বের দিকে—
হে বৃষ্টি, হা প্রেতকণ্ঠ! গোলাপের ঠোঁটে শ্বেতচুম্বু, মুখ-
গহ্বরে শ্ব-মেঘ (মানুষ কি কখনো সুখী হবে ?)
তুমি কেন জ্যামিতির ফুল থেকে উত্থিত মাংসের বর্ণমালা
তুমি কেন কুসুমের হাসপাতাল, অষ্টম ভ্রূণের গন্ধ, সূর্যনারঙ্গের
ঝিকিমিকি

ও নারী, ও নীলপদ্ম,
নীল তিস্তা, নীল স্রোত, মরালীর গ্রীবা।

কমলা হিজড়ে : জয় হোক্ মানুষের। পদ্মের প্রতিভা।

হলুদ হিজড়ে : পুরাণের থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। (ঈশ্বর কি
সত্যিই আছেন ?) উৎসঝর্ণা
চুম্বকের নীলস্রোত, নীল তিস্তা, বৈদ্যুতিক নীল পারাপ্লুই
নীল নারী, নীল চক্ষু, উপলখণ্ডের
নক্ষত্রখচিত নীল পা।

কমলা হিজড়ে : জয় হোক্ মানুষের। পদ্মের প্রতিভা।

গোলাপী হিজড়ে : ও চাঁদ, ও পদ্মের ক্রেংকার,
রেখার মধ্যে বেড়ে ওঠে দূরত্ব
রংয়ের গভীরে বৃষ্টিপাত, মাংসমেঘ
অষ্টম ভ্রূণের কণ্ঠ কথা বলে গোলাপের কানে,
নৈশ-ঝিনুকের কানে
দূরবিসর্পী
সমুদ্রের নীল হাওয়ার লৌহ-কণ্ঠস্বর,
সিংহের সোনালি হুঙ্কার,
বিছানায় ঝরে-পড়া স্বপ্নের কোরক,
হা বাহুবন্ধন, ঋতু, প্রক্ষেপণ, ঝঞ্চাবান্ শৈত্যের কুরঙ্গ,
কেয়াপাতার কান্না, শঙ্খসমুদ্রের গ্রীবা—
(বজ্রফেণার নৈঃশব্দ্য)
রেখার মধ্যে বেড়ে ওঠে দূরত্ব
রংয়ের গভীরে রক্তপাত

আর স্মৃতির মধ্যে আমার ক্যাক্টাস এবং কুয়াশা এবং শূন্য বালুতটে কুকুরের
অস্পষ্ট স্বরের স্খলিত প্রতিধ্বনি।

শিং-ওয়ালা মৌমাছি।

লাল হিজড়েঃ পিতৃনির্দেশে সৃজন করেছি ঈশ্বর; ভঙ্গুর বজ্রপাতে
রাজকীয় মুখব্যাদানের আস্বাদ আর আমি চাই না।
আমি চাই
উত্থানভঙ্গিমা; শরীরে
খোদাই-করা নাদব্রহ্ম; চাষবাসের
কারিকুরি; ঘরকন্নার
টুকিটাকি; হস্তশিল্পের
নাক্ষত্রক্ষিপ্রতা। আমি চাই
শুঁয়োপোকার তলপেটের বারান্দা, নীলকান্তমণি- কান্তার,
আর রূপকথার রং-বেরঙের
রুমাল-ওড়ানোর স্থাপত্য।

[শঙ্খধ্বনি।]

শ্বেত হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো]: আজ ভোরবেলা আমি একটা আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। তখন কুয়াশা কেটে গেছে; [তিনবার কাক ডেকে ওঠে] নিউট্রনের বাহু তার ৭ মিনিটের জল-ন্যাকড়া, ঊষার ট্রামপেট আর থ্যাঁতলানো নারঙ্গিফুলের গন্ধ দিয়ে আমার ঝরোকার কাঁচ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে শুরু করেছে। স্ফটিকস্বচ্ছ দীঘির জলে কাকের পা; পজিট্রনের উরু। জানলার ওপাশে, দূরে, ঘনকৃষ্ণ মেঘাবরণ; সেখানে অতিকায় এক কচ্ছপের পিঠে বসে দুই ন্যাংটো নীল নারী শাদা-কালো সুতোয় তাঁত বুনছে; তাঁত বুনছে; তাঁত বুনছে এবং দ্বাদশ অর-যুক্ত একটি চাকা অনবরত ঘুরিয়ে চলেছে হলুদ শার্ট ও সবুজ হাফপ্যাণ্ট-পরা ছয় বালক···

ভায়োলেট হিজড়ে [বিরক্তভাবে]: আঃ, প্যানপ্যানাচ্ছো কেন? কী বলতে চাও বলো না—

শ্বেত হিজড়ে [গভীর স্বরে]: আমি গর্ভিনী।

ইনডিগো হিজড়ে [বিকট হেসে]: ফুঃ! হিজড়ে যেদিন মানুষ প্রসব করবে—

[বজ্রপাত।]

গোলাপী হিজড়ে : 'বাস্তবতা' হচ্ছে আমাদের অ্যাকিলিসের রোরুদ্যমান গোড়ালি।

বাদামী হিজড়ে [চীনেবাদামের খোলশ ভেঙে] : এবং, মঞ্চে 'সরল' চরিত্রের উপস্থাপনায় আমি আত্যন্ত অনাস্থাশীল ; মানুষ-সম্পর্কে লেখকেরা যে একতরফা মোদ্দা-রায়দানের একদেশদর্শী পদ্ধতি-প্রয়োগ করে থাকেন ; (যেমন : যে লোকটা হাঁদা, সে-হাঁদাই ; যে-পাষণ্ড, সে-পাষণ্ডই ; যে-হিংসুটে, সে-হিংসুটেই—ইত্যাদি) এই গেঁড়েমিকে আমি রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করা উচিত বলে মনে করি। ...একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে মৎপ্রণীত চরিত্রসমূহ সভ্যতার অতীত ও বর্তমান, (এমন কি ভবিষ্যৎ !) ইতিবৃত্তের স্তূপীকৃত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রন্থ ও সংবাদপত্র থেকে ছিঁড়ে তোলা উদ্ধৃতি, মানবতার বাতিল অংশ, ছেঁড়া ন্যাকড়ায় পরিণত পুরাতন-প্রথার পোশাক-পরিচ্ছদের শতছিন্ন টুক্‌রো—ঠিক যেরকম 'আত্মা' নিজেই জোড়াতালি দেওয়া একটা বস্ত্র !

স্কার্লেট হিজড়ে : বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽহ পরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

ইনডিগো হিজড়ে : প্রকৃতপক্ষে, এই নাটকে আমি নতুন কিছু করার চেষ্টাও করিনি ; কেননা তা অসম্ভব। শুধু উত্তরসূরীদের জন্য যা আমার মনে হয়েছে প্রয়োজনীয়,—সেইরকম : চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে, নাটকের কাঠামো বা প্রকরণকে খানিকটা আধুনিকী-করণের চেষ্টা করেছি মাত্র। আমি, আমার চরিত্রগুলোকে বরং করে রেখেছি 'চরিত্রহীন' ; নিম্নরূপ কারণে :

হলুদ হিজড়ে : যেহেতু, 'চরিত্র' কথাটা বহুদিনের অপপ্রয়োগে নানারকম অর্থবহন করেছে ; প্রথমে, আমার মনে হয়, আত্মার জটিল বৈশিষ্ট্য-সমূহকে সূচিত করাই ছিলো চরিত্রের কাজ, যদিও তার ফলে 'মানসিকতার' সঙ্গে 'চরিত্রের' কিছুটা এলোমেলো দিশেহারা বিভ্রান্ত মিশ্রণ ঘটে যেতো। পরবর্তীকালে, এর একটা মধ্যবিত্ত

মনোভাবমূলক ব্যাখ্যা দাঁড়ালো যে—'চরিত্র' মানেই মানুষের কিছু স্বয়ংক্রিয়, অপরিবর্তনীয়, স্থাণু আচরণ। যেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্বাভাবিক আচরণে চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে গেছে, কিম্বা যে জীবনে কোনো একটি বিশেষ নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেই খতম, অর্থাৎ যে আর বেড়ে উঠনো, যার স্পন্দিত গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে, তাকেই বলা হতো 'চরিত্র।' আর, আত্মার স্থাণুতা-সম্পর্কিত এই মধ্যবিত্তদের মনোভাবই পরবর্তীকালে মঞ্চে পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত হলো। (কেননা, মঞ্চে চিরকাল গেঁড়ে মধ্যবিত্তদেরই প্রাধান্য!) ছাখা গেলো, মঞ্চে অভিনীত একটি চরিত্র মানেই জনৈক ব্যক্তি যে-বদলায় না, যার গতি নেই, যার প্রাণ নেই, যে স্থির এবং স্বয়ংসমাপ্ত। যে মঞ্চে প্রবেশ করে হয় মাতাল, নয় রহস্যরসিক, কিম্বা শোকসন্তপ্ত অবস্থায়।…

নীল হিজড়ে: বাস্তব শিল্পের চেয়ে অনেক গভীরতর, বৃহত্তর, মহত্তর, শ্রেষ্ঠতর। আমরা তাই বানানো মঞ্চসজ্জার মধ্যে এমন কোনো স্বয়ংক্রিয় সম্পূর্ণতা বা ছদ্ম-বৈজ্ঞানিকতার ভাণ করতে চাই না, যা দেখে আপনাদের মনে হবে: 'জীবন এইরকমই।' এবং এইজন্যেই আমরা তথাকথিত 'ইন্টিগ্রিটি'-নামক জিনিসটিকে পরিহার করেছি সযত্নে। প্রকৃতপক্ষে, এ-হচ্ছে জনৈক অনন্য রায়ের কিছু অসংলগ্ন স্বৈরশাসনের পরম্পরা-ভঙ্গুর সালতামামা বা নিষ্ক্রিয় দলিল, যা (খাঁটি বুর্জোয়া ধ্যানধারণার মতোই) আপনাদের আর কোনো কাজে লাগবে না, (এবং তা-ই বাঞ্ছনীয়!)।

লাল হিজড়ে: মাননীয় দর্শকবৃন্দ! আপনারা হয়তো আবিষ্কার করে অবাক হচ্ছেন যে, কেন এই প্রহসনে কবিতা ও ক্রিয়ার দূরত্ব ক্রমে বেড়েই চলেছে, তারা কিছুতেই পরস্পর-প্রবিষ্ট হচ্ছেনা!—আসলে, এই হচ্ছে বুর্জোয়া উপলব্ধির অবশ্যম্ভাবিতা—একে এড়ানো অসম্ভব। আর তাছাড়া, অনন্য রায়ের তা কাম্যও নয়, যেহেতু জীবনের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর দাবী করাটা কবিতার পক্ষে 'পাপ।'

গোলাপী হিজড়ে: 'বাস্তবতা' হচ্ছে আমাদের অ্যাকিলিসের [illegible]মান গোড়ালি।

নীল হিজড়ে : নৈরাজ্য হচ্ছে পাতি-বুর্জোয়ার ধর্ম ; কেননা তারা প্রোলেতারিয়েত
বা বুর্জোয়ার মতো উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরিভাবে
সম্পর্কযুক্ত নয়, এবং শ্রেণীগতভাবে অসংগঠিত। অতএব, তারা
ব্যক্তিগত স্বৈরাচার এবং নিশ্চেতন অন্ধ আক্রোশের সাহায্যে
সমস্তকিছুকে আঘাত করতে চায়…

কমলা হিজড়ে : …এবং পারে না। (আহত হয় তার চাইতে অনেক বেশি !)

[বজ্রপাত।]

ধূসর হিজড়ে : আপাতত, হায়, আত্মহনন শিল্পের পরিণাম—
জন্ম নেবে কি তবুও মকরগর্ভে বর্ণমালা ?
সূর্য যেমন মৃগনাভি হয়ে গন্ধ ছড়ায় সোনালি সন্ধ্যাকাশে :
মা, সেভাবে ব্যথা-শরীর প্রসব করো না !

ইনডিগো হিজড়ে : শরীর হচ্ছে মৃত্যুর প্রজাতন্ত্র !

লাল হিজড়ে : পক্ষান্তরে, প্রোলেতারিয়েত কখনোই নৈরাজ্যপন্থী নয়। প্রোলে-
তারিয়েত বরং সংগঠিত নিয়মানুবর্তীতারই পক্ষপাতী। আসলে,
নৈরাজ্যবাদীরা হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার উপর তিতিবিরক্ত
কয়েকজন বুর্জোয়া, যারা যথার্থ বুর্জোয়াসুলভভাবেই সার্বিক
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এবং যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের অবসান কামনা
করে। কিন্তু, তাসত্ত্বেও, কিছুটা বিপ্লবীসত্ত্বা তাদের আছে বৈ কি !
কেননা, তা সমগ্র বুর্জোয়া সমাজকেই ধ্বংস করতে চায়।
অথচ, সংগঠিত শক্তির অভাবে তারা কিছুতেই বুর্জোয়া রাষ্ট্র-
ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারে না। ফলত, তাদের সমস্ত আক্রোশ
গিয়ে পড়ে নিজের উপর।

নীল হিজড়ে : 'পরাবাস্তবতা' হলো সাহিত্যক্ষেত্রে বুর্জোয়ার শেষ বৈপ্লবিক
আন্দোলন। 'পরাবাস্তবতা' হলো একটি বুর্জোয়া ব্যভিচার—
যেহেতু স্যুররিয়ালিস্তরাও যথার্থ বুর্জোয়াসুলভভাবে আবশ্যিকতা
সম্পর্কে নিশ্চেতন থাকাকেই স্বাধীনতা হিসেবে গণ্য করে, এবং,
(যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্রী-মার্কেট), ঠিক তেমনি অপ্রতিরোধ্য
বিশৃঙ্খল অবাধ অনুষঙ্গের বশবর্তী হয়ে সৃজন করতে চায় এক
অবাস্তব, নিষ্ক্রিয়, ব্যক্তিগত ব্রহ্মাণ্ড,—যার কোনো সামাজিক
উপযোগিতা নেই। এতদ্বারা সূচিত হয় পরাবাস্ততার মস্তিষ্ক-

প্রসূত, দৃশ্যধ্বনিময় দ্যোতনা।

স্কার্লেট হিজড়ে : এবং, সবশেষে, সংলাপ-সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই, যে : আমি ইচ্ছে করেই চিরাচরিত ঐতিহ্যকে ভেঙে দিতে চেয়েছি—যাতে আমার সৃষ্ট নিশ্চরিত্রসমূহ যেন নিছক সওয়াল-জবাব মগ্ন ছাত্র-শিক্ষকে পরিণত না-হয়—যারা স্টেজে বসে-বসে অসহ্য বোকার মতন প্রশ্ন করে, কিছু সপ্রতিভ চালাক উত্তর টেনে বের করবার উদ্দেশ্যে। আমি সারাক্ষণ ফরাসী কথ্যভাষার গাণিতিক সমায়তনিক গঠনভঙ্গিকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছি; এবং, যেমন বাস্তবে ঘটে থাকে, মানুষের মস্তিষ্ককে তার স্বাভাবিক এলোমেলো অসংলগ্নতার স্বাধীনতা দিতে চেয়েছি; অর্থাৎ, কথোপকথনের কোনো বিষয়বস্তুই যেন তলানির দিকে মজে না-যায়, অথচ একটি চরিত্রের চিন্তাপদ্ধতি যাতে অপর এক চরিত্রের চিন্তাপদ্ধতির অসংলগ্নতার ঘূর্ণিত চাকায় দাঁতে বসে যেতে পারে। ফলশ্রুতি হিসেবে আপনাদের মনে হতে পারে যে আমার চরিত্রসমূহের কথাবার্তা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে যথেচ্ছ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, হয়তো আগেকার দৃশ্যসমূহে এমন কিছু পরিবেশিত হয়েছে যা পরবর্তী দৃশ্যে সক্রিয়, স্বীকৃত, বিকশিত এবং নির্মিত আছে; ঠিক যেমন ঘটে থাকে পাশ্চাত্য সিম্ফনি বা অর্কেস্ট্রায়।...

ইনডিগো হিজড়ে [ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে] : যা অবশ্য ঘটেনি এই ঝাপ্‌সা প্রহসনে—

হলুদ হিজড়ে : কেননা, আমরা 'ইন্টিগ্রিটি'তে আস্থা রাখিনা।

নীল হিজড়ে : জটিল দৃষ্টিভঙ্গীর অনুশীলন প্রার্থনীয়। নাট্যস্রোতের অন্তর্গত চিন্তার চাইতে নাট্যস্রোতের উর্দ্ধগত উপলব্ধি অনেক বেশি আবশ্যিক।

কমলা হিজড়ে : কবিতা, প্রায় সময়চ্ছিন্নভাবেই, এক প্রকাণ্ড প্রবৃত্তিশাসিত, অস্পষ্ট, অলঙ্ঘ্য এবং সার্বিক 'আমি'-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এ-হচ্ছে এক কিম্ভূত কুয়াশাচ্ছন্ন সমাজ-দর্পণ—উৎপাদনক্রিয়ার প্রতিবিম্বিত বিপরীতপ্রান্ত থেকে।

স্কার্লেট হিজড়ে : কি সুখ কি দুঃখ, কি আনন্দ কি সংসার, কি মঙ্গল কি অমঙ্গল,

—আমি এখন আর কিছুই চাই না। আমি আমার কামনাকে হত্যা করেছি।

ধূসর হিজড়ে: আমার পাপ আমার পাপ আমার পাপ।

ভায়োলেট হিজড়ে: শরীরের থেকে পবিত্র আর কিছুই নেই।

ইনডিগো হিজড়ে: ধ্যাৎ!

ধূসর হিজড়ে: এই টানাপোড়েন আর ভালো লাগে না
কী অসহ্য এই পোড়া মাংস, এই মৃত্যু, এই মদ,
নারীর শরীরময় আনন্দের জঘন্য সন্ত্রাস।
ভালো লাগে না ফুটো দেয়ালে পিঠ-সেঁদিয়ে বসে-থাকা ঝুলো
ভিখিরিণী ও মাছির ভোঁ-ভোঁ শব্দ জাহাজের নীলশার্ট খালাসীর
বেঁকা টিনের মতো ধারালো করুণ হাসি,
সঙ্কীর্ণ গলিপথে হারিয়ে-যাওয়া বালকের
চকিত কান্নার বিদেশী রলরোল;—অসহনীয়!

[মোটরের হর্ণ।]

হলুদ হিজড়ে: সংসদীয় ভোজসভা, ১৯৭৭।

কমলা হিজড়ে: শরীর ও মন কিছুতেই পরস্পরের সঙ্গে একাকার হচ্ছে না। কবিতার সঙ্গে ক্রিয়ার, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের, বাসনার সঙ্গে বেঁচে থাকার দুরত্ব কেবল বেড়েই চলেছে।

নীল হিজড়ে [রুটি ছিঁড়ে খেতে-খেতে]: এর কারণ অবশ্য শারীরিক ও মানসিক শ্রমের ব্যবধান ও শ্রেণীবিভাগ। এই ব্যাধির উপশম একমাত্র মাও-ৎসে-তুং-কথিত 'দু-পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে চলার' নীতিতে। আমরা, যারা মধ্যবিত্ত সমাজের আঁতেল-পরগাছা, তাদের অবশ্যকর্তব্য হলো উৎপাদনমূলক শারীরিক শ্রমের সঙ্গে, সংখ্যাতীত শ্রমজীবি মানুষের সঙ্গে, নিজেদের সংযুক্ত করা। তবেই শরীর ও চেতনা, কবিতা ও ক্রিয়া, কল্পনা ও বাস্তবতা, বাসনা ও বেঁচে থাকার ব্যবধান দুরীভূত হবে। এর কোনো অন্যথা নেই।

স্কার্লেট হিজড়ে: বিদায়, অসংলগ্নতা; বিদায়, নৈরাজ্য; বিদায়, অবাস্তবতা; বিদায়, নিষ্ক্রিয় বাক্‌সর্বস্বতা; বিদায় পুতুল জন্ম; বিদায়, বিদায়।

[শিশুর কান্নার শব্দ।]

কালো হিজড়ে : কে কাঁদছে ? কে ?

গোলাপী হিজড়ে : গর্ভের সঙ্কীর্ণ গলিপথে অন্ধ ভ্রূণশরীর পথ হারিয়েছে—তাই কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে, 'মাতা, দ্বার খোলো।'

নীল হিজড়ে [মুরগির ঠ্যাং চিবোতে-চিবোতে, সপ্রতিভ] : দর্শনশাস্ত্র প্রথম ভুল করে দ্রষ্টার থেকে দ্রষ্টব্যকে বিচ্ছিন্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, এই সক্রিয় দ্রষ্টা-দ্রষ্টব্য সম্পর্কটি মানুষের প্রকৃতি-পরিবেষ্টিত জীবন-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের যাবতীয় তত্ত্বই তার বাস্তব ক্রিয়াকর্মপ্রসূত, কোনো অযোনিসম্ভূত নির্বস্তুক ধারণা থেকে অন্য ধারণা জন্ম নেয়না, প্রতীতীর জন্ম হয় ক্রিয়াত্মক দ্বিধার সংঘর্ষে।

লাল হিজড়ে : অবশ্য, দ্রষ্টাকে দ্রষ্টব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রধান কারণ হলো নিষ্ক্রিয় ও সচেতন শোষকশ্রেণীর সঙ্গে সক্রিয় ও নিশ্চেতন শোষিত শ্রেণীর অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব—যা সমাজের সর্বস্তরেই প্রতিফলিত।

ইনডিগো হিজড়ে : By philosophizing, we all justify our limitations.

নীল হিজড়ে : Philosophers has always interpreted the world in various ways ; the point, however, is to change it.

হলুদ হিজড়ে : শিল্পে 'দুর্বোধ্যতা' হলো সমাজজীবনে সার্বিক নৈরাজ্য ও জটিলতারই প্রতিচ্ছবি।

[ট্রেনের হুইসিল।]

কমলা হিজড়ে : বাণিজ্যিক মেঘের নোঙর পড়ে চাঁদের বন্দরে !

ভায়োলেট হিজড়ে : মা হচ্ছে সংক্রামক বেশ্যা। (পৃথিবী ও পণ্যের সংলাপ)।

নীল হিজড়ে : হাতুড়ি আর পালকগুলোকে চুম্বন করো,
(মাটির সঙ্গে নীল ওষ্ঠের বৈদ্যুতিক চুমু),
বাইসাইকেল, হরিণী ও দক্ষতার গর্ভিনী নৈঃশব্দ্যে ভেসে যাও,
মেঘগুলোকে হত্যা করো অস্ত্রতন্ত্র, ঝিনুক ও চামচের সংসর্গে,
ওমেগা-মাইনাস ও মোমবাতির কান্নায় ; দেখবে :
অ্যাটমশরীর থেকে খসে পড়ছে বৈদ্যুতিক জ্বলন্ত পালক,
কে-মেসন, কেকাধ্বনি, কুসুমের ক্রুশ : হাসপাতাল !

ধূসর হিজড়ে : জ্বলন্ত জিরাফ।

লাল হিজড়ে : জলবায়ু দিয়েছে বাসনা, বাসনা দিলো কালক্রমে
বিনিময়-প্রথার শৃঙ্খল,
(পৃথিবীর প্রতিটি গ্রন্থের প্রচ্ছদে আমি দেখেছি
ডানাওয়ালা সিংহ ও শুদ্ধতার কারুকার্যময় বর্ণচ্ছটা,
ইয়ো-ইয়ো ও উপর্যুপরি সৌরক্রীড়া, হরেকরকম খেলনা,
আমি দেখেছি অন্ধকারে ইঁদুরের প্রখর জলজলে চোখ
যেন জলপ্রপাতের শব্দ,
বেশ্যা, চোর, পুরনো ভাঙা কাঠের সিঁড়ি ও শূকরের পাঁকাল
ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দে ভেসে গেছি)
শ্রদ্ধা ছিলো, ভালোবাসা ছিলো—ছিলো একটা সবসময়ের
'তাই বুঝি।'

ইনডিগো হিজড়ে : ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। (যদিও তিনি গ্রহান্তরের ক্লাব !)

স্কার্লেট হিজড়ে : ঈশ্বর আছেন কি নেই, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। তবুও, আমার মনে হয়, তিনি আছেন, (চির-পণ্যপৌত্তলিক তিনি আছেন), নইলে পৃথিবীতে এ্যাতো প্রাণ কেন, এ্যাতো শুদ্ধতা কেন, এ্যাতো কান্না কেন, সব পৌত্তলিকতার আড়ালে এ্যাতো মায়া কেন ? মাংসের আড়ালে এ্যাতো শূন্যতা !

নীল হিজড়ে : ঈশ্বর হচ্ছে মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু এবং পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার যোগফল, (যেরকম মৃত্যু ; যেরকম শ্রম-বিভাগ)। মানুষের সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমষ্টিগত অ্যাবস্ট্রাক্‌শান যেমন টাকা ; ঈশ্বর তেমনি মানুষের নানাবিধ আত্মসমর্পণের এবং ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের, (তার মৃত্যুচেতনার, তার আতঙ্কের ও যাবতীয় অসহায়তার) সমষ্টিছত্রাক বিয়োজন।—বিপ্লবী প্রোলেতারিয়েতের অবশ্যকর্তব্য হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণীবিভেদ, পরিবার ও রাষ্ট্রের অবলোপের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মন থেকে পরিত্যাজ্য ঈশ্বরচিন্তার মূলোচ্ছেদ করা। (কেননা, ঈশ্বর বাস্তবিকই নেই !)

গোলাপী হিজড়ে [দ্বিধাগ্রস্ত] : কিন্তু · তাহলে·· ঈশ্বর যদি না-ই থেকে থাকেন ; তবে···সত্য কি ?

নীল হিজড়ে : বস্তু ও শক্তির মধ্যে প্রাজ্ঞ রূপান্তর।—বস্তুজগতের কোনো শেষ

নেই; প্রথম ছিলোনা। আসলে, আদি-মধ্য-অন্ত্য-সম্পর্কিত আমাদের চেতনা দেশ-কালের ক্রম-পরম্পরার উপর নির্ভরশীল, যা ভর ও তেজের অস্তিত্বের নানাপর্যায়ক্রমিক নামান্তর। বস্তুর বাহন দেশ; সময়, গতির পরিমাপক-চেতনা। ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান প্রক্ষোভ হলো গতি। বস্তুপ্রভ গতি অনশ্বর। কিছু নাই গতি-ঘূর্ণিব্যতীত অস্তিত্ব, পদার্থ ও গতির নানা উদ্বর্তন বিনা কিছু নাই —যা ঈশ্বরপ্রসূত। পদার্থগতির ছেদ নেই; ছন্দ আছে। (যে-নির্জ্ঞান, তার কাছে এটা আকস্মিক; যে-প্রাজ্ঞ, তার কাছে এটা আবশ্যিক)। নিরিন্দ্রিয় তেজ ও ঘনেন্দ্রিয় ভর বস্তুত এক (প্রাপণীয় কালের কুসুম : পদ্মদেশ)!

লাল হিজড়ে : জয় হোক্ মানুষের। পদ্মের প্রতিভা।

ভায়োলেট হিজড়ে [চীৎকার করে] : না, মোটেই তা নয়। সত্য জিনিসটা একান্ত ব্যক্তিগত এবং আপেক্ষিক।

নীল হিজড়ে : আপেক্ষিক বটে; তবে যতোটা না ব্যক্তিগত, তার চাইতে বেশি শ্রেণীগতও বলা চলে। শ্রেণী-অবস্থানের উপর মানুষের সত্য-সম্পর্কে ধারণা নির্ভর করে বৈকি! (যেমন প্রোলেতারিয়েতের ক্ষেত্রে সাম্যতন্ত্র সত্য; বুর্জোয়ার কাছে ঈশ্বরপ্রথা)। কিন্তু এটা কোনো ভূতগ্রস্ত নিয়তি নয়—বস্তুর অবস্থানের নিরিখে গঠিত ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ-বিশেষ দৃশ্য ও প্রতীতী। (নির্বস্তুক প্রজ্ঞা কিছু নাই!)

কমলা হিজড়ে : ওর মধ্যে দিয়ে আমার নীল বালক কথা বলছে—

['ইণ্টারন্যাশনাল']

লাল হিজড়ে : কেবলই সত্যের দিকে একটুখানি যাওয়া ও সংঘর্ষ

রক্তমাংসে ফিরে আসা; শরীরশাসিত চেতনার মূলে ঘনেন্দ্রিয় স্পর্শ
বজ্রের স্থাপত্যশিল্প, হাড় ও প্রযুক্তিবিদ্যা, কবিতা ও ক্রিয়ার দুরত্ব
তার প্রক্ষেপণ থেকে জাগে স্বপ্ন, শ্বেতময়ূর, প্রজ্ঞা ও শ্রমের উরুদ্বয়, পদ্ম, মাংসের মরত্ব,
আচ্ছাদিত অন্তরীক্ষ; শঙ্খসমুদ্রের গ্রীবা, বিস্রস্ত উপলখণ্ডে, বস্তু অনশ্বর
নভোস্রোতে ঋতবান চিরন্তন সত্য শুধু : বস্তু ও শক্তির মধ্যে প্রাজ্ঞ রূপান্তর ॥

বাদামী হিজড়ে : উফ্, কী ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে !

ধূসর হিজড়ে : জলন্ত জিরাফ।

হলুদ হিজড়ে : ক্ষিদে মানুষকে চাবুক মারছে রোরুদ্যমানিনী আফ্রিকার মতো
ক্ষিদে মানুষকে চাবুক মারছে যেন বাইসাইকেলের জিহ্বা চেটে নেয় চাঁদের সংসার
অন্ধকারে ব্যাঘ্রলহমার ফুল ; ফুলের নিষ্ঠুর এরোপ্লেন—
বর্ণমালার মিথুনচিৎ জ্যামিতি ; প্রপেলারের শুঁয়ো !

সবুজ হিজড়ে : বিস্মৃতির মালমশলায়-ভরা ইতিহাসের শ্রম-রন্ধনশালা॥

বাদামী হিজড়েঃ উফ্, কী ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে !

লাল হিজড়ে [হেসে, দর্শকদের প্রতি] : মধ্যবিত্তদের কাণ্ডকারখানাই এইরকম। —বুর্জোয়া সংস্কৃতির ভোজসভায়, আহাররত তারা, প্রোলেতারিয়েতের মতো ক্ষুধার্ত বোধ করে ; এবং প্রোলেতারিয়েতের মতো ক্ষুধার্ত অবস্থায় তারা বুর্জোয়া চিন্তাধারার ডেলিশাস্ ডিশ্ পরিবেশন করে।—অনন্য রায় এভাবেই তার সংশোধনবাদী ছলাকলায় আপনাদের মুগ্ধ করতে চাইছে ; সাবধান !

[প্রচণ্ড ড্রামের শব্দ ও পাখিদের কিচিরমিচির। বন্দুকের শব্দ। কামানের শব্দ। এরোপ্লেনের শব্দ। উপর্যুপরি বজ্রপাত ও বোমাপতনের শব্দ। ঝাঁঝরের ঝড়। যাবতীয় পশুপাখির ডাকাডাকি ও পক্ষবিধূনন ও নানাবিধ যন্ত্রপাতির বিকট আওয়াজ, যা একটা সমবেত ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করবে।
বহুবর্ণ সাইকেডেলিক আলোকসম্পাত।]

বাদামী হিজড়ে : উফ্, কী ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে !

লাল হিজড়ে : স্ট্যাচু অফ লিবার্টি···

নীল হিজড়ে : ক্ষুধা হচ্ছে মানুষের পবিত্রতম প্রক্ষোভ।

ভায়োলেট হিজড়ে : পৃথিবী এক প্রকাণ্ড খাদ্যসামগ্রী—রুটি, টোম্যাটো, ক্রীড়ক, ক্রুশকাঠ !

হলুদ হিজড়ে : পেট জ্বলছে বুক জ্বলছে, মাথা জ্বলছে, ব্যথা জ্বলছে—অন্ত্রের চীৎকার !

সবুজ হিজড়ে : মাংসের পুস্তকরাশি··

কালো হিজড়ে : অন্ত্রের স্থাপত্যবজ্র, কালো ঘোড়া, সংক্রান্তির ক্ষুধা।

লাল হিজড়ে : ল্যাটিন অ্যামেরিকা।

ইনডিগো হিজড়ে : ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা। বাদাম, পৃথিবী, মৃত্যু, চাবুক, কুয়াশা, পালক, হাতঘড়ি, হাঁস—সব চেটেপুটে খাবো !

গোলাপী হিজড়ে : অন্নের কুয়াশা।

[নিরবচ্ছিন্ন ড্রামের শব্দ।]

লাল হিজড়ে : শরীর, দাহ্য মৃত্যুর প্রজাতন্ত্র !
ঘনেন্দ্রিয়তা : সাংবিধানিক মায়া ;
ক্ষুধায় জ্বলছে মোমবাতি, পোড়ে অস্ত্র
শুল্ক, কৃষ্টি—রক্তে প্রেতচ্ছায়া।

নীল হিজড়ে : হে জ্ঞানশাস্ত্র, চাঁড়ালের শুঁড়িখানা,
নিষ্ক্রিয় থেকে পারবে না বৃত হতে।
সংগীতধ্বনি, হও গণিতের ডানা,
মুদ্রাশাসন ছেঁড়ো চাবুকের স্রোতে।

লাল হিজড়ে : ছেঁদো বণিকের বাক্‌-পৃথিবীকে চাই না ;
বদ্‌লিয়ে দেবো আমিষ নষ্ট গ্রহ ;
(পণ্যপ্রসূত বিষাদের গান গাই না)
কবিতাই হবে চাবুক, রাষ্ট্রদ্রোহ !

লাল হিজড়ে : প্রহরী শরীর উত্থিত ; হে সশস্ত্র
ক্ষুধার চুল্লি : বজ্রের রাজধানী ;
মেঘের বস্তি চাঁদের চাবুকে ত্রস্ত ;
মৃত্যু দেয়না বিবস্ত্র হাতছানি।

হলুদ হিজড়ে [টোম্যাটো ভক্ষণরত] : আধুনিক সাহিত্যের প্রধান প্রক্ষোভ হলো : 'আত্মসমালোচনা।'

কালো হিজড়ে : যেমন প্রত্যেকে কল্পনায় তার আমিষ প্রতিপক্ষকে মিহি নিরস্ত্র পুতুল ভেবে তাদের উপর রাজকীয় প্রভুত্ব কায়েম করে—তেমনি, তার নির্বাচিত ব্যর্থতার সিংহাসনে সমারূঢ় অনন্ত রায়ও আমাদের দিয়েছে উটকো নিষ্ফল পৌত্তলিক ক্লীবপ্রজন্ম, —নিজেকেই শাসন করবার উদ্দেশ্যে !

লাল হিজড়ে : যেমন বুর্জোয়ার উৎপাদনপ্রথা ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়, তেমনি কবিতাতেও, যা সর্বাধিক প্রকট, তা হলো : নিরবচ্ছিন্ন আত্মদ্বন্দ্ব।

সবুজ হিজড়ে : উফ্‌, এই শস্তা পুতুলনাচে মার্কসবাদের কথাবার্তা ঢুকিয়ে

মার্কসবাদকেই ক্রমাগত প্রহসনে পরিণত করছো কেন বলো তো হে ?

গোলাপী হিজড়ে : আমরা, মধ্যবিত্তরা, তো সাধারণত তা-ই করে থাকি !

বাদামী হিজড়ে [পানপাত্রে চুমুক দিয়ে] : মাতাল, মাতাল, মাতাল। সারা-জীবনই আমি মাতাল। হাওয়া থেকে, ছাতা থেকে, মৃত্যু থেকে, মাংস থেকে, সংবিধান ও সাবান থেকে, প্রণয় থেকে, লাক্ষা থেকে, লিপ্সা থেকে, প্রবন্ধপুস্তক থেকে, পায়রা থেকে, কাগজ থেকে, বিছানা কিম্বা শ্রদ্ধা থেকে, দৃশ্যধ্বনি থেকে, পদ্ম থেকে—আমি মাদকসামগ্রী ছেঁকে নিই !

সবুজ হিজড়ে : নিজের সমস্ত রস নিংড়ে নেবো—মৃত্যু শুধু ছিব্‌ড়েটুকু পাবে !

[ঝাঁঝরের ঝড়।]

ধূসর হিজড়ে :

ভ্যান গখের সাইপ্রেস ও পাহাড়ের মতো

রুক্ষ আমার প্রখরতম উন্মত্ত প্যাশান

কী অসহ্য অব্যক্ত আক্রোশে ছিঁড়ে ফ্যালে সৃষ্টিগর্ভে কপোতীর মতো অন্ধকার

কী উন্মাদ আক্রোশে—

ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো হিংস্র ক্ষিপ্রতায় আমার সমস্তকিছুকে নখে ছিঁড়ে ফেলতে

ইচ্ছে করে, দাঁত ছিঁড়ে

তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করে, ক'রে দিতে লণ্ডভণ্ড তৃপ্তিহীন

লাথিতে-লাথিতে ভাঙি পৃথিবীর শান্ত দৃশ্যাবলী

কবন্ধ ঐতিহ্য এবং হিজিবিজি সিঁড়ি

বৈদ্যুতিক দাঁত ও করাত পরিহাস

আমার পতন দেখে ওঠে চমকে, থমকে যায় লিপ্তিহীন সময়ের স্রোত—

অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত সময়ের সাথে আমি চতুর্থমাত্রিকে

উথালপাতাল এই সতৃষ্ণ কুয়োর মতো দীর্ঘ স্ফীত রাত

অনেক রাত

আমার ধ্বস্ত করোটির মতো

অন্ধকার, মাতৃগর্ভ—পাপকবলিত নিষ্ঠুরতা

প্রজননে

হে অলীক, নক্ষত্রের উষ্ণ নীরবতা কিম্ভাকার

ঃদভ্রান্ত রেজরের হিজিবিজি এপিটাফ্‌ তীক্ষ্ণ অগ্র্‌ৎপাতে
ঘনাকার তির্যক প্রেতাত্মার লৌকিক শরীরে আমি
বুদ্ধ্‌দের পায়রা ও হাঁস।
:গোলাপী হিজড়েঃ স্তব্ধতা হে নীলাভ আর্দ্র, তুমি আমার রুমাল! আমার রুমাল!

ইনডিগো হিজড়েঃ
ব্যাঙের কেত্তনই শুধু ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে।
এখন আমি শুধু আকাঙ্খার মতো ক্ষয়ে গিয়ে
ভবিষ্যহীন অন্ধকারে বিবস্ত্র চাঁদের মতো
পাথরের স্তব্ধ নাক্ষত্রিক-সমুদ্রে সাঁতরাই কুহেলিকা!
ব্যাঙের কেত্তনই শুধু প্রত্যাশার মতো হতে পারে।
[মোৎসার্ট-প্রণীত 'আইনে ক্লাইনে নাখ্‌ট ম্যুজিক' (রোমানৎসা—আন্দান্তে।)]
কমলা হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো]ঃ
ঘুমোও, পৃথিবী, ঘুমোও, কেননা রাত্রি বড়ো দীর্ঘস্থায়ী—
যতক্ষণ-না তোমার ঘুম কমলালেবুর মতো হয়ে যায়
এবং কবরের ঘাসের মতো তোমার স্বপ্নগুলো চাঁদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়
এবং তোমার ঠোঁটের উপর শ্যাওলা জমে
ঘুমোও তুমি, অবগুণ্ঠিত বিস্মৃতির মতো,
যেখান দিয়ে টিউবরেল চলে গেছে সংগঠিত ইলেক্ট্রনের দিকে
আর পরিদৃশ্যমান তোমার ব্রোঞ্জের বিশাল বিস্মৃতি
শ্বেতপাথরের খিলানের মতো তোমাকে করে দিক্‌ দীর্ঘ গোলাকার।
কালো হিজড়েঃ
হাওয়া এখন তার পিচ্ছিল সবুজ আর্দ্র স্মৃতিচারণায়
মুড়ে রাখবে আমাকে
আর মুহূর্তের পর মুহূর্ত—অনন্তকাল
অরেঞ্জ কার্পেটের উপর পড়ে থাকবে মৃত্যুভক্ষ্য আধখানা রক্তিম আপেল!
ধূসর হিজড়েঃ ডিমের খোলশের মধ্যে মৃত্যু পেলো নির্বাক বিছানা।
নীল হিজড়েঃ আমিই অসুখ, আমি বিশল্যকরণী।
[শঙ্খধ্বনি।]
সবুজ হিজড়ে [শ্বেত হিজড়ের প্রতি]ঃ প্রিয়তমা, মনে পড়ে, যখন তুমি পদ্মের

জলন্ত সিংহাসনে শুয়েছিলে, সহস্রপদ্মের সিংহাসনে শুয়েছিলে তুমি যখন ; আর আমি, অর্বুদ ও চক্ষুপল্লবের থেকে, কাঠবিড়ালী ও ক্ষুধাশস্যের থেকে, জ্যামিতি ও অষ্টম ভ্রূণের থেকে ছেঁকে তুলেছি মহানাগরিকতা, বিজ্ঞান ও পদ্ম-কোরকের কেকাধ্বনি—সিগ্‌মা-কণিকার ফণা! নীল প্রজাপতি! আমি যেন ছিলুম শ্বেতপাথরের বিশাল গম্বুজ, পল শাগালের নীল ডানাওয়ালা ঘড়ি, নৈতিকতার অপরপ্রান্ত, নাক্ষত্রিক ঋতু—তোমার শরীরের শিকড়, ইড়া, অভ্র, সূর্যনাড়ী বেয়ে উতল হ্রদ বেয়ে আমার নির্বাচিত সমুদ্রের শর্করার দাঁত থেকে, আশ্চর্য ঝিনুক থেকে, লোকসংগীত ও শাদা ফেণা থেকে, অজস্র রক্তবিন্দু আহরণ করে, শুধুমাত্র একবার, শুধু একবার, তোমাকে চুমু খেয়েছিলুম। আমি তোমাকে আঘাত করেছিলুম।

কমলা হিজড়ে : কোন্ সুখে ফুটিস্ রে পদ্ম—তুই না সত্যেরই ফুল ?

শ্বেত হিজড়ে : পদ্মদেশ।

লাল হিজড়ে : যেন একটা হাসপাতাল, যেখানে

মানুষের একাকীত্ব, হাতঘড়ির কান্না, পরমাণুর হাহাকার মুছে যায় ;
ব্রহ্মাণ্ডের বিন্দুবীজ চিন্তাবীজ মিশে যেন একাকার
স্নায়ুগুল্মে একটি বিপুল পদ্ম—সম্ভ্রমের ও আদরণীয়
জ্যান্ত বাসনাপাপড়ির একটি আগ্নেয় আশ্রয় ;—(জতুগৃহ ?) !

কমলা হিজড়ে : কোন্ সুখে ফুটিস্ রে পদ্ম—তুই না সত্যেরই ফুল ?

নীল হিজড়ে : আমিই অসুখ, আমিই বিশল্যকরণী।

[চাবুকের শব্দ]

ধূসর হিজড়ে : অসুখ, অসুখ, অসুখ। মানুষগুলো সব ক্যাব্‌লা, বিকারগ্রস্ত ; ব্যঙ্গচিত্রসদৃশ অবাস্তব, অসমাপ্ত! আমি সবকিছু তাই অস্বীকার করতে চাই। সবকিছু। আমি অস্বীকার করতে চাই যে আমি আছি, পৃথিবী আছে, অনন্য রায় আছে, সভ্যতা আছে, ঈশ্বর বা মার্কস আছে, আমার ফুলপ্যাণ্ট আছে, হাতঘড়ি আছে, সময় আছে, ইতিহাস আছে, মাংস ও ললিপপ আছে। আমি অস্বীকার করতে চাই যে আমি বেঁচে আছি, আমার জন্ম হয়েছিলো, মৃত্যু হবে, আমার বাবা-মা ছিলো, কুসুম ছিলো, অবয়ব আছে, যন্ত্রপাতি আছে, ছেঁড়া ন্যাকড়া ও ধাত্রীবিপ্লব আছে, মেঘ আছে ; পৃথিবীতে লাউ আছে, হাঁউমাঁউ আছে,—তাতে

হয়েছেটা কি ! কী যায় আসতো যদি পৃথিবী থাকতো না, বস্তু থাকতো না, মন থাকতো না, প্রেম থাকতো না, শৌচাগার বা গ্রন্থাগার থাকতো না, 'আমি' থাকতো না ;—কী যায় আসতো ? —কিচ্ছু না। বরং ভালো হতো। এ্যাতো ঝামেলা হতো না। আমি সমাজব্যবস্থা মানিনা, যৌনব্যবস্থা মানিনা, মৃত্যু-ব্যবস্থা মানি না। সব ভুল, সমস্ত ভুল। ভুল বাবা, ভুল মা, ভুল গ্রামাফোন, ভুল টুপি, ভুল সংগঠন, ভুল প্রবন্ধ, ভুল কবিতা, ভুল প্রহসন, ভুল পুতুলনাচ। আমার সবকিছুর উপর বমি করতে ইচ্ছে করে, পেচ্ছাপ করতে ইচ্ছে করে। সপাং সমাজ সপাং শরীর সপাং হৃদয় সপাং প্রতীতী সপাং পৃথিবী। I loathe, I loathe, I loathe.

াল হিজড়ে : অতো সরাসরি চুরি করো না সার্ত্রের থেকে।

ইনডিগো হিজড়ে : মা হচ্ছে সংক্রামক বেশ্যা। (পৃথিবী ও পণ্যের সংলাপ।)

ভায়োলেট হিজড়ে : [চীৎকার করে] : আমিই ঈশ্বর। আমি মাংসের নিশ্চক্ষু বর্ণমালা !

নীল হিজড়ে [হেসে] : তুমি কিচ্ছু না। নেহাৎ ফালতু এক কবি।

ভায়োলেট হিজড়ে : আমি অন্যায়, আমি অনন্ত রায়, আমি নির্যাতন, আমি সাইক্লোট্রন-যন্ত্র !

নীল হিজড়ে : তুমি কিছুই না। এক পৌত্তলিক অসহায় ক্লীব।

ইনডিগো হিজড়ে : মা হচ্ছে সংক্রামক বেশ্যা। (পৃথিবী ও পণ্যের সংলাপ)।

[বন্দুকের শব্দ।]

কালো হিজড়ে : ঝড়ের চাবুক খাওয়া, হে সোনার পক্ষীরাজ, নীলাভ মত্ততা
নাসারন্ধ্রে বজ্রফেণা, এলোমেলো কেশরের শনি
বৈদ্যুতিক সড়কের অন্ত্রে ম্লান অন্নের কুয়াশা
দিগন্তে মেঘের অশ্ব, সূর্য যেন তারই হ্রেষাধ্বনি ;
কলকাতা, তোমাকে ঘিরে সহিসের টাট্‌কা রক্ত, আমিষ রূপকথা।

শ্বেত হিজড়ে : নরখাদক নগরী, কেন শেখালে নিষ্ঠুর ভালোবাসা ?

ইনডিগো হিজড়ে : পোড়া খাবারের ঘ্রাণ ভেসে আসে প্রেমিকার পৌরলাশ থেকে…

গোলাপী হিজড়ে : পৃথিবীর উরুদ্বয়ে নৃত্য করো, হে শ্বেতময়ূর !

বাদামী হিজড়ে :
অনন্ত রায় যাকে ভালবাসে, তার প্রতি আসক্তি আনুগত্য কিছু নেই—
নিজেকে সে ঘেন্না করে ! (প্রতিক্রিয়াশীল রেতঃ আর্দ্র করে তার আত্মরতি) ;
অই লঘু ক্লীবটিকে বলো, সে যেন ফিচ্‌লেমো ছেড়ে (বিজ্ঞাপন ?), পৃথিবীকে
শ্রদ্ধা করতে শেখে
এবং ঠিকঠাক যেন করে রাখে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পদ্ম-অস্ত্রোপচারের জন্যে !
[বন্দুকের শব্দ।]
কমলা হিজড়ে :
অবৈধ গর্ভিণী এক মেয়ে ঘোরে যেরকম বেহালার সোপ্রানোয় হত
পৃথিবীর পথে-পথে—লালসার পরমাণু বোমায়-বিধ্বস্ত হিরোশিমা—
কেঁপে ওঠে মুদ্রাস্ফীত ঔপনিবেশিক নৌ-প্রেত ; তবু নম্র শ্যামলিমা
দীপ্যমান ক্ষোভে ফোঁশে ফুশফুশে অঙ্গার—ঐ মেয়েটির অনশ্বর বাসনার মতো।
ধূসর হিজড়ে : ব্রহ্মাণ্ডের আছে কেবল প্রকাণ্ড এক অভ্যাস ; অর্থ নেই ?
[ড্রামের শব্দ।]
হলুদ হিজড়ে : অস্ত্রের এমেরাল্ড ঘূর্ণি
লাল হিজড়ে : ক্ষুধা হচ্ছে মানুষের পবিত্রতম প্রক্ষোভ।
সবুজ হিজড়ে : পুরনো পৃথিবী পচে গেছে, পুরনো সমাজ পচে গেছে, পুরনো ঈশ্বর পচে গেছে—চাবুক মারো ! পাল্টে দাও ! চাবুক মারো !
[ঝাঁঝরের শব্দ।]
ইনডিগো হিজড়ে [দর্শকদের প্রতি] : মহাশয়রা, আমি আপনাদের শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি যে, আপনারা অত্যন্ত ভুল জীবনযাপন করছেন (এবং আমরাও) ; এবং আমাদের এই টিঁকে থাকাকে কোনোমতেই বেঁচে থাকা বলা যায় না···
কমলা হিজড়ে : কে চায় মাংসের নিষ্ফল কারাগারে বন্দী হতে ?
[ড্রামের শব্দ।]
লাল হিজড়ে : কমরেড দর্শকবৃন্দ ! আপনাদের আমি প্ররোচিত করছি, হ্যাঁ, আমি প্ররোচিত করছি—আপনারা যাতে নিষ্ক্রিয়ভাবে আসনে বসে না-থেকে এই অবাস্তবতার ক্লীব ব্যভিচারবৃত্ত থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিতে পারেন। আসুন ! আমরা নতুন ভাষা আবিষ্কার করি, নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করি, নতুন মানুষ আবিষ্কার করি,

নতুন চিত্রকল্প—থ্যাঁতা মৃত্যুযাপনের জলন্ত একক প্রতিষেধক! উষার ট্রামপেট!

[ট্রামের শব্দ।]

নীল হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো]: হ্যাঁ, মানুষ একদিন নিশ্চয়ই সুখী হবে।…যদি মানুষ তার ইন্দ্রিয়প্রসূত জ্ঞানসমূহ আহরণ করে অভিজ্ঞতার পৃথিবী থেকে, তবে সেই অভিজ্ঞতার পৃথিবীকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে যাতে তা যথার্থ মানবিক হয়ে ওঠে, যাতে মানুষ নিজেকে মানুষ হিসেবে চিনতে সমর্থ হয়। যদি মানুষ সবকিছুই করে থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থে, তবে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ যেন রূপ পরিগ্রহ করে প্রজাতির স্বার্থে। যদি পরিপার্শ্বই কেবল নর-চরিত্র-নির্মাণের জন্যে দায়ী হয়ে থাকে, তবে তার পারিপার্শ্বকেই করে তুলতে হবে মানবিক, সংবেদনশীল। শুধুমাত্র তখনই আমরা গড়ে তুলতে পারবো নতুন পৃথিবী, নতুন সমাজ, নতুন মানুষ—পণ্যাশাসিত নিঃসঙ্গতার কবলমুক্ত সমাজতান্ত্রিক মানুষ; যে-মানুষ তার প্রতিযোগিতাপরায়ণ পণ্যকামী পুতুলসত্ত্বার অবলোপন ঘটিয়ে হয়ে উঠবে স্বয়ংক্রিয় স্বনির্ভর সৃজনশীল নর। ছেঁড়া শ্রমের শরীরী বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে তখন স্বৈরশাসিত স্বতঃক্রিয়া, স্বপ্নের বদলে বাস্তবতা, সংঘাতের বদলে সংস্রব।…

লাল হিজড়ে: সাম্যতন্ত্রেই প্রথম মানুষের প্রাকৃতিক অস্তিত্ব হয়ে উঠবে মানবিক অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি আচরণ করবে মানুষের মতো।

গোলাপী হিজড়ে: নরনৈসর্গিক বর্ণমালা!

শ্বেত হিজড়ে: নীল বালক, নীল নারঙ্গ, নীল পরমাণু।

নীল হিজড়ে: ‥ তখন শ্রেণীসংঘর্ষ থাকবে না, শ্রমবিভাগ থাকবেনা, রিরংসা বা রণ থাকবে না, রাষ্ট্র থাকবেনা, প্রশাসন থাকবে না, অবদমন বা নিগ্রহ বা ব্যথা থাকবে না, ব্যক্তিগত স্বৈরাচার বা ফ্যামিলি বা প্রপার্টি থাকবে না; বেশ্যালয়, কারাগার, সংবিধান, বিধিনিষেধ, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য বা শৃঙ্খল থাকবে না; দুঃখ কিম্বা নিঃসঙ্গ বিকার থাকবে না; জরা থাকবে না, অসুখ থাকবে না, মৃত্যু থাকবে না—কেবল আনন্দ এবং আনন্দ এবং আনন্দ—পৃথিবীটা তখন আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠবে!

শ্বেত হিজড়ে : নীল মাংস, নীল ডিম্ব, নীল প্রজাপতি।

ধূসর হিজড়ে : কিন্তু, যদি তখন মহাজাগতিক মৃত্যু এসে আমাদের রতিমুগ্ধ করে ?

নীল হিজড়ে : তবে পৃথিবীটাকে পাল্টে দেবো, মানুষটাকে পাল্টে দেবো, পরমাণুকে পাল্টে দেবো—পদ্মের ক্রেংকার !

লাল হিজড়ে : অবাস্তবতার পাখনা আজ ভয়াবহ শৃঙ্খলে পরিণত (সিন্ড্রেলার জুতো)। —বাস্তবতার শৃঙ্খলই কেবল ভবিষ্যময় পাখনা হতে পারে।

গোলাপী হিজড়ে : কোন্ সুখে ফুটিস্ রে পদ্ম—তুই না সত্যেরই ফুল ?

হলুদ হিজড়ে [কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে] : কিন্তু মূল প্রশ্নটা হলো : তা, কে এই নীল বালক ?···

লাল হিজড়ে : সঙ্ঘবদ্ধ প্রোলেতারিয়েত ; বা তার সংক্ষিপ্ত ইস্তাহার !

সবুজ হিজড়ে : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি—

কালো হিজড়ে : বা অনন্য রায়।

নীল হিজড়ে [হেসে] : না, অনন্য রায় নয়। বরং অনন্য রায় যা হতে পারতো, যা তার হওয়া উচিত ছিলো ; তিনি তা-ই !

গোলাপী হিজড়ে : কোন্ সুখে ফুটিস্ রে পদ্ম—তুই না সত্যেরই ফুল ?

স্কার্লেট হিজড়ে [নারঙ্গ ভক্ষণরত] : য়া য়েতাদ্ বিদুরামৃতাস্তে ভবন্তি ॥

হলুদ হিজড়ে [হেসে] : সংসদীয় ভোজসভা, ১৯৭৭।

[ময়ূরের ডাক]

কালো হিজড়ে : আসলে, অনন্য রায় এখানে চেয়েছে একটা নিকষ প্রহসন প্রণয়ন করতে—

স্কার্লেট হিজড়ে : পোয়েটিক পোলেমিক···

সবুজ হিজড়ে : পরম্পরা-ভঙ্গুর সালতামামী···

কমলা হিজড়ে : কল্পনাপ্রসূত বহু বিষয়-সমন্বিত এক জটিল নক্শা—

বাদামী হিজড়ে: যা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে আত্মহননের সঙ্কুচিত ভোজসভায়। (রচনা যেখানে রচয়িতাকে হত্যা করতে চাইছে !)

গোলাপী হিজড়ে [লবেঞ্চুস চুষতে-চুষতে] : এই স্বপ্ননাটকে, অনন্য রায় চেয়েছে কবিতা ও প্রবন্ধের সংমিশ্রণে···

ইনডিগো হিজড়ে [চোখ মেরে] : কবিতা ও প্রবন্ধের সংমিশ্রণে একটা কিম্ভূত 'কবন্ধ' প্রণয়ন।

হলুদ হিজড়ে [ঈষৎবিরক্ত]: ধ্যাৎ! এটা না-হয়েছে কবিতা, না-নাটক, না-প্রহসন,
না-ট্র্যাজেডি, না-প্রবন্ধ, না-উপন্যাস, না-ক্রনিকাল প্লে। সংগীত
বা চিত্রকলা তো নয়ই! —ছেঁদো দৃশ্যছন্দ।

সবুজ হিজড়ে:
হে প্রবাহ, মানুষের পৃথিবীতে আমাকে মাতাল করে তোলো
হে প্রবাহ, পালকের পৃথিবীতে আমাকে মানুষজন্ম দাও
আমাকে বিচূর্ণ করে নভোনীল ধুলোয় মেশাও
ছাখাও কেমন করে বর্ণনার ডিম্বকোষে দিব্যপ্রতিভার জন্ম হলো।

কমলা হিজড়ে:
বারংবার বলে যাব আমি শ্রদ্ধা করেছি মানুষকে
বারংবার বলে যাব পৃথিবী ভীষণ রমণীয়
বারংবার আমি শুধু তোমাদের সংসারের নির্জন অসুখে
হবো এক হাসপাতাল, নাক্ষত্রিক, সকাতর নিজেই যদিও॥

নীল হিজড়ে: আমিই অসুখ, আমি বিশল্যকরণী!

[স্তব্ধতা।]

স্কার্লেট হিজড়ে: সোনালি ঝাড়লণ্ঠন ভেঙে
টকটকে লাল মদ এবং তারপিন-তেলের গন্ধমদির ময়লা ন্যাকড়ার
সমবেত রক্তাক্ত বিন্যাসে
পশ্চিমে
সূর্যাস্ত হলো।

ধূসর হিজড়ে: গাছের মসৃণ ছায়া ঘাসে, যেন কফির চামচ।
ডিমের ভেতরে মৃত্যু করে স্ফীত প্রজন্মের খোঁজ॥

কালো হিজড়ে: বিদায়, অসংলগ্নতা; বিদায়, নৈরাজ্য, বিদায়, অবাস্তবতা;
বিদায়, নিষ্ক্রিয় বাক্‌সর্বস্বতা; বিদায়, পুতুলজন্ম; বিদায়, বিদায়।

শ্বেত হিজড়ে: উঠ উঠ সুয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি থাইয়া—

[ড্রামের শব্দ।]

লাল হিজড়ে: নির্জ্ঞান ছিলো আহরণ, বোবা কান্না;
তারপর এলো শ্রম ও ভাষার প্রস্তর;
নরপ্রগতির প্রতিবন্ধক ঈশ্বর:
দ্রব্য, পণ্য, বিনিময়-প্রথা, রান্না

নীল হিজড়ে : দিয়ে গেলো শ্রমবিভাগ, শ্রেণী ও রাষ্ট্র

(মেঘ ও চাঁদের রতিমিলনের শীৎকার

প্রপর্ণচিৎ কুসুমের মতো স্রস্ত) ;

নৈরাশ্য ও অরাজকতার চীৎকার—

লাল হিজড়ে : টেনেছে যেখানে আণবিক ক্রুশকাষ্ঠ !

মেঘকক্ষ ও ময়ূরী, (দৃশ্যকবিতার ক্লীব কলরব) ,

পদ্মের রেণু, কারখানা, ক্ষুধা, স্ফটিকের তাঁতবস্ত্র,

নক্ষত্রের দোল্‌না, প্রয়াণ, ভ্রূণমাংসের অস্ত্র,

টেনেছে যেখানে স্খলনি, কাস্তে-পায়রার ধ্বনি, বাস্তব—

পারমাণবিক চুল্লি, প্রজাতি, স্রোত, প্রজাপতি, মন্ত্র :

নীল হিজড়ে : "মৃত্যুর প্রতিষেধক সাম্যতন্ত্র !"

[প্রচণ্ড ড্রামের শব্দ ও পাখিদের কিচিরমিচির।

সহসা উইংসের থেকে আশ্চর্য সুন্দর এক শ্বেতময়ূর উড়ে এসে ভোজসভার মধ্যিখানে বসে।

['আনন্দের স্তোত্র।']

শ্বেত হিজড়ে [স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো] : আজ ভোরবেলা আমি একটা আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি !

[পিছনের দৃশ্যপট অনাবৃত হয়। ছাখা যায় : জলন্ত ক্রুশকাঠে ঝুলছে অর্ধনগ্ন নীল বালক (তার কোমরে-জড়ানো লাল কাপড়) যিশুর ভাঙ্গিমায়।]

শ্বেত হিজড়ে : ···তখন কুয়াশা কেটে গেছে

সমবেত হিজড়েবৃন্দ : জয় হোক্ মানুষের।

ঐ নবজাতকের।

ঐ চিরজীবিতের॥

শ্বেত হিজড়ে : ·· নিউট্রনের বাহু তার ৭ মিনিটের জল-ন্যাকড়া, উষার ট্রামপেট আর থ্যাতলানো নারঙ্গিফুলের গন্ধ দিয়ে আমার ঝরোকার কাঁচ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে শুরু করেছে। স্ফটিকস্বচ্ছ দীঘির জলে কাকের পা ; পজিট্রনের উরু। জানলার ওপাশে, দূরে, ঘনকৃষ্ণ মেঘাবরণ···

সমবেত হিজড়েবৃন্দ : জয় হোক্ মানুষের।

ঐ নবজাতকের।

ঐ চিরঞ্জীবিতের ॥

শ্বেত হিজড়ে : ···সেখানে অতিকায় এক কচ্ছপের পিঠে বসে দুই ন্যাংটো নীল নারী শাদা-কালো সুতোয় তাঁত বুনছে···

সমবেত হিজড়েবৃন্দ : জয় হোক্ মানুষের।

ঐ নবজাতকের।

ঐ চিরঞ্জীবিতের ॥

শ্বেত হিজড়ে : ···তাঁত বুনছে ; তাঁত বুনছে ; তাঁত বুনছে এবং দ্বাদশ অর-যুক্ত একটি চাকা · ছয় বালক···

[আশ্চর্য সুন্দর সেই শ্বেতময়ূর তা'র রূপময় বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল পেখম মেলে ধরে।]

সমবেত হিজড়েবৃন্দ : জয় হোক্ মানুষের।

ঐ নবজাতকের।

ঐ চিরঞ্জীবিতের ॥

['ইণ্টারন্যাশনাল।']

সমাপ্ত